রক্তাক্ত প্রান্তর

মুনীর চৌধুরী

[কলেজ সংস্করণ]

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড কর্তৃক উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর বাংলা আবশ্যিক সহপাঠ 'নাটক' হিসেবে নির্বাচিত ও অনুমোদিত।
পত্র নং- ১৯৩১ (৪) শিঃ সঃ তাং ০৩/১১/৯৮ ইং
পুনঃ অনুমোদন পত্র নং-২১/০২/১০৯৩ তাং ২২/০৭/০২ইং

নাটক

রক্তাক্ত প্রান্তর

মুনীর চৌধুরী

(কলেজ সংস্করণ)

সংকলন ও সম্পাদনা
প্রণব চৌধুরী
বি. এ (অনার্স), এম.এ, বি.সি. এস (শিক্ষা)
সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
বাংলা বিভাগ
ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজ, ব্রহ্মণবাড়িয়া,
প্রাক্তন সহকারী অধ্যাপক : চাঁদপুর সরকারি কলেজ, চাঁদপুর,
আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ;
প্রভাষক : সরকারি ভাওয়াল বদরে আলম কলেজ, গাজীপুর;
সরকারি মহিলা কলেজ, চট্টগ্রাম, তেলিগাতি কলেজ, নেত্রকোণা।

পরিবেশক

বাংলাদেশ বইঘর

৩৪/২, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

রক্তাক্ত প্রান্তর

মুনীর চৌধুরী

সম্পাদনা

প্রণব চৌধুরী

কলেজ সংস্করণ, ভূমিকা সংবলিত

প্রকাশনায়

লতিফ প্রিন্টিং প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স

৪৮, ঋষিকেশ দাস রোড, ঢাকা-১১০০।

প্রথম কলেজ সংস্করণ	:	নভেম্বর ১৯৯৮
দ্বিতীয় মুদ্রণ	:	এপ্রিল ২০০০
তৃতীয় মুদ্রণ	:	জুলাই ২০০১
চতুর্থ মুদ্রণ	:	আগস্ট ২০০২
পঞ্চম মুদ্রণ	:	মে ২০০৫
ষষ্ঠ মুদ্রণ	:	জুলাই ২০০৮
প্রচ্ছদ	:	শাহীন

মুদ্রণে :

লতিফ প্রিন্টিং প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স

৪৮, ঋষিকেশ দাস রোড, ঢাকা-১১০০।

মূল্য : তেইশ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান

বাংলাদেশ বইঘর

৩৪/২, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

পাঠ্যসূচি

- ভূমিকা ৭–২১
- নাট্যকারের কথা ২২–২৬
- নাটক : রক্তাক্ত প্রান্তর ২৭–১০৪
- প্রশ্নাবলি ১০৫–১১৩
- ব্যাখ্যাবলি ১০৪–১১৬

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

ভূমিকা

‘রক্তাক্ত প্রান্তর’ মুনীর চৌধুরীর নাটক। মুনীর চৌধুরী একাত্তরের শহীদ বুদ্ধিজীবী, আমাদের জাতীয় ইতিহাসের অভিন্ন সত্তা।[১] দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে মাত্র আমরা হারিয়েছি তাঁকে। মুনীর চৌধুরী নিহত হলেন স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির হাতে। ‘রক্তাক্ত প্রান্তর’—এর নায়ক ইব্রাহিম কার্দির মতোই কি এ মৃত্যু! শামসুর রাহমান মুনীর চৌধুরীকে নিয়ে যে কবিতা রচনা করলেন, তার নাম এ কারণেই বুঝি ‘রক্তাক্ত প্রান্তর’:

‘ছুটে যাই দিগ্বিদিক, কিন্তু কই কোথাও দেখি না আপনাকে
খুঁজছি ডাইনে-বাঁয়ে তন্ন তন্ন করে, সবদিকে ডাকি প্রাণপণে
বারবার।
কোথাও আপনি নেই আর।
আপনি নিজেই আজ কী দুঃসহ বিষণ্ন সংবাদ’।[২]

এক অভিজাত—সম্ভ্রান্ত পরিবারে মুনীর চৌধুরীর জন্ম; পৈতৃক নিবাস নোয়াখালি, জন্মেছিলেন মানিকগঞ্জ শহরে, ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ২৫ নভেম্বর। ছাত্রজীবন থেকেই মেধাবী, সৃষ্টিশীল ও প্রগতিশীল। ১৯৪৩ সালে, তাঁর ছাত্রাবস্থায় যোগ দিয়েছিলেন ফ্যাসী বিরোধী বিপ্লবী গল্পকার সোমেন চন্দ্রের স্মৃতিসভায়। ১৯৪৮ সালে পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট নেতৃত্বের অন্যতম নির্বাচিত হয়ে কাজ শুরু করেন। ১৯৪৮ সালের ৩০ জুন ঢাকার সদরঘাটে কমিউনিস্ট পার্টি যে জনসভা করেছিল, মুসলিম লীগের লোকেরা তা ভেঙে দিয়েছিল। মুনীর চৌধুরী সেই ঐতিহাসিক জনসভায় সভাপতি ছিলেন। ১৯৪৭ সালে ইংরেজিতে, ১৯৫৪ সালে বাংলায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. করেন, তারপর ১৯৫৮ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষাতত্ত্বে এম.এ. করেন। ৫২—এর ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ তাঁর জীবনের গৌরবময় অধ্যায়। ১৯৪৯ সালে মুনীর চৌধুরী কারাবরণ করেছিলেন। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে তাঁকে আবার গ্রেফতার করা হয়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচন পূর্বকাল পর্যন্ত তিনি কারারুদ্ধ ছিলেন। একই কারাগারে তখন বন্দী আবুল হাসিম, শেখ মুজিবুর রহমান, অজিত গুঁহ,

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

মাওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশ প্রমুখ। ১৯৫৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মুক্তি পেয়ে তিনি যোগ দেন তাঁর পূর্বতন কর্মস্থল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে। কর্মজীবনের প্রথম দিকে ছিলেন দৌলতপুর কলেজ, জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক, পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে। ১৯৫৫ সালে যোগ দেন একই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি সেখানেই ছিলেন কর্মরত।

দুই

সাহিত্যে মুনীর চৌধুরীর আবির্ভাব চল্লিশ দশকে। কবিতা, কখনো– সখনো, গল্পই লিখতেন বেশি। কিন্তু কবিতা বা গল্প নয়, তাঁর সৃষ্টিশীল প্রতিভা উপযুক্ত প্রকাশ ও বিকাশের পথ পেয়েছিল নাটকে। সাহিত্যিক মুনীর চৌধুরীর আজ পরিচয় ও প্রতিষ্ঠা মূলত নাট্যকার হিসেবে। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের পাঠ্যবস্থায়ই তিনি নাটকের দিকে ঝুঁকেছিলেন। 'রাজার জন্মদিনে' সেকালে রচিত ও পরিচালিত তাঁর নাটক। এস.এম হলের ছাত্র মিলনায়তনে এর অভিনয় হয়েছিল। নাটক রচনা ও মঞ্চায়নে মুনীর চৌধুরীর প্রচেষ্টা ছিল অতুলনীয়। শেক্সপীয়র, ও 'নীল বার্নার্ড শ প্রমুখ বিশ্বের কালজয়ী নাট্যকারদের তিনি বাংলায় এনে দিলেন। পৃথিবীর যেখানেই গেছেন, সেখানকার নাট্যজগতকে গভীরভাবে অধিকত করার চেষ্টা করেছেন। দেশে তিনি যে আধুনিক নাট্যকলা ও নাট্যান্দোলনের স্বপ্ন দেখেছিলেন, স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের নাট্যজগৎ বস্তুত তারই বাস্তবায়ন। তাঁর স্বপ্ন ছিল আরো বড় ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপন।

মুনীর চৌধুরীর উল্লেখযোগ্য নাট্যকর্ম:

মৌলিক ॥ মানুষ, নষ্ট ছেলে, কবর, রক্তাক্ত প্রান্তর, দণ্ডকারণ্য, দণ্ড, দণ্ডধর, চিঠি ইত্যাদি।

অনুবাদ ॥ মুখরা রমণী বশীকরণ, রূপার কৌটো, কেউ কিছু বলতে পারে না, ওথেলো (অসমাপ্ত) ইত্যাদি।

মুনীর চৌধুরীর নাট্যশক্তি ও প্রগতিশীল চেতনা থেকে উৎসারিত নাটক 'মানুষ'– বিভাগপূর্বযুগের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে রচিত। বাইরে

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

যখন হিন্দু, মুসলিম হত্যাযজ্ঞের আদিমতা, আগন্তুক ডাক্তার আর হিন্দু থাকে না, প্রতিপক্ষ সমাজের আশ্রয়ে বেঁচে গিয়ে একটি মানব শিশুর জীবনকে মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করে। নাটকে বারবার উচ্চারিত হয়েছে 'আমি মানুষ'। এ নাটক রচনার জন্য মুনীর চৌধুরীকে ঢাকা ও চট্টগ্রামে লাঞ্ছিত হতে হয়েছিল।[৪]

'মানুষ' একাঙ্কিকা'; 'নষ্ট ছেলে' আকারে আরো দীর্ঘ-দুটি দৃশ্য সংবলিত। মুনীর চৌধুরীর রাজনৈতিক বক্তব্যের সূচনা এখানে। রক্ষণশীল পরিবারের 'আপা' একজন বামপন্থী আণ্ডারগ্রাউন্ড কর্মী। তার বাবা এরতাজুল করিম সুবিধাভোগী প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক মতবাদীদের প্রতিনিধি। আপার মুখে সে সময়ের রাষ্ট্রীয় অবস্থার চিত্র; 'ছাপাখানায় গুণ্ডা পুলিশ, রেডিওতে গুণ্ডা পুলিশ, আমাদের কথাকে পর্যন্ত গলা টিপে মেরে ফেলতে চাইছে। নাটকের শেষাংশে আপা বেরিয়ে পড়ে চিরসংগ্রামের পথে।

এ পর্যায়ে মুনীর চৌধুরীর সবচেয়ে পরিচিত ও জনপ্রিয় নাটক 'কবর'। ভাষা আন্দোলন এর বিষয়। ১৯৫৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি প্রথম একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপন উপলক্ষে জেলখানায় সহবন্দীদের দ্বারা অভিনয় উপযোগী করে রচিত এ নাটক। আট দশটি হ্যারিকেনের আবছা আলোয় সেদিন প্রথম অভিনীত হয় বাংলা সাহিত্যের এ কালজয়ী নাটক। এখানে ঘটনা মুখ্য নয়, মুখ্য চেতনা। শহীদদের লাশ রাত পোহানোর আগেই কবরস্থ করতে কর্তৃপক্ষ ব্যস্ত, তাও আবার এক কবরে সবার লাশ। মুর্দা ফকিরের উন্মাদ প্রলাপে বেজে উঠে শাশ্বত সংগ্রামের বাণী: 'ওরা মুর্দা নয়। মরেনি। মরবে না। ওরা কখনো কবরে যাবে না। কবরের নিচে ওরা কেউ থাকবে না।'

তাই সত্য হলো। ছায়ামূর্তিতে সেই শহীদদের মুখের কথা : 'আমরা মরিনি। আমরা মরতে চাইনি। আমরা মরবো না। কবরে যাবো না।'

'মানুষ', 'নষ্ট ছেলে' 'কবর' আগে রচিত হলেও মুনীর চৌধুরীর প্রথম প্রকাশিত নাটক 'রক্তাক্ত প্রান্তর'। নাট্যগ্রন্থ প্রকাশের আনন্দ স্বভাবতই তাঁকে পুলকিত করেছিল। নাটকটি পুরস্কৃত হয়ে তাঁকে স্থায়ী মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করলো।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

তিন

নাট্যকার মুনীর চৌধুরী আরো নানা পরিচয়ে স্বনামধন্য : বাগ্মী, ভাষাবিদ, শিক্ষাবিদ, অধ্যাপক ও প্রবন্ধকার। তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ : 'ড্রাইডেন ও ডি এল রায়', 'মীর মানস', 'তুলনামূলক সমালোচনা' 'বাংলা গদ্যরীতি' ইত্যাদি। বাংলাদেশের গদ্য সাহিত্যে মুনীর চৌধুরী তাঁর যুক্তিশীল চিন্তা-চেতনা ও ব্যক্তিত্ব চিহ্নিত গদ্যরীতির জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন।

চার

সম্ভবত, 'রক্তাক্ত প্রান্তর' মুনীর চৌধুরীর শ্রেষ্ঠ নাটক।

নাটক বলতে আমরা কী বুঝি? সংস্কৃত আলঙকারিকগণ নাটককে বলেছেন প্রধানত দৃশ্যকাব্য। নাটক রঙ্গমঞ্চে মানবজীবন কাহিনী রক্তমাংসের মানুষের অভিনয়ে মূর্ত করে তোলে। একটি ইংরেজি সংজ্ঞা এক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রযোজ্য : Drama is the creation and representation of life in terms of the theatre;[৫]

নাটক একটি যৌগ শিল্প, এখানেই সাহিত্যের অন্যান্য শাখার সঙ্গে এর পার্থক্য। নাটকের জন্যে চাই নাট্যকার, কুশীলব, নির্দেশক, সর্বোপরি দর্শক। নাটকের আবেদন প্রত্যক্ষ, যেন দর্শকের সরাসরি গণভোট গ্রহণ করে। যা একান্ত কাল্পনিক, তাও নাটকে হয়ে ওঠে বাস্তব। এ কারণেই প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর কাছে নাটক ভয়ের বিষয়।

সাধারণভাবে একটি নাটক যে নাটক, তা চেনার লক্ষণ তার সংলাপ। আগাগোড়া সংলাপ। নাটক অবশ্যই সংলাপনির্ভর; এর সঙ্গে চাই ঘটনা ও চরিত্রের ক্রিয়া (action), দ্রুত গতি, দ্বন্দ্ব, আকস্মিতকা ও নাট্যকারের নির্লিপ্ততা। কোনো ঘটনা বা চরিত্রের সঙ্গে নাট্যকার জড়াবেন না। নাটকের একটি বড়ো গুণ উৎকণ্ঠা। দর্শককে নাটক উৎকণ্ঠিত করে রাখবে এরপর কী হলো, কী হলো।

একটি পূর্ণাঙ্গ নাটকে থাকে পাঁচটি পর্যায় : প্রারম্ভ, প্রবাহ, উৎকর্ষ (action), গ্রন্থিমোচন ও উপসংহার। প্রথমে আরম্ভ, তারপর ক্রমবিস্তার,

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

তারপর 'উৎকর্ষ' নাট্যদ্বন্দ্বের চূড়ান্ত পর্যায়; এরপর তার জটিলতা মুক্তি, অবশেষে সমাপ্তি। এটিকে একটি রেখাচিত্রে দেখানো যেতে পারে :

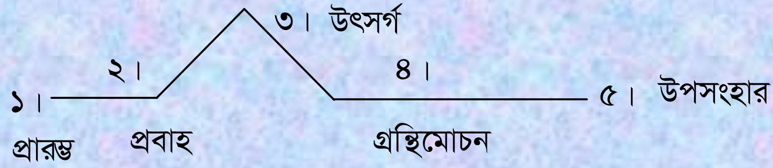

নাটকের ঐক্যত্রয়ীর কথাও আমরা বলতে পারি। তিনটি ঐক্যের কথা বলা হতো: সময়ের ঐক্য, স্থানের ঐক্য ও ঘটনার ঐক্য। এ যুগে ঘটনার ঐক্য (Unity of action)–কেই মানা হয়ে থাকে।

শিল্পরীতির বিশ্লেষণে একটি পূর্ণাঙ্গ নাটকে চারটি অঙ্গের কথা বলা হয়ে থাকে : কাহিনী, চরিত্র, ঘটনা সমাবেশ ও সংলাপ। আধুনিক নাটকে কাহিনীর চেয়ে চরিত্রের প্রাধান্য, অবশ্য তা শুরু হয়েছে শেক্সপীয়র থেকে। এছাড়া আজকের নাটকে বাহ্যদ্বন্দ্বের চেয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বের দিকটি গুরুত্ব পাচ্ছে।

নাটকের শ্রেণীবিভাগ বিচিত্র। নানা দিক থেকে এর শ্রেণীবিন্যাস করা যায় :

১। বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে–পৌরাণিক, ঐতিহাসিক সামাজিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক চরিতমূলক ইত্যাদি।

২। বিষয়বস্তুর পরিণতি বা রসের বিচারে– ট্রাজেটি, কমেডি, প্রহসন, মেলোড্রামা, ট্র্যাজিকমেডি।

৩। গঠনরীতি অনুসারে– কাব্যনাট্য, গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, কাব্যগীতিনাট্য ইত্যাদি।

৪। ভাব প্রাধান্যের দিক থেকে– ক্লাসিক্যাল, রোমান্টিক ও বাস্তব।

৫। উদ্দেশ্যপ্রধান–সমস্যামূলক, রূপক–সাংকেতিক ও চরিত নাটক।

৬। আয়তনের দিক থেকে– পঞ্চাঙ্ক বা পূর্ণাঙ্গ, একাঙ্কিকা বা একাঙ্ক, নাটিকা ইত্যাদি।

উৎকর্ষ

পাঁচ

বাংলা সাহিত্যে এ নাটকের অবস্থান কেমন? বাংলাদেশের নাটকের ইতিহাস কতোটা সমৃদ্ধ এবং তাতে মুনীর চৌধুরীর অবস্থান কোথায়?

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

বাংলা নাটক গ্রাম্য যাত্রা থেকে আসেনি– এসেছে পাশ্চাত্য নাটকের প্রত্যক্ষ সাক্ষাতে। নাটকের সঙ্গে মঞ্চের সম্পর্ক। ১৭৫৩ সালে কলকাতায় এদেশে ইংরেজদের প্রথম রঙ্গালয়। বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা ১৭৯৫ সালে, হেরোসিম লেবেডেফ–এর প্রতিষ্ঠাতা। 'Love is the Best Doctor' এবং 'disguise'—এর বাংলা অনুবাদ দিয়ে, তাঁর প্রচেষ্টায় বাংলা নাটকের যাত্রা শুরু।

বাংলা নাটকের প্রথমভাগে আমরা পাই বেশ কিছু সংস্কৃত ও ইংরেজি নাটক ও প্রহসনের অনুবাদ। ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এ পর্যয়ে উল্লেখযোগ্য : তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন', হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতী চিত্তবিলাসী', নন্দকুমার রায়ের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম' ইত্যাদি। এ সময় পাই রামনারায়ণ তর্করত্নকে, যিনি প্রথম বাংলা মৌলিক নাটক 'কুলীনকুলসর্বস্ব–এর লেখক, মধুসূদনের পূর্বে সবচেয়ে বিখ্যাত নাট্যকার। তিনি সামাজিক, পৌরাণিক নাটক ও প্রহসন লেখার সঙ্গে সঙ্গে চারটি সংস্কৃত নাটকের অনুবাদও করেছিলেন।

রামনারায়ণের একটি অনুবাদ 'রত্নাবলী'র সঙ্গে পরবর্তী বাংলা নাটকের একটি ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। এই 'রত্নাবলী'র ইংরেজি রূপান্তর করতে গিয়ে মধুসূদনের বাংলা নাটকের নতুন ধারা প্রবর্তনের ইচ্ছে জেগেছিলো এবং সেই নতুন ধারার নাটক 'শর্মিষ্ঠা'। শর্মিষ্ঠা বাংলা ভাষার প্রথম সার্থক নাটক। পাশ্চাত্য নাট্যরীতির কুশলতায় মধুসূদন বাংলা নাটককে প্রথম আধুনিকতা দান করেন। এরপর তিনি বেশ ক'টি নাটক ও প্রহসন রচনা করেন : 'পদ্মাবতী' 'কৃষ্ণকুমারী', 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ।' মধুসূদনই বাংলায় প্রথম সার্থক ট্রাজেডি ও প্রহসন রচয়িতা।

মধুসূদনের পর দীনবন্ধু মিত্র। দীনবন্ধু মিত্রের মূল প্রতিভা ছিল প্রহসন রচনায়। তাঁর 'সধবার একাদশী' বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় সৃষ্টি। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' সমধিক পরিচিত হলেও শিল্পে দিক থেকে তা সার্থক হতে পারেনি।

মীর মশারফ হোসেনের 'জমীদার দর্পণ' এ ক্ষেত্রে মনে রাখার মতো। তাঁর এ নাটকটি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসাধন্য।[৬]

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

পরবর্তী বাংলা নাটকে অনেক প্রধান অপ্রধান নাট্যকারের নাম উল্লেখ করা যায়–জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরিশ চন্দ্র ঘোষ, অমৃত লাল বসু, দ্বিজেন্দ্র লাল রায় (ডি এল রায়), ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজুরুল ইসলাম প্রমুখ। তাঁদের মধ্যে অন্তত তিনজনের অবদান শিরোধার্য: গিরিশ চন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্র লাল রায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গিরিশ চন্দ্রের অনেক নাটকের মধ্যে 'জনা', 'প্রফুল্ল', 'সিরাজদ্দৌলা'; দ্বিজেন্দ্র লালের বহু সার্থক নাটকের মধ্যে 'নূরজাহান', 'সাজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত'; রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র বিষয় ও আঙ্গিকের নাটকের মধ্যে 'ডাকঘর', 'রাজা', 'অচলায়তন', 'বিসর্জন', রক্তকরবী' 'চিত্রাঙ্গদা', 'চিরকুমার সভা' ইত্যাদি বাংলা সাহিত্যের অমর সম্পদ।

গীতিকাব্যিক ব্যঞ্জনায় কাজী নজরুল ইসলামের নাটকগুলো ভিন্ন মাত্রা পেয়েছিল, যেমন–'ঝিলিমিল', 'আলেয়া', 'মধুমালা' ইত্যাদি।

ছয়

সাতচল্লিশ পরবর্তী এদেশের নাটকের প্রথমভাগে ছিলেন শাহাদৎ হোসেন, আকবর উদ্দিন ও ইব্রাহিম খাঁ। তাঁরা বিভাগপূর্ব যুগেই খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁদের নাটক একাধারে ঐতিহাসিক ও সামাজিক। শাহাদৎ হোসেনের 'সরফরাজ খাঁ', 'নবাব আলীবর্দ্দী', 'মসনদের মোহ' ও 'আনারকলি'; আকবর উদ্দিনের 'নাদির শাহ', 'সিন্ধুবিজয়' ও 'আজান' এবং ইব্রাহিম খাঁর 'কামালপাশা', 'আনোয়ার পাশা' ও 'কাফেলা' এ পর্বের নাট্যসাহিত্য।

এর পরবর্তী পর্যায়ে আমাদের নাট্যসাহিত্য বিষয়বস্তুর দিক থেকে মানবতাধর্মী ও আঙ্গিকের বিচিত্র পরীক্ষায় অগ্রসর হতে থাকে। বেশ ক'জন শক্তিমান নাট্যকারের আবির্ভাব ঘটে; নূরুল মোমেন, আসকার ইবনে শাইখ, মুনীর চৌধুরী এ তিনজন বিশেষভাবে স্মরণীয়। অনেকে উপন্যাস রচনার পাশাপাশি নাটকেও অবদান রাখেন : আবুল ফজল, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ, শওকত ওসমান প্রমুখ।

এ ধারায় উল্লেখযোগ্য নাটক : নূরুল মোমেনের 'রূপান্তর', 'নেমেসিস', 'নয়া খানদান', 'যদি এমন হতো' আসকার ইবনে শাইখের 'তিতুমীর', 'রক্তপদ্ম', 'বিদ্রোহী পদ্মা', 'বিরোধ' 'অনুবর্তন', 'অনেক তারার হাতছানি'

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

ইত্যাদি; মুনীর চৌধুরীর কবর, রক্তাক্ত প্রান্তর, চিঠি ইত্যাদি; আবুল ফজলের 'একটি সকাল', 'আলোক লতা'; সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ–র 'বহিপীর', 'তরঙ্গভঙ্গ', শওকত ওসমানের 'আমলার মামলা', 'তস্কর ও লস্কর', 'কাঁকরমনি', 'এতিমখানা ইত্যাদি। কয়েকজন কবি নাট্য রচনায় কুশলতার পরিচয় দেন : জসীমউদ্‌দীন, আলাউদ্দিন আল্‌ আজাদ ও সিকান্‌দার আবু জাফর। জসীমউদ্‌দীনের লোকনাট্য 'পদ্মাপার', 'বেদের মেয়ে', ও 'মধুমালা'; আলাউদ্দিন আল আজাদের 'ইহুদির মেয়ে', 'মায়াবী প্রহর' ও 'মরক্কোর যাদুকর'; সিকান্‌দার আবু জাফরের 'শকুন্তলা উপাখ্যান', 'সিরাজদ্দৌলা', 'মহাকবি আলাওল' স্মরণীয় সৃষ্টি। ফর্‌রুখ আহমদের কাব্যনাট্য 'নৌফেল ও হাতেম' আঙ্গিকের সফলতায় স্বতন্ত্র উল্লেখের দাবি রাখে।

নাট্যকার হিসেবে উল্লেখযোগ্যতার আরো দাবিদার : আবদুল হক, আনিস চৌধুরী, সাঈদ আহমদ, আ.ন.ম. বজলুর রশীদ প্রমুখ।

এর পরেই স্বাধীনতাপরবর্তী নাট্যধারা। বাংলাদেশের সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে নাটক সবচেয়ে বেশি উৎকর্ষ ও নতুন মাত্রা ধারণ করে। নাটক হয়ে ওঠে নাট্যান্দোলন। সমকালীন চেতনা ধারণে নাটক হয় একই সঙ্গে তীব্র রাজনৈতিক–সামাজিক বক্তব্যধর্মী, শাণিত এবং আঙ্গিকের পরীক্ষায় বিচিত্র। বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠীর নিয়মিত প্রদর্শনে নাটক ছড়িয়ে পড়ে রাজধানী থেকে গ্রাম–গ্রামান্তরে। নাটক সম্পর্কিত পত্র–পত্রিকা বের হয়, যেমন রামেন্দু মজুমদার সম্পাদিত 'থিয়েটার'।

একালের নাটকের সবচেয়ে বড় অবদান সম্ভবত দর্শক সৃষ্টি। দর্শনীর বিনিময়ে সানন্দে স্বেচ্ছায় নাটক দেখার জন্য এভাবে আগ্রহ এর আগে আর লক্ষ করা যায়নি। বেশকিছু প্রতিভাবান নাট্যকারের সমাবেশে বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যান্দোলনের এ নতুন ইতিহাস রচিত হয়, যা সাম্প্রতিক নাটকেও অব্যাহত। উল্লেখযোগ্য নাট্যকার ও নাটক : মমতাজউদ্‌দীন আহমদের 'স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা', 'হৃদয়ঘটিত ব্যাপার স্যাপার', 'হরিণ চিতা চিল', 'স্পার্টাকাস বিষয়ক জটিলতা', 'সাতঘাটের কানাকড়ি, ইত্যাদি; আবদুল্লাহ আল মামুনের 'সুবচন নির্বাসনে', 'এখনই সময়', 'সেনাপতি', 'এবার ধরা দাও', 'অরক্ষিত মতিঝিল', 'কোকিলারা' ইত্যাদি, মামুনুর রশীদের 'ওরা কদম আলী', 'ওরা আছে বলেই', 'এখানে নোঙর'

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

ইত্যাদি। সৈয়দ শামসুল হকের দু'টি কাব্যনাটক স্বতন্ত্র আবেদন সৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছে : 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' এবং নূরুলদীনের 'সারা জীবন'।

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী এ নাট্যধারায় মুনীর চৌধুরী অবিস্মরণীয়, তাঁর কালের সর্বাধুনিক এবং স্বাধীন স্বদেশের আধুনিকতার পূর্বসূরী।

সাত

'রক্তাক্ত প্রান্তর'–এর নাট্যগুণ বিচারের প্রধান কয়েকটি দিক :

ক. ঐতিহাসিক

খ. ট্রাজেডি

গ. নামকরণ

ঘ. চরিত্র সৃষ্টি

ঙ. যুদ্ধবিরোধী চেতনা

চ. ভাষা–সংলাপ

ক. ইতিহাস সাহিত্যের একটি উপাদান, কিন্তু ইতিহাস ও সাহিত্যের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। ঐতিহাসিক নাটক ইতিহাস নয়- নাটক। ইতিহাস এর উপাদান মাত্র। একথা মনে রেখে নাটক রচনা করলে বিভ্রান্তির কারণ থাকে না। ঐতিহাসিক নাটকের শিল্পরূপ একথাই বলে। ইতিহাসের কাহিনী ও চরিত্র নিয়ে রচিত, মূল ইতিহাস অক্ষুণ্ন রেখে লেখক অবশ্যই তাতে গ্রহণ-বর্জন করবেন, আরোপ করবেন কল্পনা, নতুনতর সৃষ্টিকৌশলে তাঁর নিজস্ব রচনা করে তুলবেন। ইতিহাসের ব্যাপারটি তাতে 'ঐতিহাসিক রস' মাত্র।

মুনীর চৌধুরী 'রক্তাক্ত প্রান্তর' রচনা করতে গিয়ে ইতিহাসকে মূলত ঐতিহ্য হিসেবে ব্যবহার করেছেন। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ 'রক্তাক্ত প্রান্তর'- এর পটভূমি। এ যুদ্ধের গুরুত্ব তিনি অনুভব করেছেন এভাবে- 'যতো হিন্দু আর যতো মুসলমান এই যুদ্ধে প্রাণ দেয় পাক-ভারতের ইতিহাসে তেমন আর কোনদিন হয়নি।[৭] 'মানবিক দৃষ্টিতে বিষাদপূর্ণ' ও 'জাতীয় জীবনের জন্য গ্লানিকর' এই রক্তরঞ্জিত পানিপথের প্রান্তরেই'

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

এ নাটকের 'পট উন্মোচিত'। নাট্যকার অত্যন্ত সচেতন-তবে যুদ্ধের ইতিহাস আমার নাটকের উপকরণ মাত্র, অনুপ্রেরণা নয়। .... কারণ আমি নাটকের বশ, ইতিহাসের দাস নই। নাটকে ইতিহাস উপলক্ষ মাত্র।'[৮]

সন্দেহ নেই, মুনীর চৌধুরী কাহিনীর প্রেক্ষাপটের মতো ইতিহাসের চরিত্র-সমাবেশ করেছেন। প্রধান পুরুষ চরিত্রঃ আহ্মদ শাহ আবদালী, ইব্রাহিম কার্দি, নবাব সুজাউদ্দৌলা, নবাব নজীবদ্দৌলা ইতিহাসের দিক থেকেও গুরুত্ববহ। মুনীর চৌধুরী কায়কোবাদের 'মহাশ্মশান' থেকে কাহিনীর সারাংশ ও চরিত্র নিয়েছেন; ঐতিহাসিক ঘটনা-চরিত্রের সঙ্গে সেখান থেকেই এনেছেন অনৈতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ ও চরিত্র। আতা খাঁ ঐতিহাসিক ব্যক্তি হলেও 'হিরণ-আতা খাঁর কাহিনীর প্রায় সবটাই কবিকল্পিত।'[৯] সবচেয়ে বড়ো কথা, মূল চরিত্র জোহরা বেগম বা মন্নু বেগ কায়কোবাদের কল্পিত চরিত্র সৃষ্টি মাত্র।

প্রকৃতপক্ষে মুনীর চৌধুরী ঐতিহাসিক পটভূমিতে একটি প্রেমের নাটক রচনা করেছেন। নাট্যকার নিজেও তা মনে করেছেন এবং এ কারণে 'রক্তাক্ত প্রান্তর' কে 'ঐতিহাসিক নাটক না বললেও ক্ষতি নেই', এমন স্বচ্ছন্দ অভিমত পোষণ করেছেন। মুনীর চৌধুরী আধুনিক নাট্যকার। বাইরের ইতিহাসকে তিনি উপজীব্য করেছেন অন্তরে। ফলে এ নাটকের দ্বন্দ্ব সংঘাতও ঐতিহাসিক হয়ে ওঠেনি। জাতিগত দ্বন্দ্ব, ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বে পরিণত। মারাঠা-মুসলমানের নয়, ব্যক্তি ইব্রাহিম কার্দি ও জোহরা বেগমের আদর্শ ও অন্তর্গত দ্বন্দ্ব। ফলে ইতিহাসের নায়ক আবদালী, নাটকের নায়ক ইব্রাহিম কার্দি। ইতিহাসের আবেদন সৃষ্টিও নাটকের উদ্দেশ্য ছিল না, নয়তো যুদ্ধের ফলাফল আমরা পেয়ে গিয়েছি তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে, কিন্তু নাটক শেষ হলো না। শেষ দৃশ্যটির জন্যই দর্শকের অপেক্ষা, যেখানে জোহরা বেগমের এতদিনের প্রতীক্ষা-স্বপ্ন-কল্পনা সব ব্যর্থ হয়েছে, মুক্তির ফরমান নিয়ে কারাগারে গিয়ে দেখে ইব্রাহিম কার্দি নিহত। জোহরার আর্তনাদ নিয়েই দশর্কের ফিরে আসতে হয়।

এ ধরনের ইতিহাস স্খলনে মুনীর চৌধুরীর অপরাধ নেই। এখানেই বরং তাঁর কৃতিত্বঃ 'কবি তব মনোভূমি রামের জন্মস্থান, অযোধ্যার চেয়েও সত্য জেনো।'[১২]

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

খ. ‘রক্তাক্ত প্রান্তর’ একটি সার্থক ট্রাজেডির দৃষ্টান্ত। রস পরিণামের দিক থেকে ট্রাজেডি বিশ্বসাহিত্যেই সুবিখ্যাত। এর প্রাচীনত্বও সুবিদিত। গ্রিক নাট্যসাহিত্য, শেক্সপীয়রের ট্রাজেডি সর্বকালের রচনাসম্ভার। বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক ট্রাজেডি মাইকেল মধুসূদনের ‘কৃষ্ণকুমারী’। বাংলায় ট্রাজেডি রচনায় সার্থক শিল্পীর সংখ্যা কখনোই বেশি নয়। রবীন্দ্রনাথের ‘বিসর্জন’ কে আমরা একটি আধুনিক ট্রাজেডি বলতে পারি। বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে মুনীর চৌধুরীর ‘রক্তাক্ত প্রান্তর’- এর মত ট্রাজেডি আজো বিরল।

আধুনিক চিন্তায় ট্রাজেডি হচ্ছে ‘representation of human unhappiness’। মুনীর চৌধুরী ‘রক্তাক্ত প্রান্তর’- এ মানবিক অর্ন্তঘাতকে উপজীব্য করেছেন ইতিহাসের আশ্রয়ে। ‘মীর মানস’- এর লেখক মুনীর চৌধুরী কি এখানে ‘বিষাদ সিন্ধু’র দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন? ‘বিষাদ সিন্দু’তে যেমন কারবালার নয়, এজিদ-জয়নাবের রোমান্টিক দ্বন্দ্ব, ভাগ্য লিখনের অনিবার্যতা, ‘রক্তাক্ত প্রান্তর’- এও কি আমরা তাই দেখি না? তবে এজিদ যেখানে রূপ মোহে ক্ষতবিক্ষত, ইব্রাহিম কার্দি সেখানে জোহরা বেগমের প্রতি অন্তর্যন্ত্রণায় অস্থির।

‘রক্তাক্ত প্রান্তর’ একটি দ্বন্দ্বমুখর নাটক। প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে গিয়ে এর প্রত্যক্ষ সূত্রপাত, তারপর থেকে এ দ্বন্দ্বের ক্রমোগতি এবং নাটকের শেষ দৃশ্যে এর পরিসমাপ্তি। মোট তিন অঙ্কের আটটি দৃশ্যের মধ্যে চারটি দৃশ্যই ট্রাজেডি- আচ্ছন্ন: প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য, তৃতীয় অঙ্কের প্রথম ও দ্বিতীয় দৃশ্য। মূল ট্রাজেডি ইব্রাহিম- জোহরার। এ ট্রাজেডি আদর্শগত। তাদের প্রেম অটুট, কিন্তু যুদ্ধ এসে তাদের দূরে ঠেলে দিয়েছে। ইব্রাহিম কার্দির স্বাজাত্যবোধের অভাব নেই, কিন্তু বেঈমান হতে পারে না বলে মারাঠা পক্ষে, অন্যদিকে জোহরা বেগম একান্তভাবে পতিঅনুগতা স্ত্রী নয় বলে এবং স্বজাতির প্রতি দায়িত্ববোধে মুসলিম পক্ষে। যুদ্ধ তাদের বাহ্যিকভাবে বিচ্ছিন্ন করেছে কিন্তু অন্তর থেকে নয়। পরস্পর কাছাকাছি হয় গোপনে, কিন্তু কেউ কারো আদর্শ ছেড়ে আসতে পারে না। অবশেষে যুদ্ধশেষের প্রতীক্ষা। যুদ্ধ শেষ হয়, তবে

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

অন্তরের ক্রন্দন শেষ হয় না। ইব্রাহিম কার্দি মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ছোট মুক্তিটাকে অবহেলা করে বড় মুক্তিটাকে আলিঙ্গন[১৩] করলেও জোহরা বেগম কী নিয়ে বেঁচে রইলো! নায়িকাপ্রধান নাটক 'রক্তাক্ত প্রান্তর'- এর প্রধান ট্রাজেডিও নায়িকা জোহরার।

সেই সঙ্গে যে যুদ্ধবিরোধী চেতনায় ইতিহাসের উপাদান নিয়ে এ নাটক, সেই যুদ্ধের নির্মম পরিণতি বর্ণনায়ও নাট্যকার ট্রাজেডি সৃষ্টি করেছেন তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে, আবদালীর বর্ণনায়।

নাটকের পার্শ্ব কাহিনীর ট্রাজেডিও মূল ট্রাজেডির সঙ্গে এসে মিলেছে হিরণকে হারিয়ে আতা খাঁর সংলাপে- 'মরে গেছে। আমি যখন তাকে খুঁজে পেলাম তখন সে মরে গেছে। লাশটা কাঁধে ফেলে বয়ে নিয়ে এসেছি।'[১৪]

ট্রাজেডির সার্থকতার শিল্পকৌশলে নাট্যকার হিরণের সঙ্গে দিলীপের যে লঘু দৃশ্যের অবতারণা করেছেন, তা নাটকে, যাকে বলা হয় 'রিলিফ' বা 'মুক্তি'। ট্রাজেডির সার্থকতা বিচারে এ দিকটিও উপেক্ষণীয় নয়।

গ. নাটকের নামকরণে নাট্যকার কেন্দ্রীয় বিষয় চেতনাকেই অবলম্বন করেছেন। প্রান্তরের চেয়ে রক্তাক্ত অন্তরই হয়েছে নাটকের মূলবস্তু, সে দিক থেকে 'প্রান্তর' হয়েছে 'অন্তর'- এর রূপক। যে ট্রাজেডি এতোক্ষণ আলোচিত হলো, তার রূপক ব্যঞ্জনায় 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নামকরণ যথার্থ ও সার্থক। প্রকারান্তরে, যে পানিপথের প্রান্তর নাটকের প্রেক্ষপট, এ নামকরণ তাকেও বর্জন করলো না।

ঘ. 'রক্তাক্ত প্রান্তর'- এর প্রধান দু'টি চরিত্র নায়ক ইব্রাহিম কার্দি ও নায়িকা জোহরা বেগম। পার্শ্ব চরিত্রগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য আহমদ শাহ আবদালী, নজীবদ্দৌলা ও সুজাউদ্দৌলা। আতা খাঁ, দিলীপ, বশির ও রহিম সাধারণ চরিত্র হলেও প্রত্যেকেরই সৃষ্টি নাটকের প্রয়োজন থেকে। মুনীর চৌধুরী নাটকের শুরুতে চরিত্রগুলোর পরিচয় সংক্ষেপে হলেও এমনভাবে তুলে ধরেছেন, ভিন্ন ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

ঙ. যুদ্ধবিরোধী চেতনাই নাটকের সমগ্র অংশকে আলোড়িত করে ট্রাজিক পরিণাম দান করেছে। এ সম্পর্কে নাট্যকারের বক্তব্য এতোই স্পষ্ট যে, আলোচনা বাহুল্য মাত্র।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

চ. 'রক্তাক্ত প্রান্তর-এ শিল্পী মুনীর চৌধুরীর উজ্জ্বল পরিচয় এর সংলাপগুণ, ভাষাশক্তি। স্বল্পদৈর্ঘ্য বাক্যে, কাব্যিক ব্যঞ্জনায়, তির্যক অভিব্যক্তিতে, সরস কৌতুকে এর ভাষা- সংলাপ অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও চরিত্রানুগ। কয়েকটি দৃষ্টান্ত:

বশির। আমরা শুধু এন্তেজার করবো। শুধু টহল দিয়ে বেড়াব ডান থেকে বাঁয়ে, বাঁ থেকে ডাইনে।..... বৃষ্টিতে ভিজবো, রোদে পুড়ে মরবো, অন্ধকারে ডুবে যাবো- তবু টহল দেবো, টহল দেবো-[১৫]

কার্দি। অশ্বপৃষ্ঠে নয়, মাটির ওপরে দাঁড়িয়ে তুমি। রক্তাক্ত তরবারি নয়, হাতে মেহেদি পাতার রং। ঐ আনত মুখ, ঐ নির্মিলিত চোখ- এত রূপ তোমার, একবার মুখ তুলে তাকাও আমার দিকে![১৬]

হিরণ। দুই শিবিরের মাঝখানে মস্ত বড় প্রান্তর। দুদিন পর যুদ্ধ যখন শুরু হবে তখন রোজই সেখানে লক্ষ লক্ষ মুসলিম হিন্দুর মুখোমুখি এসে দাঁড়াবে। মিলবে-লড়বে, মারবে-মরবে। কেবল আমাদেরই দুজনেরই আর কখানো দেখা হবে না, এও সম্ভব?[১৭]

সুজা। নবাব নজীবদ্দৌলা, মানুষ মরে গেলে পঁচে যায়। বেঁচে থাকলে বদলায়। কারণে-অকারণে বদলায়। সকালে-বিকালে বদলায়।[১৮]

নজীব। আমি অন্ধ নই বরং পরাজয় বরণ করেও আমি স্বস্তি পাই না। নিজের নিয়তিকে আমি নিজে হাতে গড়ে নেওয়ার পক্ষপাতী। [১৯]

আবদালী। তুমি বীর এবং মহান। তুমি তরুণ কিন্তু শক্তিমত্ত। তুমি কঠিন কিন্তু করুণাময়। তুমি জয়ী, তুমি তুষ্ট, তুমি ক্ষুব্ধ, তুমি দুঃখ। তোমার সঙ্গে আমি কৌতুক করতে যাবো কেন?[২০]

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

জোহরা। আহা! ঘুমাও। আমি তোমাকে জাগাবো না। তোমার মুখ দেখে আমি বুঝেছি, অনেকদিন তুমি ঘুমাওনি। চোখের দু পাতা মুদে মনের আগুনের লকলকে শিখাকে কিছুক্ষণের জন্য হলেও আড়ালে ঠেলে দিতে পারোনি। কষ্ট, ঘুমের বড় কষ্টে ভুগেছো তুমি। ঘুমাও! আরো ঘুমাও! প্রাণভরে ঘুমাও![২১]

প্রণব চৌধুরী

তথ্যসূত্র:

১. মুনীর চৌধুরী স্মারক সংখ্যা 'থিয়েটার' নভেম্বর, ১৯৭২।

২. 'রক্তাক্ত প্রান্তর' মাসিক 'মুখপত্র'।

৩. মুনীর চৌধুরী স্মারক সংখ্যা থিয়েটার, নভেম্বর, ১৯৭২।

৪. মুনীর চৌধুরীর নাটক সংলাপ- ডঃ রফিকুল ইসলাম, একুশে ফেব্রুয়ারি সংখ্যা, ১৯৮১, দৈনিক সংবাদ।

৫. discovering Drama-Elizabeth Drew.

৬. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত-মুহম্মদ আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান।

৭. নাট্যকারের কথা, 'রক্তাক্ত প্রান্তর'।

৮. প্রাগুক্ত।

৯. আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক- ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান।

১০. নাট্যকারের কথা, 'রক্তাক্ত প্রান্তর'।

১১. প্রাগুক্ত।

১২. ভাষা ও ছন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৩. রক্তাক্ত প্রান্তর, তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য, সুজার উক্তি।

১৪. রক্তাক্ত প্রান্তর, তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য, আতা খাঁর উক্তি।

১৫. রক্তাক্ত প্রান্তর, প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

১৬. রক্তাক্ত প্রান্তর, প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য।

১৭. রক্তাক্ত প্রান্তর, প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য।

১৮. রক্তাক্ত প্রান্তর, দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য।

১৯. রক্তাক্ত প্রান্তর, দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য।

২০. রক্তাক্ত প্রান্তর, তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য।

২১. রক্তাক্ত প্রান্তর, তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

নাট্যকারের কথা

১.১ পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ এ নাটকের পটভূমি। এ যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় ১৭৬১ সালে। মারাঠা বাহিনীর নেতৃত্ব করেন বালাজী রাও পেশোয়া; মুসলিম শক্তির পক্ষে আহ্মদ শাহ্ আব্দালী। এ যুদ্ধের ইতিহাস যেমন শোকাবহ তেমনি ভয়াবহ- হিন্দু ও মুসলিম পরস্পরকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার সঙ্কল্প নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। যুদ্ধের স্থূল পরিণাম মারাঠাদের পরাজয় ও পতন, মুসলিম শক্তির জয় ও প্রতিষ্ঠা লাভ। জয়- পরাজয়ের এ বাহ্য ফলাফলের অপর পিঠে রয়েছে উভয় পক্ষের অপরিমেয় ক্ষয়ক্ষতির রক্তাক্ত স্বাক্ষর। যতো হিন্দু আর যতো মুসলমান এ যুদ্ধে প্রাণ দেয় পাক- ভারতের ইতিহাসে তেমন আর কোনোদিন হয়নি। মারাঠারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হলো বটে কিন্তু মুসলিম শক্তিও কম ক্ষতিগ্রস্ত হলো না। অল্পকাল মধ্যেই বিপর্যস্ত ও হতবল মুসলিম শাসকবর্গকে পদানত করে বৃটিশ রাজশক্তি ভারতে তার শাসনব্যবস্থা কায়েম করতে উদ্যোগী হয়। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের অব্যবহিত ফলাফল যেমন মানবিক দৃষ্টিতে বিষাদপূর্ণ, তার পরবর্তীকালীন পরিণামও তেমনি জাতীয় জীবনের জন্য গ্লানিকর। এ রক্তরঞ্জিত পানিপথের প্রান্তরেই আমার নাটকের পট উন্মোচিত।

১.২ তবে যুদ্ধের ইতিহাস আমার নাটকের উপকরণ মাত্র- অনুপ্রেরণা নয়। ইতিহাসের এক বিশেষ উপলব্ধি মানব-ভাগ্যকে আমার কল্পনায় যে বিশিষ্ট তাৎপর্যে উদ্ভাসিত করে তোলে নাটকে আমি তাকেই প্রাণদান করতে চেষ্টা করেছি। আমার নাটকের পাত্র-পাত্রীরা মহাযুদ্ধের এক বিষময় পরিবেশের শিকার। নিজেদের পরিণামের জন্য তারা সকলেই অংশত দায়ী হলেও তাদের বেশির ভাগের জীবনের রূঢ়তম আঘাত যুদ্ধের সূত্রেই প্রাপ্ত। রণক্ষেত্রের সর্বাঙ্গীণ উত্তেজনা ও উন্মাদনা এদের জীবনেও সঞ্চারিত করে এক দুঃসহ অনিশ্চিত অস্থিরতা। রণস্পর্শে অনুভূতি গভীরতা লাভ করে, আকাঙ্ক্ষা তীব্রতম হয়, হতাশ হৃদয় বিদীর্ণ করে। রক্তাক্ত হয় মানুষের মন। যুদ্ধাবসানে পানিপথের প্রান্তরে অবশিষ্ট যে কয়টি মানব-মানবীর হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করি তাদের সকলে অবান্তর রণক্ষেত্রের চেয়ে ভয়াবহরূপে বিধ্বস্ত ও ক্ষতবিক্ষত। প্রান্তরের চেয়ে এ রক্তাক্ত অন্তরই বর্তমান নাটক রচনায় আমাকে বেশি অনুপ্রাণিত করেছে।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

১.৩ এর সংগে একটা তত্ত্বগত দৃষ্টিও এ নাটকে প্রশ্রয় লাভ করেছে। সে হলো এ যুগের অন্যতম যুদ্ধবিরোধী চেতনা। যুদ্ধবিগ্রহ পরিপূর্ণ ঐতিহাসিক পটভূমিতে প্রেমের নাটক রচনা করতে গিয়ে আমিও হয়তো এককালের আরও অনেক নাট্যকারের মতই সংগ্রাম নয় শান্তির বাণী প্রচারে যত্ন নিয়েছি। এটা হওয়াই স্বাভাবিক কারণ আমি নাটকের বশ ইতিহাসের দাস নই। নাটকে ইতিহাস উপলক্ষ মাত্র। তাকে আমি নির্বাচন করি এ জন্য যে তার মধ্যে আমার আধুনিক জীবন- চেতনার কোনো রূপক আভাস হলেও কল্পনীয় বিবেচনা করেছি এবং যেখানে কল্পনা বিঘ্ন অলঙ্ঘনীয় মনে করিনি সেখানে অসঙ্কোচে পুরোনো বোতলে নতুন সুরা সরবরাহ করেছি। এ অর্থে রক্তাক্ত-প্রান্তরকে ঐতিহাসিক নাটক না বললেও ক্ষতি নেই।

১.৪ কাহিনীর সারাংশ আমি কায়কোবাদের মহাশ্মশান কাব্য থেকে সংগ্রহ করি। মহাশ্মশান কাব্য বিপুলায়তন মহাকাব্য। তাতে অনেক ঘটনা, অনেক চরিত্র। আমি তা থেকে কয়েকটি মাত্র বেছে নিয়েছি। তবে নাটকে স্বভাব ও অন্তরের আচরণ ও উক্তির বিশিষ্ট রূপায়ণে আমি অন্যের নিকট ঋণী নই। আমার নাটকের চরিত্র-চিত্রণ, ঘটনা-সংস্থাপন ও সংলাপ নির্মাণের কৌশল আমার নিজস্ব। যে জীবনোপলব্ধিকে যে প্রক্রিয়ায় 'রক্তাক্ত-প্রান্তরে' উজ্জ্বলতা দান করা হয়েছে তার রূপ ও প্রকৃতি সর্বাংশে আধুনিক।

১.৫ এ নাটক রচনার জন্য আমি ১৯৬২ সালে বাঙলা একাডেমীর সাহিত্য-পুরস্কার লাভ করি।

২.১ রক্তাক্ত-প্রান্তরে নায়ক নয় নায়িকাই প্রধান। জোহরা বেগমের হৃদয়ের রক্তক্ষরণেই নাটকের ট্রাজিক আবেদন সর্বাধিক গাঢ়তা লাভ করে। এক রমনীর দুই রূপ। এক রূপে সে রূপবতী ও প্রেমময়ী; অন্যরূপে সে বীরাঙ্গনা ও স্বজাতি- সেবিকা। প্রতিকূল পরিবেশের নিপীড়নে এ দুই প্রবণতা তার হৃদয়ে কোনো শান্তিময় সামঞ্জস্য বিধানে সমর্থ হয়নি। জোহরা বেগম একবার প্রণয়াবেগে দিশাহারা হয়ে শত্রুশিবিরে ছুটে যায় দয়িত্বের সান্নিধ্য লাভের জন্য কিন্তু নিকটে এসে প্রণয়াবেগ অবদামিত রেখে ক্ষমাহীন আদর্শের বাণীকেই ব্যক্ত করে বেশি। স্বীয় শিবিরে প্রত্যাবর্তন করে রক্তাক্ত হৃদয়ে পরম প্রিয়তমের বিরুদ্ধেই উত্তোলিত অসি হস্তে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

পড়ে। তবে সম্ভবত জোহরা বেগমের বীরাঙ্গনা মূর্তির অনেকখানিই তার ছদ্মবেশ, তার বিবেক-বুদ্ধিশাসিত সিদ্ধান্তের প্রতিফল। কিন্তু এ পরিনামে অন্তরের রমনী-প্রাণকে প্রস্তরে পরিণত করতে পারেনি। পরিণামে হৃদয় বিদীর্ণ হয় এবং তা থেকে সহস্রধারায় রক্ত উৎসারিত হয়ে পরিবেশ প্লাবিত করে।

২.২ ইব্রাহিম কার্দির হৃদয়ের আত্মক্ষয়ী দ্বন্দ্বের স্বরূপ একই প্রকৃতির। কৃতজ্ঞতাবোধে বিবেক তাকে তার প্রগাঢ় পথে পরিচালিত করে; প্রথম থেকেই সে অনুভব করে যে এক মহাযুদ্ধের ভয়াবহ পরিণামের সঙ্গে তার ভাগ্য অবিচ্ছেদ্য সূত্রে বিজড়িত। তবে এও সত্য যে, যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের কোনো ফলাফলই তার বিধিলিপি পরিবর্তিত করতে পারতো না। তার নিজের বুদ্ধি-বিবেক ও হৃদয়বৃত্তিই পরিবেশের বিরুদ্ধ শক্তির দ্বারা তাড়িত হয়ে আত্মবিকাশের সংঘটন অপ্রতিরোধ্য করে তোলে। প্রতিকূল নিয়তির নির্মম নির্দেশে সে নিপীড়িত হয়, অনিবার্যভাবে মর্মান্তিক পরিসমাপ্তির দিকে এগিয়ে যায়, মৃত্যুবরণ করে।

২.৩ ইব্রাহিম কার্দির চেয়ে নাটকে হয়তো নবাব নজীবদ্দৌলার চরিত্র অধিকতর উজ্জ্বল ও প্রদীপ্ত। প্রবল আবেগসম্পন্ন এ আদর্শবাদী বীর জোহরা বেগমের রূপ ও শৌর্যে মুগ্ধ হয়। যদি জরিনা বেগমের পতিসান্নিধ্য লাভের কামনা এত উদগ্র না হতো, সঙ্কটের দিনেও যদি স্বামীকে তার কর্মময় জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেবল নিজের বাহুপাশে আবদ্ধ রাখার জন্য জরিনা ব্যাকুলতা প্রকাশ না করত, যদি জরিনার নারীসুলভ সন্দেহপরায়ণতা বিষময় তীব্রতা ধারণা না করত, তাহলে নবাব নিজের অন্তরের প্রচ্ছন্ন বাসনার আগুনে আরও দীর্ঘকাল পুড়ে মরলেও হয়তো যা অনুচিত তা প্রকাশ করতো না।

২.৪ সুজাউদ্দৌলা এ নাটকের পথনির্দেশকারী দার্শনিক। ধীরস্থির ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। সুজাউদ্দৌলা সব সময়ে প্রকাশ না করলেও চারপাশের মানুষের মর্মস্থল পর্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পায়, তাদের মনের ক্ষোভ ও ক্ষতের জন্য গভীর সহানুভূতি অনুভব করে এবং নিজের বাণীকে সরস দরদে ভরে তুলতে জানে। সুজাউদ্দৌলা যুদ্ধে যোগদান করে নিজের দায়িত্ব পালনের জন্য। অন্তরে সে জানে যে যুদ্ধ কোনো সমস্যারই সমাধান করে না; জানে যে সংগ্রামের চেয়ে শান্তি, বন্দীত্বের চেয়ে মুক্তি অনেক বড়।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

২.৫ আতা খাঁ, দিলীপ, বশির খাঁ এবং রহিম শেখ এ নাটকের কয়েকটি সাধারণ চরিত্র। এদের মধ্যে আতা খাঁ প্রধানত, বশির অংশত রক্তাক্ত-প্রান্তরের বিষাদভারাক্রান্ত পরিবেশের মধ্যে মৃদু কৌতুক ও হাস্যরসের খোরাক যোগায়। দিলীপ দুর্বৃত্ত হলেও রঙ্গরসের আধার। তবে এদের কৌতুকের মাত্রা কখনও সীমা অতিক্রম করে নাটকের মূল সুরের সঙ্গে অসঙ্গতি সৃষ্টি করবে না। আতা খাঁর আচরণ স্থলবিশেষে কমিক মনে হলেও তার গুপ্তচরবৃত্তির সঙ্গে এমন একটি জাজ্জ্বল্যমান বেদনা। বিজড়িত যে তা সহজেই জোহরা বেগমের ছদ্মবেশ ধারণের প্রসঙ্গ স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রহরীর কৌতুকজনক আচরণও ভয়াবহতামূলক নয়।

৩.০ রক্তাক্ত-প্রান্তরের শেষ দৃশ্য সম্বন্ধে একটি কথা। নাটকে এমন কোনো নিশ্চিত প্রমাণ নেই যে রক্ষী রহিম শেখই আহত কার্দিকে হত্যা করে। কার্দির মৃত্যুর কারণ ইচ্ছাকৃতভাবে অস্পষ্ট রাখা হয়েছে। একজন সাধারণ সৈনিকের প্রতিহিংসার কবলে পড়ে কার্দির মৃত্যু হয়, একথা ধরে নেয়ার চেয়ে আহত বীর অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে মৃত্যুবরণ করে কল্পনা করা শ্রেয়।

চরিত্র লিপি

ইব্রাহিম কার্দি	বর্তমানে পেশবার সৈন্যাধ্যক্ষ
নবাব নজীবদ্দৌলা	রোহিলার নবাব
নবাব সুজাউদ্দৌলা	অযোধ্যার নবাব
আহ্‌মদ শাহ্‌ আব্‌দালী	কাবুলের অধিপতি
আতা খাঁ	গুপ্তচর, ছদ্মনাম অমর
দিলীপ	মারাঠা যুবক
বশির খাঁ	আব্‌দালীর দেহরক্ষী ও প্রহরী
রহিম শেখ	ঐ
জোহরা বেগম	কার্দি-পত্নী, ছদ্মনাম মন্নু বেগ
জরিনা বেগম	নজীবদ্দৌলার বেগম
হিরণবালা	মারাঠা যুবতী

কতিপয় সৈনিক ও প্রহরী

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

৪.০ নাট্যকারের পরিচালনাধীন ১৯৬২ সালের ১৯ ও ২০ এপ্রিল ঢাকায় ইন্‌জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে রক্তাক্ত-প্রান্তর প্রথম মঞ্চস্থ হয়। প্রথম রজনীর শিল্পীদের নাম ও ভূমিকার পরিচয় নিচে দেওয়া হলো:

জোহরা বেগম	:	ফিরদৌস আরা বেগম
জরিনা বেগম	:	লিলি চৌধুরী
হিরণবালা	:	নূরুন্নাহার বেগম
ইব্রাহিম কার্দি	:	রামেন্দু মজুমদার
নবাব নজীবদ্দৌলা	:	নূর মোহাম্মদ মিয়া
নবাব সুজাউদ্দৌলা	:	কাওসর
আহ্‌মাদ শাহ্‌ আব্‌দালী	:	মুনীর চৌধুরী
আতা খাঁ	:	রফিকুল ইসলাম
দিলীপ	:	আসকার ইবনে শাইখ
রহিম শেখ	:	এনায়েত পীর
বশির খাঁ	:	দ্বীন মোহাম্মদ

মুনীর চৌধুরী

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

নাটক

রক্তাক্ত প্রান্তর

মুনীর চৌধুরী

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

চরিত্র লিপি

ইব্রাহিম কার্দি	বর্তমানে পেশবার সৈন্যাধ্যক্ষ
নবাব নজীবদ্দৌলা	রোহিলার নবাব
নবাব সুজাউদ্দৌলা	অযোধ্যার নবাব
আহ্‌মদ শাহ্‌ আব্‌দালী	কাবুলের অধিপতি
আতা খাঁ	গুপ্তচর, ছদ্মনাম অমর
দিলীপ	মারাঠা যুবক
বশির খাঁ	আব্‌দালীর দেহরক্ষী ও প্রহরী
রহিম শেখ	ঐ
জোহরা বেগম	কার্দি-পত্নী, ছদ্মনাম মন্নু বেগ
জরিনা বেগম	নজীবদ্দৌলার বেগম
হিরণবালা	মারাঠা যুবতী

কতিপয় সৈনিক ও প্রহরী

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

আমার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ
লিলির নামে
উৎসর্গ করলাম।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(বাগপথের মুসলিম শিবির)

[চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। এখানে-ওখানে দু'একটা লণ্ঠন বাতাসের ঝাপটায় দুলতে থাকে, দু' একটা মশালের উদ্‌গত শিখা কেঁপে উঠে। অস্থির আলোর আভায় ছায়াবাজির মত নজরে পড়ে পশ্চাতের সারি সারি তাঁবু। সামনে দু'জন সঙ্গীনধারী সাধারণ সৈনিক টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। একবার ডান প্রান্ত থেকে বাম প্রান্তে আবার বাম প্রান্ত থেকে ডানপ্রান্তে। দু'জনের মুখ দু'দিকে ঘোরানো। মাঝে মাঝে থামে, এক-আধটা কথা বলে, আবার টহল দিতে থাকে। পরস্পরের সঙ্গে কথা বলার সময়েও ওরা পারতপক্ষে একে অন্যের দিকে তাকায় না।]

১ম সৈঃ। (বাম প্রান্তে পৌঁছে থামবে। সজোরে নিজ গালে চড় মেরে) খুন পিয়ে পিয়ে ঢোল হয়েছেন, শালা ডাকু, বাঘ, ডালকুত্তা।

২য় সৈঃ। (ডান প্রান্ত থেকে) ঝুট বাত! মানুষকে খুন করে মানুষ। মানুষের রক্তে পিয়াস মেটায় মানুষ। জানোয়ার চাটে জানোয়ারের রক্ত।

১ম সৈঃ। (ভ্রুক্ষেপ না ক'রে) খাচ্ছে, খাচ্ছে। রক্ত খেয়েই চলেছে। সকালে সন্ধ্যায় রাতে এক লহ্‌মা বিরাম নেই। শরীরের চামড়া ফুটো করে নল ঢুকিয়ে, চোঁ- চোঁ- চোঁ করে কেবল রক্ত টেনে চলেছে। কিছুতেই যেন পিয়াস মেটে না। পেট ভরে না।

২য় সৈঃ। ভরতো, যদি রক্ত হোতো।

১ম সৈঃ। অত অহংকারের কথা বোলো না রহিম খান। তুমিও যেমন মানুষ আমিও তেমনি মানুষ। কেবল তোমার শরীরের মধ্য দিয়ে রক্তের নহর বইছে আর আমাদের শরীরে কেবল পানির নালী এমন নাহ্‌ক কথা বলা তোমার উচিত নয়।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

রহিম। সারাক্ষণ শুনছি তোমার জান পানি করে দিয়েছে হিন্দুস্থানের বাঘা মশা। ওদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করে দেখো, তোমার শরীর ফুটো করে ওরা কী পায়, খুন না পানি।

১ম সৈঃ। আলবত খুন। (শরীরের অন্যত্র চপেটাঘাত করে সেই হাত নিজের চোখের সামনে মেলে ধরে) এই যে আরেক দজ্জালকে বধ করেছি। পেট ফেটে রক্ত ছিটকে বেরিয়েছে। আমার রক্ত লাল কি-না দেখে যাও এসে।

রহিম। লাল না নীল, সাদা না কালো, এই অন্ধকারে তা কী করে মালুম করবে।

১ম সৈঃ। তুমি আমায় ক্ষেপিও না রহিম খান। আমিও আহ্‌মদ শাহ্ দুররানীর দেহরক্ষী। হিন্দুস্থানে এসেছি মারাঠার থোতা মুখ ভোঁতা করে দিতে। আর তুমি কিনা বলছো আমার রক্ত সাদা না কালো, ঠাহর করা যায় না।

[মাঝ রঙ্গ-মঞ্চে দু'জন দু'জনকে পেরিয়ে যাবার মুহূর্তে ১ম সৈনিক রহিম খানের মুখের সামনে হাত ঠেলে দেয়। রহিম খান এক নজর দেখে এগিয়ে চলে যায়।]

রহিম। যদি লাল হয়ে থাকে তবে ওটুকু তোমার রক্ত নয়। অন্য কোনোখানে যা পান করেছিল তার উচ্ছিষ্ট তোমার হাতের ওপর গড়িয়ে পড়েছে। হয়তো মারাঠা শিবিরের কারো রক্ত। ধুয়ে ফেল। ভালো করে ধুয়ে ফেল গে।

১ম সৈঃ। তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কুঞ্জরপুরের লড়াইয়ে হেরে গিয়ে তোমার বুদ্ধিবিবেচনা বেবাক লোপ পেয়েছে। এতদিনের পুরোনো সৈনিক তুমি, আর এত সহজে আজ মুষড়ে পড়েছো? মারাঠাদের কাছে কুঞ্জরপুরের দুর্গ হারিয়েছি, তাতেই কি হিন্দুস্থানে মুসলমানদের নাম মিটে গেল?

রহিম। তার আগে উদয়গড়ে জিতেছিল কারা?

১ম সৈঃ। মারাঠারা। তবু ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে হপ্তার পর হপ্তা আমরা এই বিরান পাথারে তাঁবু গেড়ে পড়ে আছি। কোনো একটা উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

রহিম। উদ্দেশ্য মশার বংশের পোষ্টাই যোগানো। রক্ত দিয়ে। পানি দিয়ে।

(দু'জনে নীরবে টহল দেয়)

রহিম। বশির খাঁ!

বশির। শুনতে পাচ্ছি। বলো।

রহিম। কুঞ্জরপুর দুর্গের দ্বাররক্ষায় তুমিও নিযুক্ত ছিলে?

বশির। ছিলাম।

রহিম। দুশমনের আক্রমণের বিরুদ্ধে শির উঁচিয়ে তোমার পাশে আরো একজন নওজোয়ান এসে দাঁড়িয়েছিল?

বশির। দাঁড়িয়েছিল।

রহিম। লাল টকটকে চেহারা। বাচ্চা ছেলের মতো কচি মুখ। কিন্তু কী তেজ, কী সাহস!

বশির। আমার মনে আছে।

রহিম। এখন কোথায় সে?

বশির। নেই।

রহিম। তার রক্ত লাল ছিল।

বশির। আমি দেখেছি। বন্দুকের গুলিটা এসে বিধেছিল ঠিক বুকের মাঝখানে।

রহিম। আমার ছোট ভাই। আমার দিলের টুকরো! ওরা ওকে খুন করেছে।

বশির। আমরা তার বদলা নেবোই। মারাঠাদের মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে তবে ঘরে ফিরব।

রহিম। আমি আর একজনের জন্য অপেক্ষা করবো।

বশির। কার জন্য?

রহিম। ইব্রাহিম কার্দির জন্য! বেঈমান! মুসলমান হয়ে গোলামী করছে দস্যু পেশবার। কুঞ্জরপুর দুর্গ ওরা জয় করেছে ইব্রাহিম কার্দির রণকৌশলের জোরে। মারাঠা সৈন্যদের কামান-বন্দুক চালাতে শিখিয়েছে ইব্রাহিম কার্দি। আমর সোনা ভাইয়ের জীবনের খোয়াব তোপ দেগে উড়িয়ে দিয়েছে কার্দি। যদি সুযোগ পাই এই নাঙ্গা হাত দিয়ে ওর বুকের পাঁজর উপড়ে

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

ফেলবো। চুমুক দিয়ে ওর বুকের রক্ত পান করবো। তারপর শান্ত হবো। তারপর ঘুমুতে যাবো।

[পিছনের তাঁবু থেকে কে যেন নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে এবং অন্ধকারের অলক্ষে প্রহরীদের পেরিয়ে চলে যেতে উদ্যত হয়।]

বশির। কে? কে যায়? খবরদার, এক পা-ও এগুবে না আর।

রহিম। কে তুমি? আমাদের দিকে মুখ ঘোরাও।

[দর্শকদের দিকে পেছন দিয়ে লোকটা প্রহরীদের দিকে মুখ করে ঘুরে দাঁড়াবে। বশির মশালটা একটু তুলে ধরে।]

বশির। একি! মন্নু বেগ? এত রাত্রে শিবিরের বাইরে?

রহিম। নিশ্চয়ই বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে। কিন্তু ছাড়পত্র না দেখালে আপনাকে এক পা-ও এগুতে দেবো না।

[মন্নু বেগ বস্ত্রাবরণ থেকে কী একটা বার করে দেখায়। ধাতব বর্ম, তরবারি কোষ, শিরস্ত্রাণ মশালের কম্পিত আলোতে ঝলমল করে ওঠে। উভয় প্রহরী কুর্ণিশ করে পথ ছেড়ে দেয়। মন্নু বেগ চলে যাবে। রহিম ও বশির আবার টহল দিতে থাকে। তবে দু'জনেই একটা বিশেষ জায়গায় এসে থামবে, দেখতে চেষ্টা করবে মন্নু বেগ কোথায় যায়, কী করে।]

রহিম। একেবারে ছেলেমানুষের মতো মুখখানা। এত কচি কিন্তু কী তেজ, কী সাহস! দেখলেই আরেক জনের কথা মনে পড়ে।

বশির। একেবারে বেশি কচি। বেশি টুকটুকে। চোখ মুখ ভুরু ঠোঁট সব একেবারে আওরতের বাড়া। আমি তো একবার তাকালে আর নজর ফেরাতে পারি না। মশালের আলোতে মুখখানা দেখে আমারই দিল পুড়ে যাচ্ছিলো।

রহিম। আর বিউলির প্রান্তরে যারা মন্নু বেগকে লড়াই করতে দেখেছে তারাও ভুলতে পারবে না। যে সব মারাঠাদের মাথা তলোয়ারের এক এক খোঁচায় মন্নু বেগ মাটিতে লুটিয়ে দিয়েছে তাদের মরা চোখও মন্নু বেগের রূপকে ভুলবে না।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

বশির। কিন্তু মন্নু বেগ ওদিকে কোথায় যাচ্ছে? বুকের পাটা তো কম নয়!

রহিম। কোন্ দিকে যাচ্ছে?

বশির। ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু মনে হচ্ছে কুঞ্জরপুরের দুর্গের দিকেই ঘোড়া ছুটিয়েছে।

রহিম। অন্ধকারের মধ্যে মিশে গেছে। কিছু আর দেখা যাচ্ছে না। মরুক গে! আমাদের কী? সেনাপতির পাঞ্জা যখন দেখিয়েছে তখন যেদিকে খুশি ও যাক।

রহিম। কুঞ্জরপুরের দুর্গে কতো আলো জ্বলছে দেখছো?

বশির। খুব জোর উৎসব চলছে।

রহিম। রক্ত। মানুষের রক্ত মানুষে খায়। খেয়ে মাতাল হয়। মাতাল হয়ে উৎসবে মেতে ওঠে। আমার ভাইয়ের রক্ত ঢেলে প্রদীপ জ্বেলেছে। নইলে ওর আলো এত লাল হবে কেন?

বশির। যাক, চলে এসো। ও-সব দেখে কাজ নেই। উহ্! কী ঘুট্ঘুটে অন্ধকার। মশালগুলো আর একটু উস্কে দিলে হোতো না?

রহিম। না। হুকুম নেই।

বশির। তা থাকবে কেন। আলো জ্বলবে কেবল কুঞ্জরপুরের দুর্গে। এখানে শুধু অন্ধকার। আঁধারের মধ্যে চুপ মেরে বসে থাকা আর ভালো লাগে না।

রহিম। আমি তো বরাবরই তাই চেয়েছি। হয় এস্পার না হয় ওস্পার। কিন্তু এই এন্তেজারি ভালো লাগে না।

বশির। আজকের অন্ধকারটা দেখেছো, কী মিশমিশে কালো! মশালের আলোতে নিজের ছায়াটা দাপাদাপি করে, দেখে বুকটা ছ্যাৎ করে উঠে। মনে হয় যেন ভোজালি হাতে কোনো মারাঠা ডাকাত সড়াৎ করে শিবিরের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

রহিম। বেটারা বজ্জাতের হাড়ি। ওদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। (হঠাৎ হাঁক দিয়ে ওঠে) হুঁশিয়ার! তুমি কে?

বশির। কে? কোথায়? কাকে বলছো?

রহিম। মনে হলো আমাদের পেছন দিক থেকে একটা লোক এগিয়ে আসছিল। আমি ভালো করে দেখবার আগেই ঐ তাঁবুটার আড়ালে লুকিয়ে গেল।

বশির। ওহ্! তাই বলো। নিশ্চয়ই আপ্না লোক হবে। কোনো কাজে

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

এক তাঁবু থেকে বেরিয়ে অন্য তাঁবুতে ঢুকেছে।

রহিম। যে ভাবে এগিয়ে আসছিল তাতে সে রকম মনে হয়নি।

বশির। তুমিও যেমন! যা নয় তাই ভাবো।

রহিম। লোকটার পরণের পোশাক আমাদের মতো নয়।

বশির। কাদের মতো?

রহিম। মারাঠা।

বশির। অসম্ভব।- একলা আমাদের শিবিরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে, এত বড় বুকের পাটা! বিশ্বাস করি না।

রহিম। হয়তো একলা নয়।

বশির। মানে?

রহিম। আমি দেখেছি শুধু একটাকে। হয়তো সঙ্গে আরো অনেক আছে, তাঁবুর আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে ঘোরাফেরা করছে সুযোগের সন্ধানে। যতোবার তোমার ছায়া দুলে উঠেছে হয়তো ততোবারই একজন করে কালো মারাঠা আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে শিবিরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

বশির। এখন কী করবো?

রহিম। টহল দিতে থাকো। এক জায়গায় খুঁটি গেড়ে দাঁড়িয়ে থেকো না। ভাব দেখিও যেন কিছুই লক্ষ করোনি। পিছনের দিকে বারবার তাকিও না। ডাইনে-বাঁয়ে সামনে-দূরে চারিদিকে নজর ছড়িয়ে দাও। যেন কিছু হয়নি।

বশির। হয়নি। কেন হবে। কী করে হবে। হতে পারে না। কুছ পরোয়া নেই। নিশ্চয়ই কিছু হয়নি। (আচমকা প্রবলবেগে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েই লাফিয়ে পড়ে পেছনের অন্ধকারে ঘাপ্‌টি মেরে যে লোকটা সন্তর্পণে এগিয়ে আসছিল তার ওপর।) পাকড়েছি রহিম ভাই। বল্‌, বল্‌ কে তুই? (রহিম শেখ মশালের আলো উঁচু করে ধরে) তাইতো! এ দেখছি মারাঠা সৈনিক! (রহিম শেখ অন্য হাতে তলোয়ারটা খুলে ধরে)

রহিম। তুমি ছেড়ে দাও। আমি কথা বলছি।

মারাঠা। (বশিরকে) না ভাই। তুমি ছেড়ো না আমাকে। দোহাই

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

তোমার ছেড়ে দিও না। জাপটে ধরে রাখো।

রহিম। ওকে ছেড়ে দাও, বশির।

বশির। ছাড়াতে পারছি না যে। আঁকড়ে ধরে রেখেছে।

মারাঠা। কিছুতে ছাড়বে না আমাকে। তোমার সঙ্গীটি বড় সুবিধের লোক নয়। আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।

রহিম। তুমি কে?

মারাঠা। আলাপ করতে চাও করো। কিন্তু তার জন্যে নাঙ্গা তলোয়ার মুঠ করে ধরবে কেন? গলাটা যদি কেটে ফেল তাহলে স্বর বেরুবে কোথা দিয়ে?

রহিম। তুমি বেশি কথা বলো।

মারাঠা। তুমি বলতে বল্‌লে, তাই বল্‌লাম। নইলে তো আমি কিছু না বলেই চলে যাচ্ছিলাম?

বশির। কোথায় যাচ্ছিলে?

মারাঠা। কাজে।

বশির। কী কাজে?

মারাঠা। গুপ্তচরের কাজে।

রহিম। ফের মিছে কথা বলছো তো এক কোপে দু'টুকরো করে ফেলবো।

মারাঠা। তাতে কী ফায়দা হবে? আমার মধ্যে যা গুপ্ত আছে সে কি আমাকে কেটে দু'ফাঁক করলেই বেরিয়ে পড়বে? তলোয়ারটা খাপের মধ্যে ভরে রাখো। যা বলতে হয় জিব্‌ নেড়ে বলো।

রহিম। এত রাতে কী করতে বেরিয়েছো?

মারাঠা। গুপ্তচর কি দিনের বেলায় বেরুবে?

রহিম। বজ্জাতি রাখো, তুমি গুপ্তচরের কাজে আমাদের শিবিরে ঢুকেছো মারাঠা সৈনিকের পোশাক পরে, ভাঁওতা দেয়ার আর জায়গা পেলে না।

মারাঠা। মিয়া সাহেবের মাথা একটু গরম হয়ে গেছে, তাই সোজা কথাটা বুঝতে পারছে না। আমি তোমাদের শিবিরে ঢুকিনি। তোমাদের শিবির থেকে বের হয়ে যাচ্ছিলাম।

বশির। সে গুড়ে বালি। সবুর করো! কী দশা করি দেখবে।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

মারাঠা। আর আমার পরণে মারাঠা পোশাক, কারণ আমি মারাঠা শিবিরে ঢুকবো পণ করে বেরিয়েছি। আমি তোমাদের গুপ্তচর। চলেছি ওদের খোঁজ নিতে। তোমার ঐ ঝোলা দাড়ি আর খাড়া পাগড়ী লাগিয়ে রওনা হলে মাঝপথেই অক্কা পেতে হোতো।

বশির। তুমি আমাদের গুপ্তচর?

মারাঠা। জ্বী। আসল নাম আতা খাঁ। এখন অমরেন্দ্রনাথ বাপ্‌পাজী।

রহিম। প্রমাণ কী?

আতা খাঁ। একটু সরে দাঁড়াও। খুঁজে বের করছি।

[বস্ত্রাবরণ থেকে কী একটা বার করে দেখে, আবার তাড়াতাড়ি সরিয়ে রাখে।]

বশির। ওটা কী সরিয়ে রাখলে দেখতে দাও।

আতা খাঁ। গুপ্তচর তার সবকিছু দেখাতে বাধ্য নয়। তোমাদের যাতে প্রয়োজন শুধু তাই দেখতে পাবে। নাও এই দেখো, ভালো করে দেখো। সেনাপতির নিজ হাতের স্বাক্ষরযুক্ত ছাড়পত্র।

রহিম। (মশালের আলোতে উল্‌টে পাল্‌টে পাঞ্জাখানা দেখে) ঠিক আছে আপনাকে খামাখা তক্‌লিফ দিলাম। আপনি যেদিকে খুশি যেতে পারেন।

(বশির ও রহিম আবার টহল দিতে শুরু করে)

আতা খাঁ। যেদিকে খুশি। কিন্তু খুশিমতো চলে কি শেষে আরো কঠিন মুসিবতের মধ্যে পড়বো? দরকার নেই বাবা। তার চেয়ে যে পথে অন্যেরা চলে সে পথ দিয়ে এগুনোই ভালো। তা, সেপাই বাবাজীরা, একটু রাস্তা বাৎলে দাও না। মানে মানে সরে পড়ি?

রহিম। আপনার কাজ, আপনার পথ। আমরা তার হদিস রাখি না।

আতা খাঁ। একদম না?

রহিম। না।

আতা খাঁ। বড় ঈমানদার সেপাই দেখছি। সেনাপতি আহ্‌মদ শাহ্ দুররানীর খোশ নসিবের অন্ত নেই।

বশির। নিজেদের শিবিরের সকল পথের সন্ধান ভালো করে রাখি।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

কিন্তু শিবিরের বাইরে অন্ধকারে কোন্ পথ কাকে কোথায় নিয়ে যায় তার ধার ধারি না।

আতা খাঁ। নিজে না রাখলে। কিন্তু অন্য যারা সে পথে আনাগোনা করে তাদের সংবাদও কি রাখো না?- চুপ করে রইলে যে?

বশির। একটু আগে আরেকজনকে দেখেছিলাম।

আতা খাঁ। কচি মুখ টুকটুকে চেহারা। বিউলীর বীর সৈনিক। মন্নু বেগ। কোন্ দিকে গেছে?

রহিম। ঐ দক্ষিণের প্রান্তরে পড়ে নদীর পাড় থেকে সরে গেছে। তারপর মনে হলে ঘোড়া ছুটিয়েছে ঐ উত্তর-পশ্চিম কোণে। তারপর তাকিয়ে থেকে কুঞ্জরপুরের প্রদীপগুলোকে জ্বলতে দেখেছি। কোনো মানুষের আকার আর দেখতে পাইনি।

আতা খাঁ। খোদা হাফেজ। আমি চল্‌লাম। ঐ পথেই, আমারও কিছু কাজ আছে।

[তড়িৎ গতিতে অদৃশ্য হয়ে যায়। প্রহরী দু'জন টহল দিতে থাকে।]

রহিম। কেউ অপেক্ষা করে না। আসে আর চলে যায়। কোথায় যায়? কুঞ্জরপুর দুর্গে। কেন? জানবার জো নেই।

বিশর। আমরা শুধু এন্তেজার করবো। শুধু টহল দিয়ে বেড়াবো ডান থেকে বাঁয়ে, বাঁ থেকে ডাইনে। আমরা হচ্ছি পাহারাদার। ঠুলি-পরা কলুর বলদ। ঘুরবো আর ঘুরবো। মাঝে মাঝে হেঁকে উঠবো-খবরদার! কোন্ হ্যায়? তারপর সালাম ঠুকে বলবো, ঠিক হ্যায়। আবার টহল দিয়ে বেড়াবো। ডান থেকে বাঁয়ে, বাঁ থেকে ডাইনে। বৃষ্টিতে ভিজবো, রোদে পুড়ে মরবো, অন্ধকারে ডুবে যাবো- তবু টহল দেবো, টহল দেবো- (থমকে গালে ঠাস করে চড় মেরে) শালা ডাকু, খুনেরা! খুন পিয়ে পিয়ে ঢোল হয়েছেন। এবার মজা বোঝো!

[আস্তে আস্তে পর্দা পড়বে]

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

দ্বিতীয় দৃশ্য
(স্থান: কুঞ্জরপুর দুর্গ)

[নেপথ্যে উৎসবমুখর রাত্রির উতরোল কোলাহল, নানা গীত ও নৃত্যের আনুষঙ্গিক বিবিধ বাদ্যযন্ত্রে তরঙ্গোচ্ছ্বাস। ইব্রাহিম কার্দির কক্ষ। ঝালর-কাটা মখ্‌মলের পশ্চাৎপটে একই মহিলার দু'টো তৈলচিত্র। দু'টোরই পাদদেশে ফুলের স্তূপ এবং তার পাশে একটি করে প্রদীপ জ্বলছে। ইব্রাহিম কার্দি প্রবেশ করতেই পেছনের কোলাহল ও নৃত্যগীত ধ্বনি মৃদু থেকে মৃদুতর হয়ে আসবে।]

কার্দি। (চিত্রের দিকে তাকিয়ে) একি! তোমাকে অনাবৃত করেছে কে? জোহরা! জোহরা! এই প্রদীপ, এই ফুল, এ কার দান? এ তুমি কোথায় পেলে? কেন এসেছো? কে তোমাকে আসতে বলেছে? দীপশিখায় রক্তাক্ত হয়ে সর্বাঙ্গে ফুলের সৌরভ মেখে তুমি বিজয়িনীর হাসি হাসছো। বীণার তারের ওপর তোমার নরম লকলকে আঙুলের নৃত্য, তোমার বজ্রমুষ্টি-ধৃত নিষ্কোষিত তরবারি- ঐ মধুর হাসির অন্তরালে গর্বকে, দর্পকে, আত্মবিকারকে একটুও আড়াল করে রাখতে পারেনি। কিন্তু ভুল করেছো জোহরা বেগম। মর্মান্তিক ভুল করেছো। আজকের এই দশোহরার উৎসবে প্রমত্ত উল্লাসে মেতে আমার এই নির্জন ঘরে তোমার ঐ ছবির আবরণকে যে উন্মোচিত করেছে সে আমি নই। দুর্বল আবেগের বিহ্বলতায় যে চঞ্চল-চিত্ত তোমার চিত্রের পাদমূলে ফুলের স্তূপ রচনা করে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বেলেছে তার নাম ইব্রাহিম কার্দি নয়। বড় ভুল করেছো জোহরা বেগম। বড় ভুল করেছো তুমি। যদি পার তবে চিত্র থেকে ঐ হাসি উপড়ে ফেলো। আজকে আমি জয়ী, তুমি নও। দর্পের কাড়া নাকাড়া বাজিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়বার অধিকার আজ আমার। তোমার নয়। তুমি আজ সত্যি পরাজিত, বিস্মৃত, বিসর্জিত। একবার সমস্ত দুর্গটা

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

ঘুরে এসো। দেখবে সকল অন্ধকার বিদীর্ণ করে সহস্র আলোর রশ্মি শুধু একটা সত্যই ঘোষণা করছে- ইব্রাহিম কার্দি বেঈমান নয়, অকৃতজ্ঞ নয়। ইব্রাহিম কার্দি অঙ্গনার কণ্ঠলগ্ন হয়ে কর্তব্যপরায়ণতাকে পরিহার করেনি। ইব্রাহিম কার্দি রণকুশলী সত্যনিষ্ঠ বীর সৈনিক। এক ফুৎকারে নিবিয়ে দই তোমার এই প্রদীপের আলো? দু'হাতে কচলে তছনছ করে ছড়িয়ে দেই এই ফুলের স্তূপগুলো?

[হাতে একটি থালা, তাতে কিছু ফুল ও একটা প্রদীপ জ্বলছে, নিঃশব্দে ঘরে এসে ঢুকেছে এক মারাঠা তরুণী।]

তরুণী। না, তা তুমি পারো না, ভাই, ঐ প্রদীপ আমি জ্বেলেছি। ঐ ফুল আমি কুড়িয়ে এনেছি।

[কার্দি ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধ হয়ে থাকে। দু' হাতে কপাল রগড়ায়।]

কার্দি। (তরুণীর দিকে চোখ না ঘুরিয়েই) এ- কাজ তুমি কেন করতে গেলে?

তরুণী। আমি তোমার বোন, সেই জন্যে।

কার্দি। কিন্তু তবু তুমি হিন্দু, মারাঠা মেয়ে। আমি মুসলমান, পাঠান। আমার বেদনা তুমি বুঝবে কী করে?

তরুণী। বোন বলে ডেকেছো, তাই কিছু বুঝি। বাকিটুকুও বুঝতে পারি, কারণ আমি মেয়ে।

কার্দি। আজ এই ছবি কেন তুমি এমন ক'রে অনাবৃত করলে?

তরুণী। যে থাকলে এই উৎসবের রাত তোমার জন্য মহোৎসবে পরিণত হতে পারতো, তাকে চুপে চুপে ডেকে আনতে চেয়েছিলাম।

কার্দি। যাকে আমি চাইনে, তাকে তুমি ডাকতে গেলে কেন? দেয়ালের গায়ে কালো পর্দা দিয়ে এই ছবি আমি ঢেকে রেখে দিয়েছিলাম।

তরুণী। কালো পর্দা না ছাই। ঐ রূপের আগুন অত সহজে ঢাকা পড়ে?

কার্দি। তুমি সব কথা জানো না।

তরুণী। কী জানি না?

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

কার্দি। সাধারণ সৈনিকের কাজ করেছি ফরাসিদের সৈন্যবাহিনীতে। আধুনিক রণবিদ্যা তারাই আমাকে শিখিয়েছে। যৌবনে চাকরির সন্ধানে সকল জাতের শিবিরেই হানা দিয়েছি। উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে কেউ নিযুক্ত করতে চায়নি। সেদিন সসম্মানে সৈন্যাধ্যক্ষের পদে যোগদান করার জন্য যিনি আমাকে আমন্ত্রণ জানান, তিনি হলেন মারাঠাধিপতি পেশবা। তারপর এই পানিপথের প্রান্তরে শুরু হয়েছে হিন্দুস্থানের মুসলিম শক্তির সঙ্গে মারাঠার সংঘর্ষ। মুসলিম শক্তির জয় হোক আমিও মনেপ্রাণে কামনা করি। কিন্তু যারা আমার আশ্রয়দাতা, পালনকর্তা, আমার রক্তের শেষ বিন্দু ঢেলে তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য লড়াই করে যাবো। জোহরা বেগম তা মানতে চায়নি।

তরুণী। কী বলেছে?

কার্দি। বলেছে, মেহ্দী বেগ তার কন্যার জন্য লাহোরে যে সম্পত্তি রেখে গেছে, জামাতা হিসেবে তার ওপর আমার অধিকার নাকি ষোলআনা। মারাঠাদের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে, নিজের পত্নীর সম্পত্তিকে নিজ সম্পদ বিবেচনা করে তার সাহায্যে যেন স্বাধীন জীবন নির্বাহ করি।

তরুণী। কেন করলে না?

কার্দি। তুমি মেয়ে, তাই সে কথা তোমাকে বোঝাতে পারবো না।

তরুণী। আমাকে না হয় না পারলে? কিন্তু যাকে ভালোবাসো, তাকেও বোঝাতে পারলে না? অমন ভালোবাসার নাম মুখে এনো না।

কার্দি। মেহ্দী বেগের কন্যা ভালোবাসার মূল্য বোঝে না। আমাকে ধিক্কার দিয়ে বলে উঠেছে, আমি নাকি বিশ্বাসঘাতক, স্বধর্মদ্রোহী, পরান্নভোগী, হীনচেতা, কাপুরুষ।

তরুণী। অন্তরে অমৃত না থাকলে মুখ দিয়ে এত গরল উগরে দিতে পারতো না।

কার্দি। গৃহত্যাগ করে যাবার সময় বলে গেছে, আমার সান্নিধ্য তার কাছে অসহ্য। আমার পাপের কলঙ্ক সে স্বতন্ত্র জীবনে নিজের কর্মের দ্বারা ঢেকে রাখতে চেষ্টা করবে, তাকে মুছে ফেলতে উদ্যোগী হবে। উহ্! চোখে মুখে সে কী দুঃসহ ঘৃণার

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

বহ্নিশিখা। তার তুলনায় আমার আজকের ক্ষোভ আর ঘৃণা নিতান্ত তুচ্ছ বস্তু। তুমি হাসছো?

তরুণী। বাঃ, তুমি এত কাণ্ড করতে পারবে আর আমি হাসতে পারবো না?

কার্দি। তোমার সব সহস্য আমি বুঝি না, হিরণবালা। আমার কোন্ কাণ্ড দেখে হাসলে?

হিরণ। তোমার ঘৃণার বহর দেখে। তোমরা পুরুষরা বড় প্রবঞ্চক, অন্যের সঙ্গে তো করোই, নিজেকেও প্রবঞ্চনা করো। যদি মনে এতই ঘৃণা জমে উঠেছিলো তবে সেদিনই তুমি তাকে চিরতরে বিদায় করে দিলে না কেন?

কার্দি। তাই দিয়েছি।

হিরণ। মিছে কথা। তাহলে মারাঠা শিবিরে অবাধে প্রবেশ করবার (থালার ওপরে পুষ্পগুচ্ছের নিচে থেকে বার করতে করতে) এই মহামূল্য ছাড়পত্র তাকে কেন দিয়েছিলে? কিসের আশায়?

কার্দি। একি! (ছাড়পত্রটা নিজের হাত তুলে নিয়ে) এ ছাড়পত্র তুমি কোথায় পেলে? কে? কে এসেছে এই ছাড়পত্র নিয়ে? কোথায়? সে কোথায়?

হিরণ। কী ঘৃণা!

কার্দি। এ ছাড়পত্র তুমি কোথায় পেলে?

হিরণ। এক নওজোয়ান পাঠান সৈনিকের কাছে।

কার্দি। অসম্ভব! কোথায় সে?

হিরণ। আমার ঘরে।

কার্দি। তোমার ঘরে?

হিরণ। কেন নয়? তোমার কাছে গুপ্তচর এসেছে। আমি তাকে আশ্রয় না দিয়ে এই মারাঠা শিবিরে তাকে রক্ষা করবে কে?

কার্দি। ওহ্! কী চায় সে?

হিরণ। তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

কার্দি। হুম! জোহরা বেগম দূত পাঠিয়েছে। স্বচক্ষে দেখে যেতে এসেছে, ইব্রাহিম কার্দির দ্বিখণ্ডিত হৃৎপিণ্ডে এখনও কোনো

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

স্পন্দন বাকি আছে কিনা। পাঠিয়ে দাও তাকে। দেখে যাক কার্দির জয়, কার্দির উল্লাস।

হিরণ। যাচ্ছি। সে হয়তো এখনো ছদ্মবেশ পরিবর্তন করছে। শেষ হলেই তোমার কাছে পাঠিয়ে দেবো।

[প্রস্থান]

[কার্দি ধীরে ধীরে দেয়ালের তৈলচিত্রের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। হাত পেছনে মুঠ করা। চোখ চিত্রে স্থির নিবন্দ। পেছন থেকে সন্তর্পণে ঘরে প্রবেশ করে মারাঠা- বেশি অমরেন্দ্রনাথ। কার্দির কাছে এগিয়ে আসে। কার্দি টের পায় না। অমর চিত্র দেখে চমকে ওঠে। একবার একটা, আরেকবার অন্যটা দেখে। ভাবে কী যেন সিদ্ধান্ত করে। দূরে সরে দাঁড়ায়। গলা খাকারি দিয়ে কার্দির মনোযোগ আকর্ষণ করে।]

কার্দি। কী চাও তুমি, আমার কাছে কেন এসেছো?

অমর। জ্বী?

কার্দি। এটা শত্রু শিবির। বিলম্ব না করে তোমার বক্তব্য পেশ করো। (ঘুরে) একী! তুমি? অমরেন্দ্র? তুমি গুপ্তচর?

অমর। এ্যাঁ? গুপ্তচর, ছিঃ ছিঃ! এ আপনি কী বলছেন? আমি অমরেন্দ্রনাথ বাপ্পাজী, মারাঠা সৈনিক। আপনার অনুগত দাস। গুপ্তচর হতে যাবো কেন?

কার্দি। তোমাকে কে পাঠিয়েছে?

অমর। আমাকে?

কার্দি। মুসলিম শিবির থেকে এইমাত্র যে এসেছে সে তুমি নও?

অমর। মুসলিম শিবির থেকে কে, কে এসেছে?

কার্দি। ওহ্! আমি ভুল করেছি। হিরণ তাহলে তোমার কথা বলেনি।

অমর। হিরণ? কী বলেছে সে? কিছু বলবার জন্য আমিও তো তাকে খুঁজছি।

কার্দি। আমারই ভুল হয়েছে।

অমর। এ ছবি দু'টো কার?

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

কার্দি। তুমি চিনবে না।

অমর। দু'টো ছবি একই মহিলার?

কার্দি। হ্যাঁ।

অমর। এই ছবিটা এত কোমল, আর এটা এত কঠিন যে, না বলে দিলে কিছুতেই বুঝতে পারতাম না যে একই রমনীর চিত্র।

কার্দি। তোমার বোঝার কথা নয়।

অমর। এই শেষের ছবিটার কথা বলছি জনাব। অশ্বপৃষ্ঠে আসীন, কোষমুক্ত তরবারি হাতে রমণীরূপের এই বীরাঙ্গনা মূর্তি মারাঠা শিবিরে কখনো দেখিনি জনাব।

কার্দি। তুমি বাচাল। হিরণবালাকে খুঁজছিলে, খোঁজ গিয়ে।

অমর। তার ঘর দেখলাম ভিতর থেকে বন্ধ। ডাকাডাকি করলাম, কেউ সাড়া দিলো না।

কার্দি। বন্ধ!

অমর। জ্বী, জ্বী।

[ছবি দু'টো দেখতে দেখতে প্রস্থান]

[নির্জন ঘরে কার্দি আবার চিত্রের কাছে এগিয়ে যায়। হাতের ধাক্কা দিয়ে ফুলগুলো ফেলে দেয়। ফুৎকারে প্রদীপ নিভিয়ে দেয়। তারপর ছবি দু'টোর ওপর টেনে দেয় একটি কালো পর্দা। এমনি সময় ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করলো জোহরা বেগম।

জোহরা। আমি এসেছি।

কার্দি। কে! জোহরা! তুমি, জোহরা, জোহরা!!

জোহরা। আমি ফিরে এসেছি।

কার্দি। তুমি এসেছো, জোহরা? আমি জানতাম তুমি আসবে। আমার প্রতীক্ষা ব্যর্থ হতে পারে না।

জোহরা। আমিও জানতাম, আমি আসবো।

কার্দি। কতোদিন তোমাকে দেখিনি। তৃষ্ণায় দু'চোখ আমার পুড়ে খাক হয়ে গেছে। কতোকাল তোমার এই রূপ আমি দেখিনি। অশ্ব পৃষ্ঠে নয়, মাটির ওপরে দাঁড়িয়ে তুমি। রক্তাক্ত তরবারি নয়, হাতে তোমার মেহদিপাতার রং। ঐ আনত মুখ, ঐ

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

নির্মিলিত চোখ- এত রূপ তোমার, একবার মুখ তুলে তাকাও আমার দিকে।

জোহরা। তুমি এতো ভালোবাসো আমাকে?

কার্দি। আরো পরীক্ষা করে দেখতে চাও?

জোহরা। আমি পরীক্ষা করতে আসিনি, গ্রহণ করতে এসেছি।

কার্দি। আমি তো কবে থেকেই দেউলিয়া। দান করবো কোত্থেকে?

জোহরা। সে আমি শুনবো না- আমার পাওনা আমি আদায় করবোই।

কার্দি। যুদ্ধ-শিবিরের অনিয়ম এবং শ্রম তোমাকে এতটুকু স্পর্শ করতে পারেনি। তোমার চোখে সেই আগের জ্যোতি, গায়ের রঙে সেই আলোর ঝলকানি, সারা শরীরে তোমার রূপের সেই মাতামাতি। তোমার শরীর আগের চেয়ে ভালো হয়েছে জোহরা।

জোহরা। পোড়া শরীর। মনের মানা মানে না।

কার্দি। পথে কোন কষ্ট হয়নি তো?

জোহরা। মুসলিম শিবির থেকে বেরিয়েছি পাঠান সৈনিকের বেশে। এখানে এসে ভর করেছি হিরনবালার ওপর। বাকিটুকু তুমি জানো।

কার্দি। তোমার হাতে যেদিন প্রথম তলোয়ার তুলে দিয়ে বলেছিলাম, 'আঘাত করো' সেদিন কী কামনা করেছিলাম জানো?

জোহরা। জানি। তুমি আমার নারীত্বকে পূর্ণতা দান করতে চেয়েছিলে। তুমি স্বামীর উপযুক্ত কাজ করেছিলে। আমি অযোগ্যা। তাই তার মান রাখতে পারিনি।

কার্দি। ভেবেছিলাম তোমার রূপের ঐশ্বর্যের সঙ্গে যদি শক্তির সুশিক্ষা যুক্ত হয় তাহলে তুমি সত্যি বাদশার বাদশা বনে যাবে। ক্ষমতাও তোমার ছিল। মাস না পেরোতে অসি চালনায় ওস্তাদকে হার মানালে। অশ্বারোহণের কৌশলে আর ক্ষিপ্রতায় তুমি আমাকে স্তম্ভিত করে দিলে। তারপর একদিন এই নব সত্তার জয়ধ্বজা উড়িয়ে আমাকে সত্যি আঘাত করলে, আমাকে ত্যাগ করলে। আমার বুকে মুখে মাটি চাপা দিয়ে

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

চলে গেলে।

জোহরা। এ অভিযোগ সত্য নয়। তুমি জানো আমাদের দু'টুকরো করে আলাদা করেছে কোন্ শক্তি। কেন তুমি মুসলিম শিবিরে নও, কেন মারাঠা শিবিরে?

কার্দি। মিছে কথা। যদি সেটাই সবচেয়ে বড় সত্য হতো তাহলে আজ কী করে তা মিথ্যে হয়ে গেল? আজ কী করে তুমি সকল দ্বন্দ্ব-সংশয় চূর্ণ করে এই গভীর রাতে, মারাঠা শিবিরে আমার ঘরে ছুটে এলে?

জোহরা। তোমাকে নিয়ে যেতে।

[কার্দি হেসে উঠে]

কার্দি। তুমি উন্মাদিনী। তুমি রমণী এবং উন্মাদিনী। তোমার সঙ্গে সঙ্গত ও শোভন আচরণ করা নিরর্থক।

কী বলতে চাও তুমি?

জোহরা।

কার্দি। অপেক্ষা করো। পুরুষের পরাক্রম হৃদয়হীনা নারীর দম্ভকে কী করে পরাভূত করে এখনি প্রত্যক্ষ করবে। আমি জোর করে তোমাকে শিবিরে আটকে রাখবো। (একটা ঘণ্টায় মৃদু আঘাত করে।) একবার ভুল করেছি বলে কি বারবার সেই একই ভুল করতে হবে? রাত্রি শেষ হবার আগেই কুঞ্জরপুর দুর্গের এই দশোহরার উৎসব তোমার আমার পুনর্মিলনের সোহাগে কলকল করে হেসে উঠবে। কোনো পাঠান সৈনিক বা রমণী যেন আজ রাতে এই মারাঠা শিবির ত্যাগ করতে না পারে তার পাকা ব্যবস্থা করে রাখবো।

জোহরা। শক্তির যে সুশিক্ষা তোমার কাছ থেকে লাভ করেছি তার ক্ষমতাকে অত অবহেলা করো না। জোহরা বেগমকে জীবন্ত আটকে রাখবে এমন শক্তি তোমার প্রহরীর নেই। রাত্রি শেষ হবার আগেই দেখবে হয় তোমার প্রহরীর নয় তোমার পত্নীর রক্তে তোমার মারাঠা শিবির রঞ্জিত।

কার্দি। জোহরা।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

জোহরা। আড়াল থেকে তোমার প্রহরীকে চলে যেতে বলো।

[কার্দি ঘণ্টায় মৃদুভাবে দু'টো আঘাত করে।]

কার্দি। কেউ নেই।

জোহরা। তুমি জানো কুঞ্জরপুরের দুর্গকে আমরা দিল্লী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি। তোমাদের শিবিরে রসদ প্রবেশের সকল রাস্তা আহমদ শাহ্ দুররানীর চরেরা পাহারা দিচ্ছে। কুঞ্জরপুর থেকে নড়ে বড়জোর তোমরা পানিপথ পর্যন্ত এগুতে পারবে। কিন্তু তারপর আর নয়। সমস্ত হিন্দুস্থানের মুসলমান বাগপথে সম্মিলিত হয়ে অপেক্ষা করছে। যমুনার পানি তাদের রক্তে লাল হয়ে যাবে, কিন্তু হিন্দু মারাঠাকে উচিত শিক্ষা না দিয়ে তারা কেউ জীবন্ত ফিরে যাবে না।

কার্দি। আমি জানি।

জোহরা। আর একদিন কি দু'দিন। তারপরই সে ঘোর সময় শুরু হবে। তুমি ফিরে এসো। আমার সঙ্গে ফিরে চলো।

কার্দি। যে ফিরে যাবে সে আমি হবো না। সে হবে বিশ্বাসঘাতক। সে হবে ইব্রাহিম কার্দির লাশ। তাকে দিয়ে তুমি কী করবে?- তুমি কাঁদছো। ভারতে মুসলিম শক্তি জয়যুক্ত হোক, তার পূর্ব গৌরব সে ফিরে পাক-বিশ্বাস করো এ কামনা আমার মনে অহরহ জ্বলছে। কিন্তু ভাগ্য আমাকে প্রতারিত করেছে। সে গৌরবে অংশগ্রহণের অধিকার থেকে আমাকে বঞ্চিত করেছে। আমার সংকটের দিনে যারা আমাকে আশ্রয় দিয়েছে কর্মে নিযুক্ত করেছে, ঐশ্বর্য দান করেছে সে মারাঠাদের বিপদের দিনে আমি চুপ করে বসে থাকবো? পদত্যাগ করবো? দলত্যাগ করবো? সে হয় না, জোহরা। আমি নিশ্চিত জানি, জয়-পরাজয় যাই আসুক, মৃত্যু ভিন্ন আমার মুক্তির অন্য কোন পথ নেই। এ সময়ে তুমি আমার কাছ থেকে চলে যেও না, জোহরা! চারদিকে বড় অন্ধকার! মাঝে মাঝে রক্তের লাল ছোপ মাখানো! বাদবাকি সব কালো-কালো ঘোর অন্ধকার! জোহরা, আমাকে শক্ত করে ধরে

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

রাখো। যখন অন্ধকারে শ্বাসরোধ হয়ে আসবে তখন যেন অনুভব করতে পারি তোমার মেহেদি পরা হাত আমার রক্তহীন দেহ আঁকড়ে ধরে রেখেছে। জোহরা!

জোহরা। আমাকে ক্ষমা করো। ক্ষমা করো। এই মারাঠা শিবিরে তোমাকে আমি স্পর্শ করতে পারবো না। আমি মেহেদি বেগের কন্যা। মারাঠা দস্যুরা আমার পিতাকে হত্যা করেছে। এই শিবিরে তোমার আমার মাঝখানে আমার পিতার লাশ শুয়ে আছে। আমি তোমার কাছে এগুবো কী করে? তোমার হাতে হাত রাখবো কী করে? আমাকে ক্ষমা করো।

কার্দি। জোহরা।

জোহরা। আমাকে আর ডেকো না। আমি যাই।

[যাবার জন্যে পা বাড়ায়।]

কার্দি। জোহরা! একটা কথা শুনে যাও।

জোহরা। বলো।

কার্দি। হয়তো ভুলে ফেলে যাচ্ছিলে। (ঝুঁকে পড়ে মাটি থেকে মারাঠা শিবিরে প্রবেশ করার ছাড়পত্রটা হাতে তুলে নেয়) এটা তোমার জিনিস। নিয়ে যাও। যদি কোনদিন কখনো হঠাৎ কারো জন্য কষ্ট হয়, ইচ্ছা হয় মারাঠা শিবিরে ছুটে আসতে- এই ছাড়পত্রটা তখন যদি তুমি খুঁজে না পাও-নিয়ে যাও।

জোহরা। (আবেগরুদ্ধ অশ্রুপ্লাবিত বিকৃত মুখে) না! না!! না!!!

(ছুটে বেরিয়ে যায়)

[ধীরে ধীরে পর্দা পড়বে]

তৃতীয় দৃশ্য

[হিরণবালার কক্ষ। খাটিয়ায় ও মেঝের ওপর কোনো সৈনিকের পরিত্যক্ত তলোয়ার, পাগড়ি, কোট, বুট সব ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। হিরণবালা একটি একটি করে গুছিয়ে তুলে রাখছে, এমন সময় দরজায় ঘা পড়ে। হিরণ কান পেতে শোনে। মৃদু হাসে। এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দেয় এবং সঙ্গে

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

সঙ্গে চম্‌কে সভয়ে পেছনে হটে আসে।]

হিরণ। একী! দিলীপ! তুমি? এত রাতে তুমি এখানে কী চাও?

[গেরুয়া পোশাক পরা মারাঠা যুবক দিলীপ ঢুকবে]

দিলীপ। তোমার সর্বস্ব। ধনদৌলত যা আছে সব।

হিরণ। তুমি নেশা করেছো।

দিলীপ। সে কি আজ নাকি? যেদিন থেকে তোমার রূপ দেখে মজেছি, সেদিন থেকেই তো নেশায় চুরচুর। সে আজ কতো বছরের কথা মনে আছে? বিন্ধ্যগিরির গুরুদেবের আশ্রমে দশ বছর এক সঙ্গে বিদ্যাভ্যাস করেছি। যবন বধের প্রতিজ্ঞা নিয়ে অস্ত্রশিক্ষা করেছি। কঠোর ব্রহ্মচর্যব্রত পালন করেছি। তুমিও আমিও।

হিরণ। তুমি নরাধম। আশ্রমের শিক্ষা তোমার জন্য ব্যর্থ।

দিলীপ। আর তোমার বেলায়? ব্রহ্মচারী অমরেন্দ্রনাথ যখন মাঝরাতে তোমাকে ডাকাডাকি করতো সে কি আশ্রমের প্রাকৃতিক শোভা নিরীক্ষণ করবার জন্য, না যুগলে দেবারাধনা করবে বলে?

হিরণ। সে-সব কথা আলোচনা করার জন্য এই দুপুর রাতে এখানে ছুটে এসেছো?

দিলীপ। কেন, তাতে কি দোষ হয়েছে। আলোচনা বলো, আরাধনা বলো, এ রকম নির্জন রাতের জন্য অতি প্রশস্ত।

হিরণ। আর কী বলতে চাও?

দিলীপ। এত তাড়াতাড়ি কিসের? আস্তে আস্তে বলছি? এসেছি যখন তখন সব কথা না বলে চলে যাবো মনে করেছো?

হিরণ। তাড়াতাড়ি করো।

দিলীপ। কেন, আর কেউ আসবে নাকি? আসুক। দোরটা ভালো করে দিয়ে রাখো, সে বাইরে অপেক্ষা করবে। আমি করিনি? অপেক্ষা করতে করতে যখন একেবারে থ' হয়ে গেলাম তখনই না একবার ঘুরে একটু নেশা করে এসেছি। আর থাকতে না পেরে মরিয়া হয়ে, যা থাকে কপালে, ঝাঁপিয়ে পড়লাম তোমার ঘরের মধ্যে। এসে দেখি কেয়া মজা! মন্দির নির্জন, দেবী

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

একা, বে-আক্কেল পূজারি বেটা বিদায় নিয়েছে।

হিরণ। তোমার বাক্য, তোমার চিন্তা, তোমার আচরণ বরাবরের মতোই কুৎসিত, কদর্য।

দিলীপ। আর অমরেন্দ্রনাথ বাপ্‌পাজীর কণ্ঠ, স্পর্শ, ঘ্রাণ সবই বুঝি বিশুদ্ধ, পবিত্র? কী করে স্থির করলে? তুলনা করলে কী করে? আমি তো বরাবরই বলেছি যে, রায় একতরফা হওয়া উচিত নয়। সকল দিক জেনে, বুঝে, দেখে তারপর একদিক বেছে নেয়া উচিত। এখন আমি এসেছি আমাকে নাও। তারপর বিচার করে দেখো কে বেশি আরাধনার যোগ্য - আমি, না অমর।

হিরণ। তুমি পশু, সে দেবতা।

দিলীপ। আমি হিন্দু, সে যবন।

হিরণ। কী বললে?

দিলীপ। আমি হিন্দু আর তোমার দেবতাটি যবন। যে দেবতাটি তোমার পতি, দেবতার বাড়া, সে আদ্যোপান্ত যবন। যদি ভুল দেখে না থাকি তবে তোমার উপ-পতিদেবতাও যবনাধম যবন। কেবল আমি, যে অদ্য রজনীতে অবশ্যই তোমার উপ-উপপতি দেবতা হবার অভিলাষী, কেবল সে-ই নির্ভেজাল হিন্দু।

হিরণ। কাল সকালে যখন তোমার নেশা কেটে যাবে তখন এসব কথা উচ্চারণ করতেও ভুলে যাবে।

দিলীপ। তোমার অনুরোধে পড়ে সব করতে রাজি আছি। অমরেন্দ্রনাথ যে আসলে যবন, তোমার খাতিরে কাল সকাল থেকে সে-কথা ভুলে যেতে আলবৎ রাজি আছি।

হিরণ। এ-সব কথা কে বলেছে তোমাকে?

দিলীপ। সে গোমর ফাঁক করবো না। তবে তোমার এতদিনের পেয়ারের আদমী, তার পুরো পরিচয়টা তোমার কাছে না বলে পারলাম না। ওর আসল নাম আতা খাঁ। ছোটকালে মারাঠা সৈন্যরা ওকে লুট করে নিয়ে এসে বিন্ধ্যগিরির আশ্রমে ফেলে রেখে যায়। বড় হয়ে ঐ সব জানতে পেরেছে। কিন্তু বজ্জাতের

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

হাড়ি, জেনে-শুনেও সব চেপে রেখেছে যায়। তা রাখবে না কেন! শেষে কি যবন বনে তোমাকে খোয়াবে?

হিরণ। তোমার সংবাদ পরিবেশন করা শেষ হয়েছে?

[হিরণ মাটিতে পড়ে থাকা খাপে-ঢাকা তলোয়ারটার দিকে বারবার তাকায় এবং একটু একটু করে তার কাছে এগিয়ে যায়।]

দিলীপ। মনে হচ্ছে যেন আদৌ বিচলিত হলে না।

হিরণ। নিশ্চয়ই বিচলিত হয়েছি। এত বিচলিত হয়েছি যে, সমগ্র মন চাইছে যে, এক্ষুণি এর একটা প্রতিকার করি। তুমি আমার এত বড় উপকার করেছো যে, হাতে হাতে একটা প্রতিদান তোমার পাওয়া উচিত।

[হিরণ ক্ষিপ্রগতিতে ঝুঁকে পড়ে তলোয়ারটা ধরতে যাবে আর অমনি তার চেয়ে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে লাফিয়ে পড়ে পা দিয়ে সেটা চেপে ধরে রাখে দিলীপ।]

দিলীপ। আহ্! কী ছেলেমানুষি করছো! আমি জানি যে, তুমি অসি চালনায় সুপটু। কিন্তু তাই বলে এই অসময়ে তোমার তলোয়ারের খেলা কে দেখতে চেয়েছে? আমি অল্পবিস্তর মাতাল হয়েছি বটে, কিন্তু মাথা একেবারে খারাপ হয়ে যায়নি। তাল- বেতাল জ্ঞান বিলকুল ঠিক আছে। (বসে পড়ে দু'হাতে চেপে ধরে তালোয়ারের খাপটা দেখতে থাকে) বাঃ! বড় খাসা তলোয়ার দেখছি। এমন বাহারের নক্সা করা অস্ত্র মারাঠা শিবিরে কোনো মর্দ ব্যবহার করে বলে মনে হয় না।

হিরণ। নেশার ঘোরে কী দেখছো। আর কী বকছো তুমিই জানো।

দিলীপ। নেশার নিকুচি করি। আমার চোখে ধুলো দিতে চেষ্টা কোরো না হিরণ। এ তলোয়ার এখানে কোত্থেকে এলো? এ অস্ত্র দেখছি মুসলমানের, মারাঠা শিবিরে কী করে প্রবেশ করলো? জবাব দাও?

হিরণ। প্রশ্ন তুমি করেছো, জবাবও তুমিই দাও।

দিলীপ। দেবো, দেবো! অবশ্য দেবো। (উঠে দাঁড়িয়ে ক্ষিপ্তের মতো

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

ঘরের চারধারে খোঁজে) এই যে পেয়েছি। উষ্ণীষ। মুসলমানের শিরস্ত্রাণ। (শুঁকে দেখে) কোনো মারাঠা পুরুষ মাথায় এত সুগন্ধী তেল মাখে না। এই যে, এই তার জুতো, এই বিনামা, এইতো, এইতো তার আংরাখা, ইজার। আমার একটুও ভুল হয়নি। একটু আগে তোমার সঙ্গে সঙ্গে যে যবন তোমার ঘরে ঢুকেছে আমি দূর থেকে তাকে ঠিকই দেখেছিলাম। এখন কোথায় সে?

(দিলীপ ঘরের আনাচে-কানাচে দৃষ্টি ঘোরায়।)

হিরণ। এখানে নেই।

দিলীপ। ঝুট্। তার অসি-উষ্ণীষ, ইজার- কোর্তা সব এখানে পড়ে রয়েছে, কেবল আসল আদমীটাই অদৃশ্য!

হিরণ। এখানে ছিল। কিন্তু এখন নেই। তুমি আসার একটু আগে চলে গেছে।

দিলীপ। এইতো একটু একটু করে মুখ দিয়ে বুলি বেরুচ্ছে। এতদিন তোমার সন্ন্যেসীপনার ঘটা দেখে রাত-বিরাতে এখনও ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে সাহস পাইনি। তখন কি জানতাম আমার সতী সীতা ভেতরে ভেতরে এত রসবতী।

হিরণ। এখন কী জেনেছো?

দিলীপ। এইটুকু জেনেছি যে, তোমার এই শয্যাগৃহে উপযুক্ত যবনও অসময়ে প্রবেশ করতে পারে এবং প্রয়োজনবোধে এই কক্ষেই পরিধেয় বস্ত্রাদি অসঙ্কোচে ত্যাগ করতে পারে।

হিরণ। এই জ্ঞানলাভে তোমার স্বার্থ?

দিলীপ। বাঃ, জ্ঞানলাভ কি কখনো বিফলে যায়। এই যেমন ধরো, বাহুল্য বোধে আমিও প্রথমে আমার এই মহামূল্যবান উত্তরীয় বর্জন করলাম।

হিরণ। অত মূল্যবান উত্তরীয়খানা মাটির ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিলে?

দিলীপ। কোলে তুলে নাও তারপর ধরো, সেই যবন সেনার পদাঙ্ক অনুসরণ করে, আমিও আমার পাদুকা পরিত্যাগপূর্বক তোমার পালঙ্কে আসন গ্রহণ করলাম। (দিলীপ খাটের ওপর পা তুলে জাঁকিয়ে বসেছে। হিরণ চাদরটা তুলবার সময়ে সুকৌশলে

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

তার আড়ালে তলোয়ারখানা হাতে তুলে নেয়) তা বাবা মেঝের ওপর যার পাগড়ী-পাজামা গড়াগড়ি খাচ্ছে সে বান্দা খাটের নিচে কোথাও লুকিয়ে নেই তো?

হিরণ। না!

দিলীপ। বেশ বেশ। এই ঘরের মধ্যে থেকে হঠাৎ বেরিয়ে পড়ে উৎপাত শুরু না করলেই হলো! আজ রাতে ব্যাটা শিবিরের স্বাধীনতা ভোগ করুক, কাল সকালে টুটি চেপে ধরবো। গুপ্তচরবৃত্তি করতে এসে রঙ্গ জনমের মত ঘুচিয়ে দেবো।

হিরণ। তাকে চিনবে কী করে?

দিলীপ। সে আমি ঠিক চিনে নেবো। তোমার এ ঘরে বায়ু চলাচল এত কম যে, ঘেমে নেয়ে উঠলাম। অতএব তোমার অনুমতি নিয়ে আমার পূর্বগামী যবন সেনার মতো আমিও এবার গায়ের জামাটা খুলে ফেলতে চাই।

[মাথা নিচু করে দিলীপ জামা খুলতে উদ্যত, এমন সময় হিরণ এক ঝটকায় তরবারি কোষমুক্ত করে নেয়।]

হিরণ। খবরদার জামা গায়ে রাখো! আর একটি অসদাচরণ করেছ কি বিনা দ্বিধায় তোমাকে দু'টুকরো করে ফেলবো।

দিলীপ। তুমি সত্যি রহস্যময়ী, হিরণবালা। পতি, উপপতি সবই গোপনে যবনকুল থেকে নির্বাচন করতে তোমার কোনো দ্বিধা বোধ হয় না, রাগ কেবল স্বধর্মের একটি হৃদয়বান তরুণের প্রতি।

হিরণ। এই তোমার উত্তরীয়। যেমন করে পরে এসেছিলে তেমনি করে সর্বাঙ্গে পেচিয়ে নাও। কোনো কথা বলো না। তোমার কথা শুনলেই আমার ইচ্ছা হয় তোমার বুকের ওপর হাঁটু চেপে বসে গলায় চাপ দিয়ে জিহ্বাটা টেনে উপড়ে ফেলে দি।

দিলীপ। আর মধ্যরাতে অপরিচিত যবন- সেনা ঘরে ঢুকে বস্ত্র পরিত্যাগ করতে চাইলেও মনে কোনো ক্ষোভ হয় না, না?

হিরণ। তিনি আমার অপরিচিত নন।

দিলীপ। চমৎকার! অমরও কি এই সংবাদ রাখে নাকি?

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

হিরণ। জানে।

দিলীপ। অমর তোমার এতই বশ?

হিরণ। না হবে কেন? এই মুহূর্তে তুমি আমার বশ নও? খাট থেকে নেমে পাদুকা পরো। আস্তে আস্তে দরজার দিকে এগোও। দশোহরার রাতে তোমার মতো দুরাচারের রক্তে আমার গৃহ রঞ্জিত হোক, এ আমি চাই না।

দিলীপ। না থাক, রক্তপাতের প্রয়োজন নেই। আমি স্বেচ্ছায় বিদায় নিচ্ছি। শুধু একটা কথা তোমার কাছ থেকে শুনে যেতে চাই। আজকের এই যবন- সেনাটিকে তুমি কতোদিন থেকে জানো?

হিরণ। যতোদিন থেকে অমরকে জানি।

দিলীপ। বিশ্বাস করি না। খোঁজ করে দেখবো।

হিরণ। খোঁজ আমিই তোমাকে দিচ্ছি। আমার ঘরে এসে যে যবন সেনা এই যবন- বেশ বর্জন করেছে তাকে তুমি চেনো। তার আসল নাম আতা খাঁ। এই পোশাক-পরিচ্ছদ ত্যাগ করে সে যখন মারাঠা সৈনিকের পোশাক পরে এ-ঘর থেকে বেরিয়ে যায় তখন তোমরা অমর বলে সম্ভাষণ জানাও।

দিলীপ। ওহ্ কী আশ্চর্য! আমার চোখে সবটা ধরা পড়লো না।

হিরণ। অমর বলো, আতা খাঁ বলো, মনে মনে তাকে আমি স্বামী বলে গ্রহণ করেছি। তাকে আমি ভালোবাসি। এ-ঘরে তার প্রবেশ অধিকার আছে। কিন্তু-তুমি-আর কোনোদিন যদি নেশার ঝোঁকেও অসময়ে এ-ঘরে ঢুকে পড়ো, নিশ্চিত জেনো সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে না।

[দিলীপ বেরিয়ে যায়। হিরণ দাঁড়িয়ে হাঁপাতে থাকে। আবার দরজার বার থেকে কয়েকটা আঘাত। হিরণ ভ্রূ কুঁচকে শোনে। অপরিসীম ঘৃণা ও রোষ নিয়ে হিরণ দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে কুলদেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানায় এবং ঐ একই প্রণামবদ্ধ মুঠোর মধ্যে তালোয়ারটা খাড়া উঁচু করে চেপে ধরে রাখে। যে প্রবেশ করবে

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

তার কাঁধে খড়্গাঘাতের মতো নেমে আসবে। উত্তেজনায় হিরণ কাঁপছে এবং চোখ বন্ধ হয়ে আসছে।]

হিরণ। এসো, ঘরের মধ্যে এসো। (হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢোকে অমর) অমর!

[হিরণবালার হাত থেকে তালোয়ার পড়ে যায়। নিজেও পড়ে যাবার উপক্রম হতেই অমর ধরাধরি করে তাকে খাটে নিয়ে বসিয়ে দেয়।]

অমর। হিরণ! হিরণ! কী হয়েছে?

হিরণ। কিছু হয়নি। তুমি অস্থির হয়ো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু দেরি করলে চলবে না।

অমর। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আমাকে সংবর্ধনা জানাবার জন্য তুমি তলোয়ার উঁচিয়ে অপেক্ষা করছিলে?

হিরণ। আমি ভেবেছিলাম দিলীপই বুঝি আবার ফিরে এসেছে, তাই হাতে তলোয়ার তুলে নিয়েছিলাম।

অমর। আবার ফিরে এসেছে মানে কী? আরেকবার এসেছিলো নাকি? কেন এসেছিলো? কতোক্ষণ ছিলো? তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারেনি তো? দোহাই তোমার, একটু তাড়াতাড়ি জবাব দাও।

হিরণ। তুমি অস্থির হয়ো না। আমার কোনো ক্ষতি হয়নি। এই তলোয়ারটা হাতের কাছে পাওয়াতে বড় বেঁচে গেছি।

অমর। সে কী? এ তলোয়ার তোমার ঘরে এলো কী করে? এ তো মুসলিম শিবিরের অস্ত্র। আর এগুলো-এ পাগড়ি, পাজামা, এসব তোমার ঘরে কোত্থেকে এলো?

হিরণ। এগুলো মন্নু বেগের। এই ঘরে বেশ পরিবর্তন করেছে।

অমর। মন্নু বেগের? মন্নু বেগ তোমার ঘরে এসে বেশ পরিবর্তন করেছে? ওহ্! বুঝেছি।

হিরণ। দিলীপ ঘরে ঢুকেই এগুলো দেখে নানা রকম প্রশ্ন করতে শুরু করলো।

অমর। সর্বনাশ! কী জবাব দিলে?

হিরণ। অনেকক্ষণ ধরে ভেবে কিছুই ঠিক করে উঠতে পারিনি। শেষে

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

মরিয়া হয়ে বলে ফেললাম এগুলো তোমার।

অমর। দিলীপ বিশ্বাস করলো?

হিরণ। তাকে বুঝিয়ে বললাম যে তুমি আসলে গুপ্তচর। সব সময়েই তোমার সঙ্গে দু'টো পোশাক থাকে। একটা পরে তুমি অমর হও, অন্যটা আতা খাঁ বনে যাও।

অমর। কী সর্বনাশ! তুমি তাকে এসব কথা বললে?

হিরণ। না বলে উপায় ছিল না। এর চেয়ে কম লোমহর্ষক কিছু বললে ও বিশ্বাস করতো না।

অমর। তুমি জানো না, তুমি কী সর্বনাশ করেছো। তুমি দিলীপকে একথা বলতে গেলে কেন?

হিরণ। দিলীপ সবই জানতো। কেমন করে আতা খাঁ অমরেন্দ্রনাথের রূপ নেয়, নেশার ঘোরে সে গল্প শোনাতেই দিলীপ আমার ঘরে ছুটে এসেছিল।

অমর। দিলীপ বললো আর অমনি তুমি বিশ্বাস করলে যে, আমি হিন্দু অমর নই। আমি মুসলিম আতা খাঁ।

হিরণ। দিলীপের কাছ থেকে শোনার অনেক আগে থেকেই আমি সব জানতাম। সে সব কথা থাক। হাতে সময় খুব কম। তোমাকে অনেক কাজ করতে হবে।

অমর। তোমাকে ভালোবাসি হিরণ।

হিরণ। থাক। এখন যা বলি শোনো। দিলীপের নেশার ঘোর পুরোপুরি কাটবার আগেই মন্নু বেগকে মানে জোহরা বেগমকে এ শিবির থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

অমর। তার জন্য চিন্তা করো না। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

হিরণ। আর-আর-আরেকটা কথা, বলতে কষ্ট হচ্ছে।

অমর। কী দরকার, নাই-বা বললে।

হিরণ। তোমাকে ভালোবাসি আতা খাঁ।

অমর। সব তো বলেই ফেলেছো। কিছু তো বাকি রাখলে না।

হিরণ। মন্নু বেগের সঙ্গে তুমিও শিবির পরিত্যাগ করে চলে যাও।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

রাত শেষ হলেই দিলীপ তোমাকে তন্ন তন্ন করে সমস্ত মারাঠা শিবির খুঁজে বেড়াবে। দেরি করোনা, চলে যাও।

অমর। আর তুমি?

হিরণ। আমার জন্য চিন্তা করো না। ইব্রাহিম কার্দি যাকে বোন বলে ডেকেছে, অন্তত এই যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত মারাঠা শিবিরে কেউ তাকে অপমান করতে সাহস করবে না।

অমর। এ তো হল নিরাপদে থাকার কথা, কিন্তু তোমাতে-আমাতে কি এই শেষ দেখা?

হিরণ। দুই শিবিরের মাঝখানে মস্ত বড় প্রান্তর। দু'দিন পর যুদ্ধ যখন শুরু হবে তখন রোজই সেখানে লক্ষ লক্ষ মুসলিম লক্ষ লক্ষ হিন্দুর মুখোমুখি এসে দাঁড়াবে। মিলবে-লড়বে, মারবে-মরবে। কেবল আমাদের দু'জনেরই আর কখনো দেখা হবে না, এও কি সম্ভব? আর দেরি করো না। আমি ঘণ্টা শুনতে পেয়েছি। জোহরা বেগম হয়তো এক্ষুণি ফিরবে। সব ব্যবস্থা ঠিক করে রেখো।

অমর। আমি আসি হিরণ।

[প্রস্থান]

হিরণ। আতা খাঁ! আতা খাঁ! আতা খাঁ!

[পর্দা নেমে আসে]

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(স্থান: মুসলিম শিবির

কাল: পরের দিন।)

[মঞ্চের একধারে টেবিলের ওপর দাবার ছক পেতে দু'জন খেলোয়াড় তন্ময় হয়ে চাল ভাবছে। প্রায় পুরোপুরি দর্শকদের দিকে মুখ দিয়ে যিনি খেলছেন তাঁর নাম সুজাউদ্দৌলা। অন্যজন মন্নু বেগ, দর্শকদের দিকে পিঠ দিয়ে খেলছেন, কেবল কখনো কখনো পাশ থেকে মুখের আদল দেখা যাবে। তৃতীয় ব্যক্তি নজীবদ্দৌলা পদচারণা করেন, এক-আধবার থেমে খেলা দেখেন। সকলেই পরিপূর্ণ সমরসাজে সজ্জিত।]

নজীব। (একদৃষ্টিতে কতোক্ষণ দুই স্তব্ধ খেলোয়াড়কে দেখে) অসহ্য! এই অর্থহীন প্রতীক্ষা, অসহ্য।

সুজা। কোনো কিছুই নিরর্থক নয়। আক্রমণ করার মধ্যে যদি মস্ত কোনো কারণ থাকতে পারে, তাহলে না করার মধ্যেও নিশ্চয়ই কোনো কারণ লুকিয়ে রয়েছে (মন্নু বেগকে) পিলটা বাগে পেয়েও খেলে না কেন তাই ভাবছি।

নজীব। অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা মারাঠা শিবির আক্রমণ করা নিরর্থক মনে করেন। অযোধ্যার লুণ্ঠনকারীদের উচ্ছেদ করার কোনো সার্থকতা অনুভব করেন না। নিষ্ক্রিয় ঘরে বসে বুদ্ধির রকমারি খেলা অভ্যাস করাটাকেই বড় কাজ বলে মনে করেন।

সুজা। করি। (মন্নু বেগকে) তোমার সঙ্গে হুঁশিয়ার হয়ে খেলতে হচ্ছে। তুমি সোজা লোক নও।

নজীব। আমার পক্ষে অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত উদাসীন থাকা সম্ভব নয়।

সুজা। কেন?

নজীব। কেন? কারণ, আমি নজীবদ্দৌলা রোহিলা পাঠান। হিন্দু মারাঠা দস্যুরা আমার দেশ লুট করেছে। আমাকে দেশচ্যুত

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

করেছে। আমার কাছ থেকে দিল্লীর সিংহাসন কেড়ে নিয়ে গেছে। পেশবা আর তার ঘৃণ্য অনুচরদের সমুচিত শিক্ষা না দিয়ে ক্রীড়াকৌতুকে মন সাজাবো না।

সুজা। সাবাস! উত্তম! অতি উত্তম। আমি ধরতে পারিনি যে, তুমি আমার দুর্গের পাহারাদার ঘোড়াটাকে ঘায়েল করবার ফিকিরে ছিলে। সাবাস! (নজীবকে) মারাঠা শক্তির সঙ্গে লড়াই করবার জন্যই যমুনা তীরে দেড়মাস ধরে প্রহর গুণছি! কিন্তু তাই বলে এক্ষুণি যখন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ছি না তখন আর বিস্তর ক্রীড়াকৌতুকে মন দিতে দোষ কী?

নজীব। অল্প থেকে বিস্তর হয়, দোষ সেই জন্য। একদিন নয়। প্রতীক্ষা করছি দেড়মাস ধরে। প্রতীক্ষা করতে করতে এখন এমন হয়েছে যে, ভুলে যেতে বসেছি যে, শত্রকে আক্রমণ করবার জন্য একত্রিত হয়েছিলাম।

সুজা। এবার তোমার পিলটাকে কাটবোই। ছাড়বো না। (নজীবকে) কেবল আক্রমণের দ্বারা জয়পরাজয় সুসিদ্ধ হয়, বিশ্বাস করি না। মন্নু বেগ, কী বলো?

মন্নু। জানি না।

নজীব। জানো না মানে কী? বিউলীর প্রান্তরে তোমার যে মূর্তি দেখেছি, তার সঙ্গে তোমার আজকের এই উক্তির কোনো সঙ্গতি নেই। তোমার চোখে চেতনায় সর্বাঙ্গে আজ যে শৈথিল্য, যে ঔদাসীন্য, যে নির্বিকারত্ব প্রত্যক্ষ করছি তা সত্যি অপ্রত্যাশিত। গতকাল বিকেলেও তুমি অন্য মানুষ ছিলে।

সুজা। নবাব নজীবদ্দৌলা, মানুষ মরে গেলে পঁচে যায়। বেঁচে থাকলে বদলায়। কারণে-অকারণে বদলায়। সকালে-বিকেলে বদলায়। এতে অবাক হবো কেন? (মন্নু বেগকে) তোমার দান চালো।

মন্নু। এবার ছাড়বো না। আপনার পিলটা নিলাম।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

সুজা। কী সাংঘাতিক কথা! এত ঘন ঘন গোটা খেলার নক্সা পাল্টাচ্ছে যে তোমার তল পাওয়া ভার।

নজীব। নবাব সুজাউদ্দৌলার বর্তমান তন্ময়তা দেখে মনে হচ্ছে তাঁর বিচারে রণক্ষেত্র আর দাবার ছক দুই-ই সমান।

সুজা। নবাব নজীবদ্দৌলার এ সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য।

নজীব। কেন?

সুজা। রণে জয়ী হওয়ার চেয়ে দাবায় মাৎ করা দুরূহতর। মন্নু বেগকে জিজ্ঞেস করে দেখুন।

মন্নু। কোনো সন্দেহ নেই।

নজীব। গতকালও তোমার কাছ থেকে বিপরীত কথা শুনেছি।

মন্নু। জ্বী।

সুজা। নবাব নজীবদ্দৌলা বলতে চাইছেন যে, গতকাল পর্যন্ত তুমি মারাঠাদের নিরতিশয় পাষণ্ড বলে জানতে। গতকালও তুমি চাইছিলে তাদের রক্ত দিয়ে হোলি খেলতে, পদতলে তাদের অস্থি চূর্ণ করতে, মাটির নিচে তাদের শব পুঁতে ফেলতে। অথচ দেখা যাচ্ছে যে, আজ সকাল থেকে তোমার চিত্ত কোনো অজ্ঞাত কারণে বিকল হয়েছে। পরিচিত অভ্যস্ত পথ বর্জন করে নানা অভাবিত আচরণে উদ্যোগী। (দাবার ছকটা ভালো করে দেখে) তোমার কোনো চালই আজ ধরতে পারছি না। বেড়ে খেলছো। কী লক্ষ্য করে এগুচ্ছো, কোন্ মতলবে ফাঁদ পেতেছো, কিছুরই কূলকিনারা করতে পারছি না।

মন্নু। আমাকে মাফ করবেন। খেলার ঝোঁকে আপনার সব কথা শুনতে পাইনি।

নজীব। এ যুক্তিটা তবু মন্দের ভালো।

সুজা। তোমার নৌকা আটক করেছি, মন্নু বেগ! দেখো কোনো মতে বাঁচাতে পারো কি-না?

মন্নু। কী হবে বাঁচয়ে। তার চেয়ে মরণপণ লড়াই ভালো। আপনার বাকি পিলটাও তুলে নিলাম।

সুজা। মরলে! একেবারে নেহাত মরলে! শা-আ-হ্!

মন্নু। শাহ্?

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

সুজা। শাহ্। একেবারে আষ্টে-পিষ্ঠে বাঁধা পড়েছো শাহ্। মুক্তির কোনো পথ খোলা নেই। শাহ হেরে গেলে! মন্নু বেগ এত করেও পারলে না, হেরে গেলে শেষটায়।

[মাথা নিচু করে মন্নু বেগ দেখে ও ভাবে]

নজীব। বেশি ভাবনার আমি ধার ধারি না। আমি জানি শত্রু কে। জানি শত্রু কোথায়। জানি তাকে সমূলে নিশ্চিহ্ন করার উপায়। আপনি আমাকে সাহায্য করুন।

সুজা। শত্রু কে, শত্রু কোথায়, কে জানে?

নজীব। ভারতে মুসলমানদের শত্রু মহারাষ্ট্র শক্তি। শত্রু পেশবা। পানিপথ পেরিয়ে আর এক পা-ও অগ্রসর হবে এমন ক্ষমতা তাদের নেই।

মন্নু। মেনে নিলাম। হেরে গেছি।

[দাবার ছক ছেড়ে মঞ্চের পেছনে চলে যায়। সেখানে সাজিয়ে রাখা অস্ত্রশস্ত্র নেড়েচেড়ে পরীক্ষা করবে।]

নজীব। আঘাত করার এই হলো উপযুক্ত সময়। যমুনার পার ধরে কাতার ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমাদের সৈন্যবাহিনী। ঐ ব্যূহ ভেদ করে শত্রুসেনা কোনোদিন যমুনার পানি স্পর্শ করতে পারবে না।

মন্নু। (চিৎকার করে) আমরা অপেক্ষা করছি কেন?

নজীব। নিজেকে জিজ্ঞেস করো। জবাব পাবে। নবাব সুজাউদ্দৌলাকে জিজ্ঞেস করো। অবশ্যই জবাব পাবে।

মন্নু। আমি জানি না।

সুজা। আমি জানি না। যা জানার সব আহমদ শাহ্ আব্দালী জানেন। এই মহাযুদ্ধের আয়োজনে যেদিন থেকে অংশ নিতে শুরু করেছি সেদিন থেকেই আব্দালীর নেতৃত্ব মেনে নিয়েছি।

নজীব। সে কি মুসলিম শক্তিকে হীনবল করে তুলবার জন্যে, না তার বাহুতে নতুন শক্তি সঞ্চার করবেন বলে?

সুজা। আত্মশক্তি প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে।

নজীব। সেজন্য সচেষ্ট নন কেন? তাকে সফল করবার জন্য একটু উৎসাহ-একটু উদ্যম, একটু আগ্রহ প্রকাশ করুন।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

সুজা। প্রধান সেনাপতি নির্দেশ পেলেই করবো।

নজীব। সে নির্দেশকে ত্বরান্বিত করবার জন্যও আপনার কিছু দায়িত্ব রয়েছে।

সুজা। যেমন?

নজীব। আমি রোহিলাখণ্ডের, আপনি অযোধ্যার প্রতিনিধি। আহ্মদ শাহ্ আব্দালী হিন্দুস্থানের কেউ নন, তিতি কাবুলেশ্বর। আগামীদিনে হিন্দুস্থানের সমগ্র মুসলমানকে পরিচালনার ভার গ্রহণ করতে হবে আমাকে বা আপনাকে-আবদালীকে নয়।

সুজা। আগামী দিনের কথা কে বলতে পারে। একজন মানুষের জীবনেও কোনো দু'টো মুহূর্ত এক রকম নয়। এই মুহূর্তের নিশ্চিত আশ্বাস পরের মুহূর্তের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। যা একেবারে চোখের সামনে অবধারিতরূপে বিদ্যমান, সেটা পর্যন্ত সকল সময় দেখতে পাই না। যা দেখি তা হয়তো ভুল দেখি। কতো সময় মনে হয় ঠিকই দেখছি, কিন্তু আদৌ দেখতে পাইনি। (মন্নু বেগকে) তোমার চোখের সামনে সব গুঁটি সাজানো ছিল। সব দেখে শুনে, নিশ্চিন্ত আত্মবিশ্বাস নিয়ে আবার দ্বিতীয় পিলটাও গ্রাস করলে। সঙ্গে সঙ্গে তোমার নিজের বাদশার মরণও ঘনিয়ে এলো।

মন্নু। অন্ধ। একেবারে অন্ধের মতো খেলেছি। খেলে হেরে গেছি।

নজীব। আমি অন্ধ নই বরং পরাজয় বরণ করেও আমি স্বস্তি পাই না। নিজের নিয়তিকে আমি নিজে হাতে গড়ে নেওয়ার পক্ষপাতী। আমার নিজের এবং সমগ্র হিন্দুস্থানের মুসলমানদের গ্লানি মোচন না করে আমি ক্ষান্ত হবো না। যে আঘাত ওরা আমাকে হেনেছে, ওদেরকে আমি তা শতগুণ ভয়ঙ্কর তেজে ফেরত দিতে চাই। আহ্মদ শাহ্ দুররানীকে এই জন্য সালাম করি যে, তিনিই হতভাগা বহু-বিভক্ত মুসলিম ভারতকে ঐক্য এবং শৃঙ্খলা দান করেছেন। তাঁর নেতৃত্বের প্রভাব ভিন্ন হয়তো আমি আপনার পাশে, আপনি আমার পাশে এসে এক কাতারে দাঁড়িয়ে মারাঠাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে পারতাম না।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

সুজা। আপনার পাশে আসন লাভ করাটাকে আমি চিরদিনই সৌভাগ্যের বিষয় বিবেচনা করেছি। আহ্‌মদ শাহ আব্‌দালীর নেতৃত্ব স্বীকার করেছি এইজন্য যে, তাঁর মতো রণকুশলী বীর এদেশে নেই। যেমন সাহসী তেমনি বিচক্ষণ। পক্ষের বিপক্ষের প্রতিটি সৈনিকের প্রতি মুহূর্তের নড়া-চড়া সর্বক্ষণ এত জাজ্জ্বল্যমানরূপে প্রত্যক্ষ করেন যে, মনে হয় যেন গোটা যুদ্ধটাই তাঁর একক রচনা। লড়াই করা স্থির করলে এমন লোকের হুকুম মেনে চলাই শ্রেয়ঃ।

নজীব। কিন্তু শ্রেষ্ঠ সেনাপতিও বিকলাঙ্গ হয়ে পড়েন, যদি তাঁর সাক্ষাৎ সাহায্যকারীরা ফলাফল সম্পর্কে উদাসীন হয়ে ওঠে।

সুজা। তৎপরতা প্রকাশ করবার জন্য কী করা উচিত?

মন্নু। আমাদের উচিত অবিলম্বে, এক্ষুণি, এই মুহূর্তে, মারাঠা শিবির আক্রমণ করা।

সুজা। এই প্রকাশ্য দিবালোকে? আহ্‌মদ শাহ্‌ আবদালীর হুকুম ছাড়া?

নজীব। সেই হুকুম যেন আসে তার জন্য তদ্‌বীর করতে হবে।

সুজা। আমাকে?

নজীব। হ্যাঁ, আপনাকেও। আপনার বীরত্ব ও ধীরতার ওপর আহ্‌মদ শাহ্‌ আবদালীর অপরিসীম শ্রদ্ধা।

সুজা। সে তাঁর মেহেরবানি।

নজীব। আমরা আজ তাঁর সঙ্গে এই কক্ষে মিলিত হবার আয়োজন করেছি।

সুজা। উদ্দেশ্য?

নজীব। তাঁকে আমরা সম্মিলিতভাবে জানাতে চাই যে, আমাদের মতে আর একদিনও বিলম্ব করা উচিত নয়। সম্ভব হলে আজ রাতেই আক্রমণ শুরু করা উচিত। আমাদের প্রার্থনা যে, আপনিও যেন আমাদের এই অভিপ্রায়কে অনুমোদন করেন।

সুজা। অত্যাচারী, লুণ্ঠনকারী, উচ্ছৃঙ্খল মারাঠা বাহিনীকে আমিও ভালো রকম শিক্ষা দিতে চাই। বছরের পর বছর একটা উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় দিন গুণেছি। কিন্তু বলা নেই,

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

কওয়া নেই ঠিক আজ রাতেই সে সুযোগ আমাদের জন্য প্রশস্ত হয়ে দেখা দেবে, এ সংবাদ আপনি কোত্থেকে পেলেন তা আমাকে এখনও জানান নি।

নজীব। আমরা জেনেছি। ঠিক জেনেছি।

সুজা। কী করে?

নজীব। মারাঠা শিবির তালাশ করে খবর এনেছি।

সুজা। কবে?

নজীব। গতরাতে।

সুজা। গতরাতে?

নজীব। গত রাতেও মারাঠা শিবিরে আমাদের লোক গিয়েছে।

সুজা। কে?

নজীব। সে আপনার চর নয়।

সুজা। গতরাতে আমি কোনো চর পাঠাইনি। আর, চরের কথায় বিশ্বাস কী! ঘরে থেকে বলে দূরে গিয়েছিলাম। না গিয়ে বলে ঘুরে এলাম। দিনকে বলে রাত। আলোকে বলে অন্ধকার।

নজীব। এ লোক সে রকম নয়।

সুজা। কে?

নজীব। আমাদের মধ্যেই একজন।

সুজা। নিজের কথা জানি। এ শিবির ত্যাগ করে গতরাতে আমি অন্য কোথাও যাইনি। নবাব নজীবদ্দৌলা কি গতরাতে মারাঠা শিবিরে বেড়াতে গিয়েছিলেন?

নজীব। সে সুযোগ পাইনি।

সুজা। তাহলে কে? মন্নু বেগ?

মন্নু। আমি!

সুজা। মারাঠা শিবিরে গিয়েছিলে?

মন্নু। আমি?

সুজা। তাহলে, কে, কে গিয়েছিলো?

[মন্নু বেগের পিছনে থেকে বেরিয়ে আসে অমর ওরফে আতা খাঁ।]

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

আতা খাঁ। জ্বি আমি। আমি গিয়েছিলাম।

সুজা। তুমি!

নজীব। তুমি আবার কোত্থেকে এলে?

মন্নু। এখানে এসেছো কতক্ষণ হলো?

আতা খাঁ। তা কিছুক্ষণ হবে।

নজীব। কেন এসেছো?

আতা খাঁ। একটা সংবাদ ছিলো।

সুজা। তুমি কে?

আতা খাঁ। জ্বি। চর। আমি গুপ্তচর।

সুজা। গতরাতে কোথায় ছিলে?

আতা খাঁ। মারাঠা শিবিরে।

সুজা। তার আগের রাতে কোথায় ছিলে?

আতা খাঁ। আমাদের শিবিরে।

সুজা। তার আগের রাতে কোথায় ছিলে?

আতা খাঁ। মারাঠা শিবিরে।

সুজা। তুমি কি আমাদের শিবির থেকে মারাঠা শিবিরে যাও, না মারাঠা শিবির থেকে আমাদের শিবিরে আসো, তোমার গমনাগমন বিচার করে তো বোঝবার যো নেই। তুমি কাদের গুপ্তচর?

আতা খাঁ। জ্বি!

সুজা। সে সব তল্লাশ চুলোয় যাক। তুমি কী সংবাদ এনেছো সেইটি আরেকবার সংক্ষেপে বলো।

আতা খাঁ। মারাঠা শিবির থেকে গতরাতে যে সংবাদ এনেছি সেই খবর?

সুজা। আরো অন্য খবর আছে কি?

আতা খাঁ। জ্বি আছে।

সুজা। আগে গতরাতেরটা বলো। পরে, পরেরটা শোনা যাবে।

আতা খাঁ। ওরা মরিয়া হয়ে উঠেছে। বুঝতে পেরেছে যে, একটা চূড়ান্ত লড়াই ছাড়া ওদের নিস্তার নেই। রসদের অভাব, যোগাযোগের অভাব, লোকজনের অভাব। বুঝতে পেরেছে যে, চুপচাপ বসে

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

থেকে ওরা দিন দিন আরো হতবল হচ্ছে। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, ওরাই আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। দু'চার দিনের মধ্যেই হয়তো ওদের কামান গর্জে উঠবে। কে কোন্ সৈন্যবাহিনীকে কোন্ এলাকায় আমাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত করবে তা পর্যন্ত স্থির হয়ে গেছে।

নজীব। তোমার দ্বিতীয় সংবাদটা বলো।

আতা খাঁ। মানে, আমি খবর দিতে এসেছিলাম। তা এত দেরি হয়ে গেল যে এখন সেটা দেওয়ার হয়তো কোনো সার্থকতা নেই। বাদশাহ্ আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য এক্ষুণি এই ঘরে আসবেন।

মন্নু। কে? কে আসবেন এখানে?

আতা খাঁ। এসে পড়েছেন। সসাগরা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর, মর্ত্যভূমির স্বর্গখণ্ড কাবুলের অধিপতি, ভারতে মুসলিম রাজশক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠার অগ্রদূত বাদশাহ্ আহ্মদ শাহ্ আব্দালী দুররানী।

[সবাই সসম্ভ্রমে মঞ্চের একপাশে কাতার দিয়ে দাঁড়ায়। আব্দালী প্রবেশ করেন।]

আব্দালী। আল্লাহ আপনাদের আয়ু দীর্ঘ করুক, যুদ্ধে জয়ী করুক, জীবনে সুখী করুক।

মন্নু। আপনি রণে অপরাজেয়, দানে মুক্তহস্ত, দোয়ায় উদার!

নজীব। আপনার শুভেচ্ছা যেন আমাদের গাফিলতিতে বিফলে না যায় তার জন্য আমরা হুঁশিয়ার থাকবো।

সুজা। বাদশাহর শুভেচ্ছা, বান্দার চেষ্টা আর আল্লাহ্‌র মেহেরবানি এই তিন এক হলে কী-না হয়? না হলে বুঝতে হবে তা হওয়ার নয়। বাদশার দোয়ার জন্য বাদশাহ্‌কে ধন্যবাদ।

আব্দালী। মনে মনে স্থির করেছি যে, আর আমরা প্রতীক্ষা করবো না। এবার আক্রমণ শুরু করবো। প্রবল ভয়ঙ্কর প্রচণ্ড আক্রমণ। মায়ামমতাশূন্য কঠিন হিংস্র আঘাত হানবো। সমগ্র সৈন্যবাহিনীকে চূড়ান্ত নির্দেশ দান করবার আগে আমি আপনাদের মতামত একবার জেনে নিতে চাই।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

মন্নু। আমাকে জিজ্ঞেস করা বাদশার অপরিসীম বদান্যতা বা রহস্য। প্রিয়তার আর একটা প্রকাশ মাত্র। আমাদের কোন নতুন বক্তব্য নেই। রাজনীতির জটিলতা সম্পর্কে আমি অজ্ঞ। তবে এটুকু জানি যে, যতোদিন মারাঠা শক্তির দম্ভ ধূলিসাৎ না হবে, ততোদিন ভারতের মুসলমানগণ মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না। তারা নিগৃহীত হবে, নিপীড়িত হবে, নিশ্চিহ্ন হবে। ইসলামের জ্যোতি এদেশে নিভে যাবে। আমি অস্ত্রধারী সৈনিক, আক্রমণ ভিন্ন অন্য ভাষা আমার কাছে দুর্বোধ্য। আমি বাদশার সঙ্গে একমত।

আব্‌দালী। সাবাস! সাবাস! মন্নু বেগ। তোমার তেজ, তোমার তারুণ্য, তোমার শক্তি পানিপথে আমাকে পদে পদে নতুন অনুপ্রেরণা যোগাবে।

মন্নু। আমাকে আর শর্মিন্দা করবেন না।

নজীব। আপনার হুকুমের জন্য আমরা অপেক্ষা করছিলাম। শত্রুসেনা নিধনের জন্য সকল সৈনিক অধীর। নানা সংবাদ বিচার করে আমাদেরও মনে হয়েছে আক্রমণের জন্য এইটেই সর্বোৎকৃষ্ট মুহূর্ত। আপনার নির্দেশসহ পূর্ণ পরিকল্পনা জানতে পারলে আমরা আজ রাতেই-একাধিক বাহিনীকে নিয়ে অতর্কিতে মারাঠা শিবির আক্রমণ করতে পারি।

আব্‌দালী। নবাব সুজাউদ্দৌলাও কি আমাকে এই আশ্বাস দেন?

সুজা। সেনাপতি, সহ-সেনাপতি, অশ্বারোহী, পদাতিক-জয়-পরাজয় কারো ইচ্ছাধীন নয়। তবে রণনীতির নিয়মকানুনে আপনি যতো পারদর্শী ও বিচক্ষণ আমি ততোটা নই। আমি অবশ্যই আপনার সিদ্ধান্তকে শিরোধার্য বলে মানি এবং রণক্ষেত্রে সে নির্দেশ শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও পালন করে যাবো।

আব্‌দালী। শেষ সংবাদ অনুযায়ী ওরাও আক্রমণের তোড়জোড় করছে। আমাদের ব্যূহ ভেদ করবার জন্য এক বিরাটকায় ত্রিশূল

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

বাহিনী অন্ধকারে সরীসৃপের মতো ধীরে ধীরে বাহু বিস্তার করে এগুতে শুরু করেছে। অতর্কিতে হানা দাও তাদের ডেরায়। আঘাত করো। সরীসৃপ কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলো।

নজীব। বাজুক রণভেরী। জেগে উঠুক সবাই। আজ মুসলিম বাহিনীর গতিরোধ করে এমন শক্তি কার?

আব্দালী। আজ রাত বিশ্রামের এবং পরামর্শের। কাল রাত আমরা ঝাঁপ দেবো। অন্ধকারে। প্রবল বেগে। কিন্তু সম্পূর্ণ শৃঙ্খলার সঙ্গে। আজকে শেষরাতে আমরা আর একবার এই ঘরে মিলিত হবো। কারো ঘুমের বিশেষ প্রয়োজন হলে নিকটেই শয্যা গ্রহণ করবেন।

মন্নু। আজ রাতে ঘুমুবে কে?

নজীব। আমি একবার আমার সৈন্যবাহিনীর তদারকে বেরুবো।

সুজা। কত রাত অকারণে না ঘুমিয়ে কাটিয়েছি আর আজ তো তবু মহৎ কর্মের আহ্বান এসেছে। নিশ্চয়ই ঘুম আসবে না।

আব্দালী। যতোটুকু আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তাতে মনে হয় মারাঠাদের ঐ ত্রিশূলবাহিনী পরিচালনার ভার নিয়েছে রঘুনাথ রাও, সদাশিব রাও এবং ইব্রাহিম কার্দি। ত্রিশূলের তিন শীর্ষবিন্দুতে অবস্থান করে এরা সমগ্র রণক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণ করবে। শৌর্যেবীর্যে কৌশলে এরা কেউ অবহেলা করবার মতো নয়।

নজীব। সে ভয়ে আমরা আতঙ্কিত নই।

আব্দালী। আমাদের অগ্রগতির যে পরিকল্পনা আমি রচনা করেছি তা ঐ শত্রু আক্রমণ রীতির বিপরীত প্রতিকৃতি মাত্র। আপনারা তিনজন ত্রিফলক বর্শার মতো শত্রুসৈন্যের শৃঙ্খলা ছিন্নভিন্ন করে সম্মুখে এগিয়ে যাবেন। আপনি, নজীবদ্দৌলা, আপনার দ্রুতগামী অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে বেষ্টনী বিস্তার করবেন দক্ষিণ প্রান্ত থেকে। তুমি, মন্নু বেগ, ওদের আচ্ছন্ন করে ফেলবে উত্তর দিক থেকে। আর আপনি, সুজাউদ্দৌলা, মধ্যভাগে গজারোহী ও পদাতিক দলের অভেদ্য সচল দুর্গ নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে নিয়ে যাবেন, একেবারে সরাসরি

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

ওদের বক্ষ ভেদ করে।

নজীব। দক্ষিণ প্রান্তে আমার মুখোমুখি যেন ইব্রাহিম কার্দি থাকেন, এই কামনা করি।

মন্নু। কে? উত্তর প্রান্তে মারাঠা বাহিনীর নেতৃত্ব করবেন কে?

সুজা। ইব্রাহিম কার্দি, রঘুনাথ রাও, সদাশিব রাও যেই হোক, কিছু এসে যায় না। সবাই সমান বস্তু।

আব্‌দালী। শেষরাতে আবার বিস্তৃত আলোচনা হবে। ওদের ত্রিশূল বাহিনীর কোন বিন্দুতে কে অবস্থিত থাকবেন, সে সংবাদ পুরোপুরি পাইনি। তবে নবাব সুজাউদ্দৌলা যেমন বললেন, আমিও তেমনি বলি, যেই-ই হোন তাঁর বাহিনী যেন নিশ্চিহ্ন হয়, তিনি নিজে যেন জীবিত রণক্ষেত্র ত্যাগ করতে না পারেন! খোদা হাফেজ!

[প্রস্থান]

নজীব। (আতা খাঁকে) তুমি জানো মারাঠা শিবির থেকে কোন্ সেনাপতি কোন্ এলাকার ভার গ্রহণ করবেন। তুমি নিশ্চিয়ই জানো ত্রিশূল বাহিনীর কোন সন্ধিস্থলে ইব্রাহিম কার্দি আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

আতা খাঁ। আমি, দক্ষিণ প্রান্ত দিয়ে কে অগ্রসর হবেন, আমি এখনও ঠিক স্পষ্ট উদ্ধার করতে পারিনি।

মন্নু। বঞ্চনা ছাড়ো। তোমার সঙ্গে কারুকার্য করে নানা ফিকিরের কথা বলার অবসর নেই। উত্তর প্রান্তে কে থাকবেন?

আতা খাঁ। উত্তর প্রান্তে, উত্তর প্রান্তে? মানে সে ঠিক এখনও বোধ হয় স্থিরীকৃত হয়নি।

সুজা। উত্তর-দক্ষিণ সম্পর্কেই যখন তোমার কোন ধারণা নেই তখন তোমাকে কোনো প্রশ্ন করা অর্থহীন।

আতা খাঁ। জ্বি।

সুজা। তুমি যেতে পারো। হয়তো এই শেষ রজনীতে তোমাকেও অনেক কাজ সেরে নিতে হবে। সময় নষ্ট না করে কাজে

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

নেমে পড়ো।

আতা খাঁ। জ্বি, আপনার মেহেরবানি। খোদা হাফেজ।

[পর্দা নামবে]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[জরিনা সেতার কোলে নিয়ে রঙ্গমঞ্চের একপাশে বসে আছে। বিষণ্ন উদাসীন। নজীব সৈনিকের সংক্ষিপ্ত ঘুম সেরে সদ্য উঠেছে, পোশাক সম্পূর্ণ অবিন্যস্ত। কথোপকথনের মাঝে মাঝে পোশাক ঠিক করে নিচ্ছে।]

নজীব। একী, তুমি শুতে যাওনি?

জরিনা। না।

নজীব। রাত কত হলো।

জরিনা। সবে শুরু। এখনো সাঁঝের তারা নেভেনি। অযথা ব্যস্ত হচ্ছেন।

নজীব। বাইরে কি গাঢ় অন্ধকার!

জরিনা। নাই বা বেরুলেন।

নজীব। সে হয় না।

জরিনা। কেন?

নজীব। তুমি বরাবরের মতোই অবুঝ! আর কি ফেরবার জো আছে, জরিনা? ঘরে বসে থাকবো কী করে? আমরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছি।

জরিনা। যুদ্ধ শুরু হবে কাল রাতে। আপনি আজ বেরুচ্ছেন কেন?

নজীব। আব্‌দালীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে।

জরিনা। সে তো শেষ রাতে। আপনি এখন বেরুচ্ছেন কেন?

নজীব। আমার নিজস্ব বাহিনীর একটু তদারকি করা দরকার।

জরিনা। তারা ঘুমুচ্ছে ঘুমাক। কাল থেকে ঘুমের পালা কখন আসবে কে জানে। আজ ভালো করে ঘুমিয়ে নিতে দিন।

নজীব। এরা জাত সৈনিক। সহজে জেগে উঠে সহজে ঘুমিয়ে পড়ে। একবার দেখে আসি।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

জরিনা। অন্য কেউ যাক। আপনি আমার তদারক করুন। আমাকে জাগিয়ে রাখুন। আমাকে ঘুম পাড়িয়ে যান। আমি তো জাত সৈনিক নই। আমার জেগে থাকতে কষ্ট হয়। ঘুমিয়ে পড়তে আরো কষ্ট হয়।

নজীব। তুমি নিজে চেষ্টা না করলে আমি তোমাকে সাহায্য করবো কী করে?

জরিনা। আমার উভয় দিকে বিপদ। আপনি এত অল্প সময় ঘরে থাকেন যে, কখন চলে যান এ ভয়ে চোখের পাতা এক করতে পারি না। যখন চলে যান তখন সকল ঘুম কেড়ে নিয়ে চলে যান।

নজীব। কী করতে বলো?

জরিনা। আমার কাছে থাকুন। আমার সামনে ঘুমোন। আমি বসে বসে দেখি।

নজীব। আর বাইরে যে কাজ আমার জন্য অপেক্ষা করছে তার ব্যবস্থা করবে কে?

জরিনা। অন্য কেউ যাবে।

নজীব। আমি না গেলে নয়।

জরিনা। এতবড় যুদ্ধ। লাখ লাখ লোক সেখানে শরীর উজাড় করে রক্ত ঢেলে দেবে। আপনি না গেলেও দেবে।

নজীব। সে জন্যে আমি যাবো না? এ তোমার অদ্ভুত যুক্তি!

জরিনা। অদ্ভুত কেন হবে! আপনি যুদ্ধে জয়ী হতে চান। আপনি অপেক্ষা করুন। আহ্মদ শাহ্ আব্দালী সে জয়ের মুকুট আপনার মাথায় নিজ হাতে এসে পরিয়ে দিয়ে যাবেন। এ যুদ্ধের পরিকল্পনা তাঁর, নিয়ন্ত্রণাধিকার তাঁর, সাফল্যে তাঁর গর্ব সর্বাধিক, পরাজয়ে তাঁর গ্লানি সবচেয়ে মর্মান্তিক। জয়লাভের উদ্যোগে তাঁকে প্রধান হতে দিন। আপনি আমাকে জয় করুন, আমাকে অধিকার করুন।

নজীব। অনিদ্রায় তোমার স্নায়ু বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। তোমার কামনা, তোমার চিন্তা, তোমার ভাষা সব অসুস্থ বক্রপথে

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

চালিত হয়ে তোমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। আমাকেও আচ্ছন্ন করতে চাইছে। রাত আরো গভীর হবার আগেই বের হয়ে পড়তে চাই।

জরিনা। কোন্ মহৎকর্ম সাধনের জন্যে?

নজীব। যদি সে সত্য এখনও তোমার কাছে স্পষ্ট না হয়ে থাকে তবে আবার বলছি। রোহিলাখণ্ডের লুণ্ঠনকারী মারাঠাদের স্বহস্তে কণ্ঠরোধ করে হত্যা করতে চাই। একটি একটি করে উৎপাটিত করে ভারতের বুক থেকে মারাঠাদের নাম মুছে ফেলতে চাই।

জরিনা। শুনেছি আহ্‌মদ শাহ্ আব্‌দালীর রোষ আরো প্রচণ্ড-আরো বহ্নিময়। আর এও শুনেছি একবার যে কোনো রকমে হোক মারাঠাদের পদতলে পিষ্ঠ করতে পারলেই হয়! তাহলেই তাঁর চিত্তদাহ নিভবে। সেই আগুন নেভাতে গিয়ে মারাঠাদের সঙ্গে সঙ্গে যদি রোহিলাখণ্ড কি অযোধ্য, দিল্লী কি আগ্রা জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যায় যাক। তাতে তিনি বা তাঁর সৈন্যবাহিনী বিন্দুমাত্র বিচলিত হবেন না। আন্দোৎসব করতে করতে কাবুল ফিরে যাবেন।

নজীব। এসব কথা তোমাকে কে শিখিয়েছে!

জরিনা। সত্য কি মিথ্যা আগে তাই বলুন।

নজীব। এসব কথা যে বলেছে সে খুব পাকা লোক। বুঝতে পেরেছিলো যে, একটি ব্যাকুল নারীহৃদয় তার ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণার গণ্ডিবদ্ধ তীব্রতা নিয়ে কিছুই অবিশ্বাস করবে না। অন্য কারো সামনে এসব কথা বলতে সাহস করো না। কে বলেছে?

জরিনা। আপনার আব্‌দালীর মুসলিম শিবিরের সকলের বিশ্বাসভাজন সংবাদদাতা আতা খাঁ।

নজীব। আতা খাঁ? আতা খাঁ এখানে এসেও হানা দেয়? এখন সন্দেহ হচ্ছে নবাব সুজাউদ্দৌলা যখন প্রশ্ন করেছিলেন, আতা খাঁ, তুমি কার গুপ্তচর, সে প্রশ্নের গুরুত্ব অবহেলা করে ভুল করেছি। তখন তার একটা মীমাংসা করে নেয়া উচিত

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

ছিলো।

জরিনা। আপনি অন্ধ। চরিতার্থতা লাভের একটা অলীক মোহে মত্ত হয়ে আপনি আপনার পৌরুষ, আপনার সাহস, আপনার শোভা, আপনার শক্তি, আপনার প্রাণ মাঠে-প্রান্তরে ছড়িয়ে ফেলে দিতে উদ্যত হয়েছেন। সেখানে শুধু লাশ, শুধু রক্ত। আপনার দামের কদর সেখানে কে করবে? আমি উষ্ণ, আমি জীবন্ত। কেন আমাকে ত্যাগ করবেন? আমাকে দান করুন। প্রতিকণা ভালোবাসা শতগুণ প্রাণবন্ত করে ফিরিয়ে দেবো। যুদ্ধ পড়ে থাক।

নজীব। আমি হয়তো সত্যি অন্ধ। কিন্তু তুমি আমার চেয়েও অন্ধ। এত অন্ধ যে তোমার চরাচর বিলুপ্তকারী ভালোবাসার প্রবলতায় তুমি যে কখন আমার সমগ্র জীবনটাকেও একটা ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আটক করে রাখতে চাইছো তা তুমি নিজেও জানো না। যদি জানতে তাহলে শিউরে উঠতে। আমার চেহারা চিনতে পারতে না। নবাব নজীবদ্দৌলার যে বিরাট প্রকাণ্ড মূর্তি তোমার ভালোবাসার স্পর্শে আরো বিস্তৃত স্ফীতকায় হয়ে ওঠে সেটাই কুঁকড়ে কুঁকড়ে এত নগণ্য বিবর্ণ হয়ে যেতো যে, তখন তুমি তাকে ছুঁতে চাইতে না।

জরিনা। আপনার যে বিস্তার ও দীপ্তি আমাকে অতিক্রম করে আপনাকে দূরে টেনে নিয়ে যায় আমি তাকে স্বীকার করি না। মানি না।

নজীব। মারাঠারা একজোট হয়ে মুসলিম রাজ্য আক্রমণ করেছে। মুসলমানদের পদানত করে তারা চায় গোটা হিন্দুস্থান একা শাসন করতে। অপমানিত ও লাঞ্ছিত ইসলামের মৃতদেহের ওপর ওরা ওড়াতে চায় ত্রিশূল আঁকা রক্ত পাতাকা। আমি যদি এমন দিনে নির্বিকার হয়ে ঘরে বসে থাকি, তুমি রোহিলা রাজপুরীর, রমনীরত্ন তুমি কি আমাকে ঘৃণা করবে না? তুমি আমায় হৃষ্টচিত্তে বিদায় দাও, জরিনা।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

জরিনা। আপনি ইসলামের জন্য প্রাণ দিতে চান, কারণ আপনি মহৎ, আপনি উদার, আপনি কর্তব্যপরায়ণ। আমি সামান্য নারী। ইসলামের সঙ্গে নিজের তুলনা করবো এমন দুঃসাহস আমার নেই। আল্লাহ্ আমার গুণাহ্ মাফ করুন। তবু একবার স্মরণ করে দেখুন- একদিন ছিল, যখন সমস্ত বিশ্ব লোপ পেলেও আমি কিছুতেই গৌণ বিবেচিত হতাম না। আমি ছিলাম অদ্বিতীয়। আজ আপনার সিংহাসন, আপনার সাম্রাজ্য, আপনার যশ, আপনার বিশ্বাস, আপনার হিংসা, লোভ, দর্প সব আমাকে অতিক্রম করে দশ দিকে বিক্ষিপ্ত। কিন্তু আপনি নির্দয়, আপনি অসরল, আপনি আত্ম-বঞ্চনাকারী।

নজীব। বিদায়ের পর্বটাকে আর কিছুতেই অমলিন থাকতে দিলে না। হয়তো এতোটা আশা করা অনুচিত হয়েছে। হয়তো নারী মাত্রেই এ দুর্বলতার শিকার। স্নেহকে শৃঙ্খলে পরিণত করে, ভালোবাসাকে মোহে, বন্ধনকে বিকারে। তুমি আমাকে ক্ষমা করো, জরিনা!

জরিনা। আপনাকে নয়, আব্দালীকে নয়, সুজাউদ্দৌলাকে নয়। কাউকে কোনদিন আমি ক্ষমা করবো না।

নজীব। হায় খোদা! জরিনা! তুমি অসুস্থ! তুমি অপ্রকৃতিস্থ।

জরিনা। আপনারা সব, স-ব আত্মসুখকাতর, সব আত্ম-বঞ্চনাকারী। কে আত্ম-স্বার্থ না খুঁজছে? কাবুল থেকে আব্দালী ভারতে ছুটে এসেছেন কেন? আপনার হৃত সিংহাসন উদ্ধার করে দেবার জন্য? হিন্দুস্থানে চন্দ্রতারকা খচিত পতাকা তুলে ধরবার জন্য? সে এসেছে তাঁর পিতৃ হৃদয়ের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে। তাঁর সন্তান লাহোর অধিপতি তিমুর শাহকে যে মারাঠারা বিতাড়িত করেছে তাদের রক্ত শোষণ করতে চায় আব্দালী। আব্দালীর সৈন্যবাহিনীর স্বার্থ লুটতরাজ, উৎসব-উল্লাস। ভারত উদ্ধার, ইসলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, দ্বিতীয় চিন্তায় উদ্ভাসিত পোশাকী জৌলুস মাত্র। সুজাউদ্দৌলা উদ্বেগহীন, কারণ কোনো বিষধর সর্প তাকে এখনও পর্যন্ত ছোবল দেয়নি। দিলে

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

সেও পাগল হয়ে উঠতো।

নজীব হয়তো এ-সবই তোমার নিজের চিন্তার দ্বারা উদ্ভাসিত। হয়তো এর পেছনে অন্য কারো শিক্ষা তোমার রক্তাক্ত হৃদয়ের ওপর বিষ ঢেলে দিয়েছে। হয়তো এ কাজ আতা খাঁর। কে জানে? আর দেরি করা সম্ভব নয় জরিনা। আমি চলি।

জরিনা। এক্ষুণি চলে যাবেন?

নজীব। কয়েক ঘন্টা শিবিরের আশপাশ পরীক্ষা করে কাটাবো। সবার খোঁজ-খবর নেবো। তারপর হয়তো রাত অল্প বাকি থাকবে। হয়তো এখানে ফেরার সময় আর পাবো না। প্রধান সেনাপতির সঙ্গে মন্ত্রণায় যোগ দিতে হবে। চলি জরিনা।

জরিনা। আপনাকে রুখবে কেহ্ যে পারতো সে নারী আমি নই। একদিন হয়তো আমি পারতাম। আজ সে ক্ষমতা অন্য কারো।

নজীব। এ কথার অর্থ?

জরিনা। যার সান্নিধ্য লাভ করে আমার মন তার চেতনা শক্তিকে আবিষ্কার করেছে, যার প্রতিকৃতি ধ্যান করে আমার দৃষ্টিশক্তিতে তীব্রতা এসেছে, সেই নবাব নজীবদ্দৌলা আমার চোখকে ফাঁকি দেবেন কী করে?

নজীব। কী বলতে চাও স্পষ্ট করে বলো।

জরিনা। দেশ নয়, জাতি নয়, যশ নয়- যা আপনাকে এই অন্ধকার রাতে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সে অন্য কোনো নারী। অন্য কোন নতুন জ্যোতির্ময়ী রমণী। হয়তো আমার মধ্যে আস্বাদিত পরিচিত রূপের সে সম্পূর্ণ বিপরীত। হয়তো সে কঠিন, প্রখর। আমি যা নই হয়তো সে ঠিক তাই। অসিধৃতা, অশ্বারোহিণী, রণনিপুণা।

নজীব। জরিনা!

জরিনা। আপনার নিদ্রাহীন চোখে, অস্থির পদচারণায়, মুখের কঠিন তৃষাতুর রেখায় রেখায় আমি সে রমণীর ছায়ামূর্তি ভেসে বেড়াতে দেখেছি। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে চিৎকার করে তাকে ডাকি, তার নাম ঘোষণা করি। সবাই তাকে দেখুক।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

তার ছদ্মবেশ ঘুচে যাক। সবাইকে আঙুল দিয়ে দেখাই যে, সে পতি-বিদ্রোহী, পতি-ত্যাগিনী, পতি-বধে উদ্যোগী।

নজীব। তুমি এখন যে সব কথা বলছো তা কুৎসিত, অতি অলীক। এসব গর্হিত কথা কান পেতে শোনাও অপরাধ। যাঁর পুণ্য নামের প্রতি ইঙ্গিত করছো তাঁকে জানলে এ-কথা তুমি উচ্চারণ করতে পারতে না।

জরিনা। আমারও সেই ক্ষোভ রয়ে গেলো। অনেক অনুসন্ধান করেও তার নাগাল পাইনি। কেবল এইটুকু জেনেছি যে, সে এই শিবিরেই থাকে, আর নবাব নজীবদ্দৌলা তার আশ্রয়দাতা, তার ত্রাণকর্তা, তার দুঃখ-মোচনকারী।

নজীব। তুমি যাঁর কথা বলছো তিনি আশ্রয়ের ভিখারী নন। কাজেই আমি তাঁর আশ্রয়দাতা নই। আত্মরক্ষায় তিনি অতিশয় সমর্থ। আমি কী করে তাঁর ত্রাণকর্তা হবো! তাঁর দুঃখ মোচন করা আমার সাধ্যাতীত, নইলে অবশ্যই তাঁর কষ্ট হরণ করে নিতাম। তোমার আর কিছু বলার আছে?

জরিনা। না।

নজীব। আমি তাহলে চলি। আবার কবে তোমাকে দেখতে পাবো। জানি না।

[দু'জন দু'জনকে অপলক চোখে দেখে। নজীব শেষ বারের মতো নিজের যুদ্ধের পোশাক টেনে নেড়ে ঠিক করে নেয়। ধীর দৃঢ় পদক্ষেপে বেরিয়ে যায়। জরিনা নজীবের পথের দিকে তাকিয়ে থাকে।]

[পর্দা পড়বে]

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

তৃতীয় দৃশ্য

[মধ্যরাত। উন্মুক্ত প্রান্তর। মন্নু বেগ একদৃষ্টিতে দূরে আঁধার ভেদ করে কুঞ্জরপুর দুর্গ দেখছে। মারাঠা সৈনিকের পোশাক পরা অমররূপী আতা খাঁ এসে পিছনে দাঁড়ায়।]

মন্নু। তুমি আবার যাচ্ছো?

আতা খাঁ। জ্বি।

মন্নু। এখন যাওয়াটা কি নিরাপদ মনে করো?

আতা খাঁ। না।

মন্নু। তাহলে যাচ্ছো কেন?

আতা খাঁ। যেতেই হবে। মারাঠা শিবির নড়তে শুরু করেছে। আলোগুলো দুলে দুলে লাফিয়ে লাফিয়ে অন্ধকারে এদিকে-ওদিকে হারিয়ে যাচ্ছে। একটু ভালো করে খোঁজ নিতে হবে।

মন্নু। যে আলো হারিয়ে গেছে তাকে খুঁজে বার করবে কী করে?

আতা খাঁ। আমি হয়তো পারবো। আমি অন্ধকারের জীব। অদৃশ্য আলোর হাতছানি আমি ঠিকই দেখতে পাবো।

মন্নু। আমি অন্ধকারে কিছু দেখতে পাই না।

আতা খাঁ। আমি আলো থেকে হঠাৎ অনেক অন্ধকারে এসে পড়েছেন তাই। সময়ে সয়ে যাবে।

মন্নু। সময় বড় কম। মাত্র বাকি রাতটুকু। তারপর সারাদিন নিষ্ক্রিয়তার ভান করে মাটি কামড়ে পড়ে থাকবো। তারপর যেই অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে, দীন দীন হুঙ্কার ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বো শত্রু- সেনার মধ্যে। যতো অন্ধকার হয় ততোই ভালো।

আতা খাঁ। হাতে একদম সময় নেই। আমি যাই।

মন্নু। আল্লাহ্ তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

আতা খাঁ। কোনক্রমে একবার দেখা পেলে হয়। আজ নির্ঘাত একটা এস্পার কি ওস্পার হয়ে যাবে। যদি কথার অবাধ্য হয় তাহলে হয় নিজের জান ঐখানে রেখে আসবো, না হয় ওর জান খতম করে দেবো।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

মন্নু । মনের কথার ভাষা জনে জনে আলাদা। তার পরতে পরতে নানা রকম অর্থ অনর্থ লুকিয়ে থাকে। অন্যের কথা দূরে থাক, যে বলে সে-ই কি সব সময় বুঝতে পারে কী বলছে? তুমি যাও।

আতা খাঁ। বিনা-ওজরে সঙ্গে আসে ভালো। নইলে সোজা হাত-পা বেঁধে কাঁধে ফেলে রওনা দেবো। কপালে যদি তাই লেখা থাকে খণ্ডাবে কে? আমার বোঝা আমাকেই বহন করতে হবে।

মন্নু । তার জন্য তাড়াতাড়ি করা দরকার, আতা খাঁ। এখানে আর সময় নষ্ট করা উচিত হচ্ছে না।

আতা খাঁ। ঠিক বলেছেন। তবে মানে এই ভাবছিলাম -। আরেকটু অপেক্ষা করে দেখবো কি-না ভাবছিলাম।

মন্নু । নিতান্ত এলোমেলো কথা বলছো। অপেক্ষা করবে কেন? কার জন্যে অপেক্ষা করবে?

আতা খাঁ। মানে, আমি একাই যাবো?

মন্নু। একা নয়তো দোসর পাবে কোথায়? কে যাবে সঙ্গে?

আতা খাঁ। একসঙ্গে যেতাম। আপদে-বিপদে পরস্পরকে রক্ষা করতে পারতাম। কিছু ঝুঁকি কমতো।

মন্নু । এই পথে কেউ কাউকে রক্ষা করে না। তুমি একা যাও।

আতা খাঁ। আমি পথ চিনি। নিরাপদে পারাপার করতে পারি। ভোর হবার আগেই ফিরবো।

মন্নু। আমি অপারগ। তুমি যাও। এখন ইচ্ছে করলেও আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। আমার পথ রুদ্ধ। মারাঠা শিবিরে প্রবেশের অধিকার হারিয়ে ফেলেছি।

আতা খাঁ। সে আমি বার করে দেবো।

মন্নু । তুমি বিদায় হও।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

আতা খাঁ। আমার সঙ্গেই আছে। সেদিন আপনি ভুলে মারাঠা শিবিরে ফেলে এসেছিলেন, পাঞ্জাখানা আমি আসবার সময় সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি।

মন্নু। ফেলে দাও। ছিঁড়া ফেলো। পুড়িয়ে ফেলো। তুমি দূর হও; দূর হও। (আতা খাঁ চলে যায়) আল্লাহ্ তোমার কল্যাণ করুন। তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হোক। আল্লাহ্, বিপদের হাত থেক তুমি সকলকে রক্ষা করো! (আতা খাঁ কী মনে করে ফিরে এসেছে) আবার ফিরে এলে কেন?

আতা খাঁ। পথে নেমে গা'টা কেমন ছমছম করতে লাগলো। আগে এ রকম কখনো হয়নি। পেছনে ফিরে মনে হলো আপনি যেন মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেছেন।

মন্নু। আমার কিছু হয়নি।

আতা খাঁ। আপনি আরো কিছুক্ষণ এদিকে থাকবেন কি?

মন্নু। শেষ রাত পর্যন্ত আছি।

আতা খাঁ। আমিও এই উত্তরাঞ্চলে থাকবো। কতোদূর যেতে পারবো জানি না। যদি বিপদে পড়ি সংকেত পাঠাবো।

মন্নু। যতোক্ষণ আছি লক্ষ রাখবো।

আতা খাঁ। আসি।

মন্নু। খোদা হাফেজ!

[চলে যাবে, মন্নু বেগ এক দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। দূরে চলে গেলে কপালে হাত ঠেকিয়ে অন্ধকার ভেদ করে দেখতে চেষ্টা করে। নিঃশব্দে পেছনে এসে দাঁড়ান নবাব নজীবদ্দৌলা। মন্নু বেগের দৃষ্টি অনুসরণ করে তিনিও দেখতে চেষ্টা করেন কে যায়, কোথায় যায়।]

নজীব। কে গেলো?

মন্নু। আতা খাঁ।

নজীব। তুমি পাঠিয়েছো?

মন্নু। না।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

নজীব। কোথায় গেলো?

মন্নু। যেখানে ও যেতে চেয়েছে।

নজীব। তুমি যেতে চাওনি।

মন্নু। এরকম করে নয়।

নজীব। কী রকম করে যেতে চাও?

মন্নু। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে নয়। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আগে শত্রুকে শেষ করবো। তারপর শত্রু-শিবিরে প্রবেশ করবো।

নজীব। শত্রু যদি অবধ্য হয়?

মন্নু। যে অবধ্য সে শত্রু নয়!

নজীব। কোন্‌টা বেশি সত্য? গত দেড়মাস ধরে নিশাচর পাখির মতো, তোমার মনের চারধারে ডানা ঝটপট করে উড়ে মরছি। এ মুহূর্তের জন্যও একটা নিশ্চিত বিশ্বাস নিয়ে স্থির হতে পারিনি। শত্রু-সৈন্যকে আঘাত করবার জন্য যখন উদ্যত অসি হাতে রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছো তখন কতোবার তোমার পৌরুষ, তোমার কাঠিন্য, তোমার হিংস্রতা দেখে মুগ্ধ হয়েছি। কিন্তু তার পরই চোখ মেলে অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করেছি তুমি ভেতরে ভেতরে কতো শ্রান্ত, কতো অসহায়, কতো অশান্ত।

মন্নু। এত সহজে ধরা পড়ে যাবো ভাবিনি। কী লজ্জা, কী দুঃসহ লজ্জা! আমার মতো সামান্য লোকের বুক চিরে কেউ আড়াল থেকে তার সত্যাসত্য পরীক্ষা করছে, কখনো ভাবিনি।

নজীব। এ-সব কথা কখনো তোমার কাছে প্রকাশ করতে চাইনি। আমার কোনো আচরণে তোমার লজ্জা ও গ্লানি বাড়ুক এ আমি কোনো দিন চাইনি। আমার নিজের জীবনের গোপন অভিশাপ এই দুপুর রাতের অন্ধকার প্রান্তরে আমাকে তাড়া করে নিয়ে বেড়াচ্ছে। অতর্কিতে আক্রমণ করে আমার বুদ্ধি-বিবেক সব হরণ করে নিয়েছে। আমার মুখে যে কথা অশোভন, তোমার কানে যে উক্তি অশ্রাব্য বা সর্বকালের জন্য অপ্রকাশ্য ও অনুচ্চারণীয়, সে সব কথাই যেন আজ দুর্বার

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

হয়ে উঠতে চাইছে।

মন্নু। কেন? যা কোনোদিন বলেননি আজ তা কেন বলবেন? উপকার ছাড়া আপনার কাছ থেকে কোনো অপকার পাইনি। আজ কেন তার ব্যতিক্রম হবে?

নজীব। তোমার সব কথা খুলে বলা সম্ভব নয়। এক কাণ্ডজ্ঞানহীন মেয়ে কিছুক্ষণ আগে, আমার চেতনার শান্তি, শৃঙ্খলা, সংযম সব দলে তছনছ করে দিয়ে গেছে। তোমার কাছে ছুটে এসেছি আমার হৃদয়ের রক্তক্ষরণকে রুদ্ধ করবার আশা নিয়ে। কৃপা করো।

মন্নু। এ আপনার অন্যায় প্রার্থনা! অন্যায়, অসঙ্গত এবং নির্মম। একটুখানি স্থিরতা, একটুখানি দৃঢ়তা, একটুখানি নিশ্চয়তার মোহে উন্মাদের মতো রণক্ষেত্রে বীরত্ব প্রকাশ করেছি। বীরপুরুষের কাছে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে ফিরেছি। আমার কাছে কাতরতা প্রকাশ করা মানে আমাকে আঘাত করা। আচমকা ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দেয়া।

নজীব। আমি অমানুষ নই। কিন্তু ভয় পেয়ে গেছি। কেমন যেন মনে হচ্ছে সময় আর বাকি নেই। শেষ হয়ে গেছে। কী হবে বাণী অব্যক্ত রেখে? মাঝখানে মাত্র কয়েক ঘন্টা স্তব্ধ কালো রাত। তারপরই আকাশ-পাতাল-পৃথিবী তোলপাড় করে ফেটে পড়বে প্রলয়। রণহুঙ্কার, বারুদ বিস্ফোরণ, অগ্নিশিখা আর রক্তস্রোতের লাল আভায় মন্নু বেগ, ইব্রাহিম কার্দি, নবাব নজীবদ্দৌলা কোথায় হারিয়ে যাবে কে জানে! [এখান থেকে একটা বিপদ সংকেতের শিঙ্গা মাঝে মাঝে শোনা যাবে।]

মন্নু। আমি হারিয়ে যাবো না। আমি নিজেকে জয় করেছি। আজ আমি জয়ী। আপনি যদি সত্যিই আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হন তবে আমার এই প্রতিষ্ঠা থেকে আপনি আমায় আসনচ্যুত করতে চাইবেন না। আমাকে আমার স্বধর্ম থেকে বিচলিত

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

করে আপনার কী লাভ?

নজীব। তুমি জয়ী। সত্যি জয়ী। তোমাকে শ্রদ্ধা করি। ভালোবাসি। হিংসা করি। ও কিসের সঙ্কেত?

মন্নু। হয়তো আতা খাঁ বিপদাপন্ন। আমি যাই।

নজীব। আমি গেলে অপরাধ হবে?

মন্নু। না।

নজীব। শব্দটা দক্ষিণ প্রান্ত থেকে ভেসে এসেছে। যদি এখনো এদিকেই থাকে আমি খোঁজ নিয়ে বার করতে পারবো। তুমি এদিকে লক্ষ রাখো।

মন্নু। আপনি কি এদিকে আবার ফিরে আসবেন?

নজীব। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে নয়।

মন্নু। খোদা আপনার মঙ্গল করুন।

[নজীবের প্রস্থান]

[মন্নু বেগ এদিকে-ওদিকে দেখতে চেষ্টা করে। চারদিকে দেখার চেষ্টা করতে করতে মঞ্চে ঢোকে সুজাউদ্দৌলা]

সুজা। কিছু বুঝতে পারলে?

মন্নু। জ্বি।

সুজা। শব্দটা একবার মনে হয় উত্তর দিক থেকে আসছে; আবার মনে হয় দক্ষিণ দিক থেকে আসছে। কিছুতেই জায়গাটা ঠাহর করতে পারছি না। তবে কেউ যে একটা সংকেত পাঠাবার চেষ্টা করছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কোন্ পক্ষের লোক, কাকে কী সংবাদ পাঠাচ্ছে, কে জানে?

মন্নু। খুব সম্ভব আতা খাঁ।

সুজা। ওহ্।

মন্নু। আমাকে সংকেত পাঠাতে চেষ্টা করছে হয়তো।

সুজা। ওহ, আমি খামোখা উদ্বিগ্ন হচ্ছিলাম।

মন্নু। উদ্বেগের কারণ হয়তো মিথ্যে নয়। ঐ যে আবার বেজে

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

উঠলো। আমাকে বলে গিয়েছিলো যে, বিপদে পড়লে সংকেত পাঠাবে।

সুজা। তাহলে ত আর কোনো কথাই নেই। বোঝা যাচ্ছে যে, কেউ তোমার সঙ্গে পরামর্শ করে বিপদে পড়েছে। এর মধ্যে আমি নেই।

মন্নু। একটু আগে নবাজ নজীবদ্দৌলা ঐ সংকেতের ধ্বনি অনুসরণ করে ওর খোঁজে বেরিয়ে গেছেন।

সুজা। কোন্ দিকে গেলেন?

মন্নু। দক্ষিণ দিকে।

সুজা। তা উনি যেতে পারেন। ছদ্মবেশধারীদের সম্পর্কে নবাব নজীবদ্দৌলার কৌতূহল ও উৎকণ্ঠা অপরিসীম।

মন্নু। ছদ্মবেশধারীরা যতো কৌতুকের পাত্র তার চেয়ে বেশি করুণার যোগ্য।

সুজা। কিছুই অসম্ভব নয়। তবে এই যে তোমাদের আতা খাঁ। রোজ কতোবার করে যে পোশাক বদলায় আর শিবির পাল্টায় তার কোনো ইয়ত্তা নেই। আমার তো সন্দেহ হয়, কেবল মাত্র মজা করবার জন্যে ও মাঝে মাঝে ভোল বদলায়। ওর একটু শিক্ষা হওয়া মন্দ নয়।

মন্নু। আর আমার?

সুজা। তোমাকে আমি কী বলবো? তোমার ত্রাণকর্তা তুমি নিজে। তুমি তোমার বিবেককে জিজ্ঞেস করো।

মন্নু। আমার মনে আর কোনো সংশয় নেই। আমি মুক্ত। এই ছদ্মবেশ, এই অন্তরাল আমাকে সর্বক্ষণ অপমানের মতো বিঁধছে।

সুজা। নিজেকে বেশি শাস্তি দিও না। মুখোশ না পরে কে? মন উদ্যম করে চলে এমন বীর দুনিয়ায় কয়জন আছে? আমি তুমি কেউ তার ব্যতিক্রম নয়। তবুও তুমি মহৎ এই জন্য যে, তোমার আবরণ মনে হয়, পোশাকে। তোমার ছদ্মবেশ অন্তরে নয়, বহিরঙ্গে। তোমার রূপ, তোমার ভালোবাসা, তোমার

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

জ্বালা কিছুই তার আড়ালে ঢাকা পড়ে থাকে না।

মন্নু। ঐ যে আবার সংকেত বেজে উঠলো।

সুজা। সংকেত কাকে ডাকছে? তোমাকে, না আমাকে?

মন্নু। আপনি যতো সন্দেহ করছেন ততো পরামর্শ আমার সঙ্গে হয়নি।

সুজা। আমি কিছুই সন্দেহ করিনি। কেবল তোমার অনুমতি চাইছিলাম, আমি খোঁজ করবো কিনা।

মন্নু। সে আপনার মেহেরবানি।

সুজা। একটু আগে শব্দটা দক্ষিণ কোণ থেকে আসছিলো। এখন মনে হচ্ছে অনেক উত্তরে সরে এসে ডাকছে। কাকে কেন ডাকছে কে জানে। দেখি খোঁজ নিতে পারি কি-না।

[প্রস্থান]

[মন্নু বেগও উদ্বেগের সঙ্গে অন্য দ্বার দিয়ে বেরিয়ে যায়। উত্তেজিত ও উৎকণ্ঠিত চেহারা নিয়ে ঢোকে মারাঠাবেশী আতা খাঁ। কাউকে না দেখে আবার বেরিয়ে যেতে উদ্যত হয়। আতা খাঁ হঠাৎ লক্ষ করে মন্নু বেগ ফের মঞ্চে প্রবেশ করেছে। মন্নু বেগ আতা খাঁকে দেখে চমকে উঠে।

মন্নু। এ-কী? এরি মধ্যে তুমি ফিরে এসেছো?

আতা খাঁ। না, এখন পর্যন্ত যেতে পারিনি। মাঝপথে আটকা পড়ে গিয়েছিলাম।

মন্নু। বাঁশি বাজাচ্ছিলো কে?

আতা খাঁ। আমি।

মন্নু। ছিলে তো নিজেদের আঙ্গিনার মধ্যেই। বিপদ এলো কোত্থেকে?

আতা খাঁ। আমি কোনো বিপদে পড়িনি।

মন্নু। বাঁশি বাজাচ্ছিলে কেন তাহলে?

আতা খাঁ। আপনাকে ডাকছিলাম। কিন্তু যিনি এগিয়ে আসছিলেন তাকে

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

এড়াতে আবার আমাকে সরে অন্যদিকে চলে যেতে হচ্ছিলো।

মন্নু। এড়াতে চাইছিলে কেন? আমায় ডাকছিলে কেন? মাঝপথ থেকে ফিরে এলে কেন? তোমার কোন কথারই অর্থ স্পষ্ট করে বোঝা যাচ্ছে না।

আতা খাঁ। আমি এড়াতে চাইবো কেন? আমার সঙ্গে যিনি ছিলেন তিনি এড়াতে চাইছিলেন।

মন্নু। কেন?

আতা খাঁ। তিনি আর কাউকে চাননি। শুধু আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চেয়েছেন।

মন্নু। কে?

আতা খাঁ। এই খানেই তো দাঁড়িয়েছিলেন। ঐ যে। ঐ আসছেন। উনি নিজেই আসছেন। আমি আশেপাশেই থাকবো। আল্লাহ্ না করুন যদি বিপদ বুঝি সংকেত জানাবো। খুব হুঁশিয়ার থাকবেন।

[প্রস্থান]

[মঞ্চে প্রবেশ করবে ইব্রাহিম কার্দি।]

মন্নু। কে?

কার্দি। আমি।

মন্নু। তুমি? কী চাও? কেন এসেছো?

কার্দি। বলছি। আর কাছে এগুবো না। এখান থেকেই বলছি।

মন্নু। কাছে আসবে না কেন? কে তোমাকে রুখতে পারে?

কার্দি। জানি, তুমি ভীরু নও। কিন্তু আমি ভিরু। আমি কাপুরুষ। নিজেকে এবার চিনে ফেলেছি। আর সাহসের বড়াই করি না। যা বলার এখান থেকেই বলছি।

মন্নু। বলা শেষ হলে চলে যাবে?

কার্দি। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব।

মন্নু। আর কিছু নয়? শুধু এইটুকুর জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করে

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

এখানে ছুটে এসেছো?

কার্দি। এইটুকুই এখন আমার কাছে অসীম অনন্ত। তোমার কোনো ভয় নেই। আজ তোমার কাছে আমি কিছুই চাইতে আসিনি।

মন্নু। কেন নয়? কেন চাইবে না?

কার্দি। সেদিন আমার অশান্ত অপূর্ণ হৃদয় নিজের মত্ততায় অস্থির হয়ে তোমাকে আক্রমণ করে ক্ষতবিক্ষত করেছে। আজ সে তোমার ধৈর্য, তোমার প্রশান্তি, তোমার সমগ্র সত্তার শক্তি ও সুষমা প্রত্যক্ষ করে মুগ্ধ।

মন্নু। ছদ্মবেশ। সব ছদ্মবেশ। বিশ্বাস করো, সব ছদ্মবেশ।

কার্দি। আজ তুমি আমায় ঠকাতে পারবে না। আজ আমি পরিপূর্ণ, আজ আমি সত্যি জয়ী। তোমাকে চিনেছি, নিজেকেও চিনেছি। তোমার সঙ্গে আমার আর কোনো বিরোধ নেই।

মন্নু। কী কঠিন! কী পাষাণ তুমি! তুমি আরো ভীরু, আরো দুর্বল, আরো সামান্য হলে না কেন? এতই যদি দিগ্বিজয়ী হয়ে থাকো তাহলে আজ এলে কেন, এখানে এলে কেন?

কার্দি। প্রথমে ভেবেছিলাম আসবো না। রণক্ষেত্রে যতোটুকু দেখতে পাবো তা দিয়েই মনের পিয়াস মিটাবো। তারপর হঠাৎ এক সময়ে মনের মধ্যে একটা ভয় ঢুকে গেলো। যদি সেখানে তোমার সঙ্গে আমার মুখোমুখি দেখা না হয়, হয়তো এমন এক সময় এসে তুমি আমার সামনে দাঁড়াবে যখন রক্তের বন্যায় এক প্রান্তর ডুবে গেছে। ঢেউয়ের দোলায় আমি কেবলই নিচের দিকে তলিয়ে যাচ্ছি। তোমাকে দেখবো বলে যতোবারই চোখ খুলতে চাইছি ততোবারই রক্তের ঝাপটায় সব গুলিয়ে একাকার হয়ে যাচ্ছে।

[বাইরে বিপদ সংকেত ধ্বনিত হবে ও মাঝে মাঝে বাজবে]

মন্নু। তুমি মায়া-মমতাশূন্য। তুমি ভয়াবহ! তোমাকে আমি চিনি

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

না?

কার্দি। তোমাকে নয়ন ভরে দেখে নিলাম। আসুক ভরা, আসুক মৃত্যু, আর ভয় করি না। তুমি আমার জন্য মিছেমিছি উৎকণ্ঠিত হয়ো না। সকল জ্বালা আমি মন থেকে মুছে ফেলে দিয়েছি। পেরেছি যে সেও তোমারি দান। আজকে তোমার যে রূপ আমি আমার মনের মধ্যে এঁকে নিয়ে গেলাম, রক্তের উচ্ছ্বাসে আমার চোখ যদি ঢেকেও যায়, তবু সে আলো নিভবে না, থাকবে। তুমি আমার শক্তি, আমার গর্ব, আমার রাণী।

[বাঁশি বেজে ওঠে জোরে। কার্দি বেরিয়ে যায়। অশ্রুবিকৃত মুখে মন্নু বেগ এদিক-ওদিক দেখে।]

[পর্দা পড়বে]

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(আব্‌দালীর মন্ত্রণা-কক্ষ)

আব্‌দালী। আজ আমরা জয়ী। সম্পূর্ণ জয়ী। সমগ্র পানিপথ মারাঠা সৈনিকের রক্ত আর লাশে ঢেকে দিয়েছি। আপনাদের সকলের সাহস ও সহযোগিতার জন্য অশেষ ধন্যবাদ।

সুজা। সকল প্রশংসাই আল্লাহ্‌র প্রাপ্য। আমরা উপলক্ষ মাত্র। আর যদি এই রণে জয়ী হওয়ার কথা বলেন তবে তার যশ-গৌরব ষোলআনা আপনার প্রাপ্য। এত বড় একটা বাহিনীকে শৃঙ্খলার সঙ্গে পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিচালিত করার ক্ষমতা আমাদের কারো ছিলো না।

আব্‌দালী। একটি একটি করে মারাঠা সেনাপতির পরাজয় বা মৃত্যুবরণ করার সংবাদ শুনেছি আর প্রবলতর উৎসাহে সেনা পরিচালনায় উদ্যোগী হয়েছি। পানিপথের প্রান্তরে মারাঠাদের গৌরব-রবি যত দ্রুত অস্তমিত হতে দেখেছি ততোই নব উন্মাদনায় চিত্ত ভরে উঠেছে। নব শক্তিতে শিথিল বাহু কঠিন হয়ে ফুলে উঠেছে।

সুজা। বাদশার পরাক্রম জগতে সুবিদিত।

আব্‌দালী। আমাদের নিজেদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কি খুব ভয়াবহ?

সুজা। জাঁহাপনা স্বচক্ষে দেখেছেন।

আব্‌দালী। যা দেখেছি তা অবর্ণনীয়। লাশের ওপর লাশ, তার ওপর লাশ! কেউ উপুর হয়ে, কেউ চিৎ হয়ে, কেউ দলা পাকিয়ে একে অন্যকে জড়িয়ে ধরেছে, আঁকড়ে ধরেছে, জাপটে ধরেছে। নানাজনের কাটা কাটা শরীরের নানা অংশ তালগোল পাকিয়ে এক জায়গায় পড়ে আছে। রক্তে রক্ত মিশেছে। কার সাধ্য এই রক্ত-মাংস-অস্থি হাতড়ে শত্রু-মিত্র বেছে বেছে আলাদা করে।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

সুজা। তবু চেষ্টা করতে কেউ কসুর করে না। এখনও অনেকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। লাশ উলটে-পালটে মশালের আলোতে পরীক্ষা করে দেখছে প্রিয়জনের মুখের আদলের সঙ্গে কোনোরকম মিল অবশিষ্ট আছে কি-না।

আব্‌দালী। আমি জানি।

সুজা। বিশ্বাস রাওয়ের লাশও আমাদের সৈনিকেরা উদ্ধার করে এনেছে।

আব্‌দালী। বিশ্বাস রাওয়ের লাশ চিনতে পারলো কী করে? শনাক্ত করেছে কে?

সুজা। আমি। চিনতে কোনো কষ্টই হয়নি। পেশবার এই সুন্দর সুকুমার কিশোর পুত্রকে যে একবার দেখেছে সেই মনে রেখেছে। মরণ সে মুখশ্রীকে নষ্ট করতে পারেনি। এত কোমল, এত স্নিগ্ধ, এত উজ্জ্বল যে কিছুতেই বিশ্বাস হতে চায় না যে এটা লাশ।

আব্‌দালী। আমাদের হিন্দু রাজকর্মচারীদের নির্দেশ দিন যাতে উপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে মৃতের সৎকার করা হয়। হতভাগ্য অদূরদর্শী কর্মফলভোগী পেশবা। নিজের ছেলেকে রণক্ষেত্রে অধিনায়ক করে পাঠিয়েছিলো কুলগর্বের মোহে অন্ধ হয়ে। আর অক্ষম অবিবেচক রণোন্মাদ সেনাপতি রঘুনাথ সেই বালকের দুঃসাহসকে প্রশ্রয় দিয়ে নিজে মরেছে, একটি নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক মানব শিশুকে অকালমৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে।

সুজা। রঘুনাথ সম্ভবত প্রাণ নিয়ে পানিপথ ত্যাগ করতে পারেননি।

আব্‌দালী। ইব্রাহিম কার্দি?

সুজা। আহত। বন্দী। স্বচক্ষে দেখিনি এখনও।

আব্‌দালী। কতোটা আহত?

সুজা। শুনেছি আঘাতে আঘাতে সর্বাঙ্গ নাকি বিকৃত হয়ে গেছে। অজ্ঞান অবস্থায় বন্দী হয়েছেন।

আব্‌দালী। চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে?

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

সুজা। কারাগারের ভেতরেই সকল রকম শুশ্রুষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আব্‌দালী। প্রহরীরা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য?

সুজা। বাদশার নিজস্ব দেহরক্ষীদের মধ্যে থেকে বেছে নিয়ে দুজন বিশ্বস্ত লোককে প্রহরী নিযুক্ত করা হয়েছে।

আব্‌দালী। উত্তম। উত্তম। মন্নু বেগ কোথায়?

সুজা। হয়তো বেশ পরিবর্তন করতে বিলম্ব হচ্ছে, আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য এতক্ষণ এখানে এসে যাওয়া উচিত ছিলো।

আব্‌দালী। মন্নু বেগ কি সব শুনেছে?

সুজা। শোনা অসম্ভব নয়।

আব্‌দালী। নবাব সুজাউদ্দৌলা!

সুজা। জ্বি।

আব্‌দালী। মন্নু বেগ হয়তো এক্ষুণি এসে পড়বে। হয়তো অনেক কথা বলবে, অনেক কথা জানতে চাইবে-আমি, আমি তাকে কী জবাব দেবো?

সুজা। যা জানেন তাই বলবেন। আপনি যা বলতে চাইবেন, তাই বলবেন। আপনার গৌরব তাতেই বৃদ্ধি পাবে।

আবদালী। নবাব নজীবদ্দৌলা কোথায়?

সুজা। সামান্য আহত হয়েছেন। সম্ভবত তাঁর যত্ন নিতে গিয়ে আটকে পড়েছেন। ঐ যে ওরা আসছেন।

আব্‌দালী। ভালো। আপনি চলে যাবেন না। আমি আজ অন্য কারো সঙ্গে একা কথা বলতে চাই না।

সুজা। জ্বি।

[নবাব নজীবদ্দৌলা বাহু ও মাথার ক্ষত পরিষ্কার কাপড়ে বেঁধে নিয়েছেন। মন্নু বেগ পুরুষ সৈনিকের বেশ বহুলাংশে ত্যাগ করেছেন। দু'জনে প্রায় এক সঙ্গেই ঢুকবেন। অভিবাদন বিনিময় হবে।]

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

আব্‌দালী। খোদা আপনাদের মঙ্গল করুন। (নজীবকে) আপনি আহত হয়েছেন শুনে আমরা দুঃখিত ও চিন্তিত হয়েছি।

নজীব। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আমার আঘাত অতি সামান্য। এখন একরকম সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করছি।

আব্‌দালী। আপনার সাহস ও রণকৌশলের যে সকল সংবাদ লাভ করেছি, তাতে আরেকবার প্রমাণিত হয়েছে যে, ভারতে মুসলিম শক্তি চিরকাল আপনার নেতৃত্ব লাভ করতে পারলে পরম সৌভাগ্য বলে বিবেচনা করবে।

নজীব। চিরকাল বড় দীর্ঘ সময় শাহেনশাহ্। আপাতত এই বর্তমান মুহূর্তে যে আপনার প্রশংসা লাভ করতে পারলাম সেটাই আমার পরম সৌভাগ্য।

আব্‌দালী। মন্নু বেগের কী অভিমত?

মন্নু। নবাব নজীবদ্দৌলা মুসলিম শিবিরে অন্যতম বীরশ্রেষ্ঠ। তিনি আমাদের সকলের শ্রদ্ধার পাত্র।

আব্‌দালী। যে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য আমরা মহা ভয়ঙ্কর যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলাম তা হয়তো অনেকখানি চরিতার্থতা লাভ করেছে। এই যুদ্ধে যাঁরা প্রাণ দান করেছেন, তাঁদের কথা স্মরণ করে আমাদের বিজয়োল্লাস কিছুদিন স্থগিত রাখা আমি সমীচীন মনে করি।

নজীব। বাদশা নিজের সুবিবেচনায় যা স্থির করেন তাই অনুসরণযোগ্য হবে। তবে আমার মত এই যে, বিজয়ী সেনাবাহিনী হত এবং মৃতের জন্য শোক প্রকাশ করবে বলে জয়োল্লাসকে অবদমিত করে রাখে না। আনন্দোৎসব বাসী হলে তার নিজস্ব মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়ে যায়।

আব্‌দালী। কিন্তু যেখানে বিজয়ের ক্ষতি ও ক্ষয় বিজিতের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়, সেখানেও কি উৎসবের আলোকমালা সমান তেজে জ্বলে?

নজীব। যতো বড় ক্ষতি ততো বড় লাভ-এই তো জগতের নিয়ম। এ নিয়ে আফসোস করবো কেন! আমি মনে করি আমার

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

সৈন্যবাহিনী তাদের বিজয়োৎসবকে সার্থক করে তোলার জন্য যে বস্তু দাবি করছে বাদশায় তা দান করা উচিত।

মন্নু। তারা কী চাইছে?

নজীব। নবাব সুজাউদ্দৌলা তা জানেন।

আব্‌দালী। তারা কী চায়?

নজীব। তুচ্ছ অচল মৃত বিশ্বাস রাওয়ের লাশ।

মন্নু। কেন?

নজীব। মৃত হোক তবু সে পেশবার পুত্র। তাদের সকল ঘৃণা ও রোষের প্রতীক পেশবার সন্তানের লাশ। উৎসব মঞ্চের একটি প্রধান অলংকাররূপে বিবেচিত হবে। উৎসবের পরিবেশকে একটা তীব্রতা, একটা গাঢ়তা দান করবে।

আব্‌দালী। আমি অপারগ। রাজকীয় সম্মানের সঙ্গে যেন বিশ্বাস রাওয়ের মৃতদেহের সৎকার করা হয়, আমি ইতোমধ্যেই তার ব্যবস্থা করতে বলে দিয়েছি।

নজীব। আপনি মহানুভব।

আব্‌দালী। সাধারণ সৈনিককে শান্ত করবার জন্য উপায় উদ্ভাবন করুন।

সুজা। মনে হচ্ছে তারা শান্ত হবে না বলে বদ্ধপরিকর। নবাব নজীবদ্দৌলা একা তাঁর নিজস্ব সৈন্যবাহিনীকে নিরস্ত করতে পারলেও সমগ্র সেনাবাহিনীকে নিয়ন্ত্রিত করবে কে? তারা সব প্রতি মুহূর্তে আরো বেশি অশান্ত, বেশি অবাধ্য, বেশি মত্ত হয়ে উঠছে। সামনে শত্রু নেই। হয় নিহত, নয় পলাতক। কিন্তু আক্রমণের যে অগ্নিশিখা লক্ষ হৃদয় জুড়ে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে। সামনে শত্রু নেই। হয় নিহত, নয় পলাতক। কিন্তু আক্রমণের যে অগ্নিশিখা লক্ষ হৃদয় জুড়ে দাউ করে জ্বলে উঠেছে তা নিভতে চাইছে না। চারদিকে লক্‌লক্‌ করে ছুটে যাচ্ছে। রোধ করতে না পারলে যা পাবে তাই গ্রাস করবে।

নজীব। কেবল আজ নয়, নবাব সুজাদ্দৌলার উক্তি বরাবরই উদাস, উদ্দীপনাহীন, হতাশাব্যঞ্জক। আজকের জয়ের প্রদীপ্ত মুহূর্তেও তিনি নিজের ভাবলোকে সুপ্ত, কর্মলোকে নিস্তেজ। আমি এই যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্যে গর্বিত। জয়লাভের জন্য আনন্দিত। আমার সৈন্যবাহিনীর সকল আচরণে সন্তুষ্ট।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

আব্‌দালী। মন্নু বেগের কোন অভিযোগ আছে?

মন্নু। না।

আব্‌দালী। কোনো দাবি, কোনো প্রার্থনা?

মন্নু। নবাব নজীবদ্দৌলার প্রার্থনা আপনি মঞ্জুর করেননি। আমার প্রার্থনা যে মঞ্জুর করবেন তার কি নিশ্চয়তা আছে?

আব্‌দালী। করে দেখো। নবাব নজীবদ্দৌলা লাশ প্রার্থনা করেছিলেন। তুমি জীবন প্রার্থনা করো, অবশ্যই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

মন্নু। বাদশা হয়তো আমাকে নিতান্ত শিশু বিবেচনা করছেন। ভাবছেন, এর দাবি এত ক্ষুদ্র যে, তা মেটান মোটেই দুঃসাধ্য হবে না। যদি হয় তাহলে ক্ষতি নেই। নানা রকম ছলনার দ্বারা মন ভুলিয়ে রাখা যাবে।

আব্‌দালী। তুমি আমাদের বুদ্ধি-বিবেচনার ওপর অবিচার করছো, মন্নু বেগ।

মন্নু। না হলে হয়তো ভেবেছেন এখন এ আর সৈনিক নয়, সামান্য রমণী মাত্র। পুরস্কার লাভের সম্ভাবনায় আবেগে দিশেহারা হয়ে হয়তো এমন এক অসম্ভব বস্তু প্রার্থনা করে বসবে যে, তা চরিতার্থ করার প্রশ্নই উঠবে না। অট্টহাসির ফুঁৎকারে তাকে উড়িয়ে দিলেও কেউ তার প্রতিবাদ করবে না, তাকে অসঙ্গত ভাববে না।

আব্‌দালী। তুমি লক্ষ করোনি, আমি তোমাকে এখনো মন্নু বেগ বলেই সম্বোধন করছি। বীরপনায় তুমি মুসলিম শিবিরের রত্ন স্বরূপ। এই যুদ্ধে জয়লাভের তুমি অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ। তুমি বীর এবং মহান। তুমি তরুণ কিন্তু শক্তিমত্ত। তুমি কঠিন কিন্তু করুণাময়। তুমি জয়ী, তুমি তুষ্ট, তুমি ক্ষুব্ধ, তুমি দুঃখী। তোমার সঙ্গে আমি কৌতুক করতে যাবো কেন?

মন্নু। আশা জাগিয়ে যদি বাদশা পরে তা কেড়ে নেন, সে আঘাত আমি সহ্য করতে পারবো না। সে নিষ্ঠুরতার তুলনা থাকবে না।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

আব্‌দালী। তোমাকে অদেয় কিছুই নেই।

মন্নু। ইব্রাহিম কার্দিকে মুক্তি দিন।

নজীব। শুনেছিলাম ইব্রাহিম কার্দি গুরুতররূপে আহত হয়েছেন। তিনি কি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ?

সুজা। আমি জানি না।

[ধীরে ধীরে মঞ্চে প্রবেশ করেছে অমরেন্দ্রনাথ বেশি আতা খাঁ, পোশাকের সর্বত্র রক্তের বড় বড় ছোপ।]

অমর। আমি জানি।

মন্নু। একী আতা খাঁ। কোথায় ছিলে এতদিন? তোমার একী দশা হয়েছে! এখন এলে?

অমর। একটু আগে ফিরেছি।

আব্‌দালী। তুমি কী জানো?

অমর। ইব্রাহিম কার্দির জ্ঞান ফিরে এসেছে। এতদিন পর এই প্রথম স্বাভাবিক নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়েছেন। চিকিৎসক ও শুশ্রূষাকারীরা অল্পক্ষণ হলো তাঁকে নিরিবিলি ঘুমুতে দেবার জন্য নিজেরা কারাকক্ষ ত্যাগ করে চলে এসেছেন।

মন্নু। আমি এখনও বাদশার জবাব শুনতে পাইনি।

আব্‌দালী। মঞ্জুর। এর চেয়ে বড় দাবি হলেও প্রত্যাখ্যান করতাম না।

অমর। (নজীবকে) বেগম সাহেবা আপনাকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য অপেক্ষা করছেন। আপনাকে অনুসন্ধান করছেন।

নজীব। আমাকে মাফ করবেন। বাদশার সঙ্গে একটু পরে এসে আবার সাক্ষাৎ করবো।

[প্রস্থান]

মন্নু। আমি এখনি একবার কারাগারে যাবো। এখনি তাকে মুক্ত করে নিয়ে আসতে চাই। অপেক্ষা করতে চাই না।

আব্‌দালী। শান্ত হও। দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। একটু অপেক্ষা করো। মুক্তির ফরমান স্বাক্ষর করে এখনি তোমার হাতে দিয়ে দিচ্ছি।

[প্রস্থান]

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

মন্নু। হিরণবালা কোথায়?

আতা খাঁ। হিরণবালা কোথায়!

মন্নু। সে কী! তুমি একলা ফিরে এসেছো?

আতা খাঁ। না।

মন্নু। কোথায় রেখে এসেছো তাকে?

আতা খাঁ। বাইরে।

মন্নু। বাইরে কেন?

আতা খাঁ। মরে গেছে। আমি যখন তাঁকে খুঁজে পেলাম তখন সে মরে পড়ে আছে। লাশটা কাঁধে ফেলে বয়ে নিয়ে এসেছি। আপনারা অপেক্ষা করুন, আমি গিয়ে মুক্তির ফরমানটি নিয়ে আসি।

[প্রস্থান]

সুজা। আপনাকে উপদেশ দিতে চেষ্টা করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। তবু আপনার চেয়ে বয়সে বড়, সম্ভবতঃ বেশি অভিজ্ঞতাও বটে—এমন কোনো পুরুষের কাছ থেকে দুর্দিনে পরামর্শ গ্রহণ করাকে যদি হেয় জ্ঞান না করেন তাহলে কিছু বলতে পারতাম।

মন্নু। দুর্দিন নয়, আজ আমার সুদিন। আমার নবজীবনের স্বর্ণময় রত্নময় উজ্জ্বল ঊষা।

সুজা। আপনাকে আরো শক্ত হতে হবে।

মন্নু। আমি কেন অযথা আতঙ্কিত হবো? আতা খাঁ কী বলেছে আপনি শোনেন নি? তাঁর জ্ঞান ফিরেছে। তিনি এখন শান্তিতে ঘুমুচ্ছেন। আমি যাবো। আমি এক্ষুণি তাঁর কাছে যাবো। কারো কোনো পরামর্শে আমি বিচলিত হতে চাই না।

সুজা। ইব্রাহিম কার্দির জ্ঞান যে ফিরে এসেছে এর মধ্যেও কি আতঙ্কের কিছু নেই? জ্ঞান যদি আর কোনোদিন ফিরে না আসতো, তবে তার মধ্যেও কি কোনো মঙ্গল লুকানো থাকতো না? আব্‌দালীর কাছে হাত পেতে যে মুক্তি আপনি ভিক্ষা করে পেলেন, ইব্রাহিম কার্দি কি তা কখনো সজ্ঞানে গ্রহণ করতে পারবেন?

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

মন্নু। আপনি দার্শনিক। বুদ্ধি দিয়ে সবকিছু বিচার করতে অভ্যস্ত। আমি নারী। আমি হৃদয় দিয়ে বিশ্ব জয় করবো। ইব্রাহিম কার্দিকে মুক্ত করবো। তাকে এই হৃদয়ের রক্ততলে বন্দী করবো। আপনি কেন আমাকে সংকল্পচ্যুত করতে চেষ্টা করছেন?

সুজা। প্রত্যাখ্যানের আঘাত যদি কখনও অভাবিতরূপে কঠিন হয়, তবু যেন তা সইতে পারেন তার জন্যে আপনাকে তৈরি থাকতে বলি। আমি যদি আপনি হতাম, তাহলে আজকে, এ মুহূর্তে বাদশাকে দিয়ে বন্দীমুক্তি ফরমান সই করিয়ে নিতাম না। নিলেও তাকে মুখ্য কর্ম বলে গণ্য করতাম না। তার ওপর নির্ভর করে আশায় বুক বাঁধাতাম না। মরণ যেখানে বাসা বেঁধেছে তার নাম কারাগার নয়।

[আতা খাঁর প্রবেশ]

আতা খাঁ। ফরমান নিয়ে এসেছি।

মন্নু। আর দেরি করবো না। তাড়াতাড়ি চলো।

[দু'জনের প্রস্থান]

সুজা। আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করুন।

[পর্দা পড়বে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[কারাগারে সামনে। দুই প্রান্তে দু'জন রক্ষী বশির খাঁ ও রহিম শেখ। বশির খাঁ টহল দিতে দিতে এক সময়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। এইমাত্র ধড়ফড় করে জেগে উঠেছে। রহিম শেখ অন্য প্রান্তে পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।]

বশির। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, না?

রহিম। জানি না।

বশির। লক্ষ করোনি?

রহিম। না।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

বশির। নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। নইলে মাথার পাগড়ি মাটিতে গড়াগড়ি খাবে কেন? আমার ফুফা মস্ত বীরযোদ্ধা ছিলেন। তিনি বলতেন, পুরুষ মর্দের পাগড়ি পাটিতে পড়ে গড়াগড়ি যাবে শুধু একবারই, সে হলো যখন মাথা শরীর থেকে আল্‌গা হয়ে মাটিতে পড়ে যাবে তখন, তার আগে নয়।

রহিম। তোমার ফুফা তোমাকে জানতো না।

বশির। আল্লাহ্ করেন, তোমার যেন তাই হয়। পাগড়িটা গড়িয়ে মাটিতে পড়বার আগে মুণ্ডুটা যেন খসে পড়ে।

রহিম। আল্লাহ্ যেন তাই করেন।

বশির। কেউ এসেছিলো?

রহিম। না।

বশির। চিকিৎসকদের কেউ?

রহিম। না।

বশির। একবার মনে হলো ভেতর থেকে কে যেন ডেকে উঠলো।

রহিম। ভুল শুনেছো।

বশির। তুমি দেখছি সবই শুনেছো, সবই দেখেছো, কেবল আমার পাগড়িটা কখন গড়িয়ে পড়ে গেলো তাই লক্ষ করোনি।

রহিম। করেছি।

বশির। তখন যে বললে করোনি।

রহিম। বানিয়ে বলেছিলাম।

বশির। বানিয়ে বলেছিলে?

রহিম। তোমার পাগড়ি আমি খোঁচা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়েছিলাম।

বশির। তবু ভালো, খোঁচা দিয়ে মুণ্ডুটা ফেলে দিতে চাওনি। কিন্তু এই কৌতুকের কারণ?

রহিম। পরীক্ষা করে দেখছিলাম তুমি সত্যি ঘুমিয়ে পড়েছো কি-না।

বশির। কেন?

রহিম। ভেতরে ঢুকে বন্দীকে একবার দেখে আসতে চেয়েছিলাম।

বশির। রহিম শেখ! এ-সব তুমি কী বলছো?

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

রহিম। খুব সাবধানে অগ্রসর হতে চেষ্টা করেছি, যাতে কেউ টের না পায়।

বশির। তুমি সত্যি ভেতরে গিয়েছিলে?

রহিম। গিয়েছিলাম।

বশির। কী করেছো তুমি?

রহিম। কিছু করিনি।

বশির। তুমি সর্বনাশ করেছো। তুমি জানো না তুমি কী সর্বনাশ করেছো।

রহিম। আমি কিছু করিনি। আমি শুধু কাছ থেকে দাঁড়িয়ে ইব্রাহিম কার্দির শায়িত দেহটা ভালো করে দেখছিলাম।

বশির। অত কাছ থেকে কেন দেখতে গেলে?

রহিম। দেখি, বন্দী গভীর ঘুমে অচেতন। এত গাঢ় ঘুম, মনে হলো যেন এর কোনো শেষ নেই। এর জন্যে আমি তৈরি ছিলাম না। হঠাৎ বুঝতে পেরে আমি নিজে যে চেতন অচেতন জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম।

বশির। তুমি কী করেছো আল্লাহ্ জানেন। দোহাই তোমার, সত্য কথা বলো।

রহিম। তুমি যা সন্দেহ করছো আমি তা করিনি।

বশির। তোমার হাতে এ কিসের দাগ?

রহিম। লাল রঙ জমাট বেঁধে কালচে হয়ে গেছে।

বশির। কোত্থেকে এলো?

রহিম। ইব্রাহিম কার্দির বক্ষ থেকে।

বশির। এই বল্‌লে শুধু কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলে। এখন বলছো তার বুকের রক্ত তোমার হাতে লেগে রয়েছে। সব কথা স্পষ্ট করে স্মরণ করতে চেষ্টা করো।

রহিম। আরো ভালো করে দেখবার জন্যে একবার তার বুকের ওপর হাত রেখে ঝুঁকে পড়ে দেখছিলাম।

বশির। তুমি তাঁর পাজরের ওপরে হাত রেখেছিলে?

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

রহিম। রেখেছিলাম। অনেক রক্ত লেগেছিলো সেখানে। কিন্তু সব এত নিস্পন্দ আর ঠাণ্ডা মনে হলো যে, শিউরে উঠে হাত সরিয়ে নিয়েছি। কারা যেন এদিকে আসছে।

বশির। তোমার কোনো কথা আমি বিশ্বাস করি না। যা করেছো করেছো, এখন আর আবোল-তাবোল বকতে হবে না। প্রাণে বাঁচতে চাও তো মুছে ফেলো। আমার এ পাগড়ির ভাঁজের মধ্যে ভালো করে রগড়ে হাত দুটো মুছে ফেলো। (নিজেই সাহায্য করে) কেউ এলে যা বলতে হয় আমিই বলবো। তুমি কোনো কথা বলো না।

[দুই প্রহরী দুই প্রান্তে। মঞ্চে প্রবেশ করে নজীবদ্দৌলা ও জরিনা বেগম। প্রহরীদ্বয় অভিবাদন জানিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে।]

জরিনা। তবু বোধ হয় দেরি করে ফেলেছি। আপনার জন্যই বঞ্চিত হলাম।

নজীব। আমার দোষ কোথায় আমি এখনও বুঝতে পারছি না। তাড়া দিচ্ছিলে বটে, কিন্তু ধরেও রাখছিলে। দু'দিক সামাল দিয়ে যতো তাড়াতাড়ি পেরেছি ছুটে এসেছি।

জরিনা। দেখছেন না সব কী রকম চুপচাপ। ওরা হয়তো এসে ফিরে চলে গেছে।

নজীব। আমার সে রকম মনে হয় না। হয়তো এখন পর্যন্ত কেউ এসে পৌঁছায়নি। জোহরা বেগম নিশ্চয়ই বাদশার স্বাক্ষরযুক্ত মুক্তির ফরমান না দিয়ে এখানে ছুটে আসবেন না। একটু দেরি হওয়া স্বাভাবিক।

জরিনা। এদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখুন।

নজীব। (প্রহরীকে) বন্দীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য কেউ এসেছিলেন কি?

বশির। জ্বি না।

নজীব। দেখলে তো তুমি অযথা হয়রান হচ্ছিলে।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

জরিনা। আমার ব্যগ্রতার কারণ আপনি বুঝবেন না। অনেক গুনাহ্ করেছি, আজ তার কিছু স্খালন করতে চাই। জোহরা বেগম আর ইব্রাহিম কার্দির পুনর্মিলনের দুর্লভ মুহূর্তটি স্বচক্ষে দেখে জীবন সার্থক করতে চাই।

[প্রবেশ করবে আতা খাঁ, সুজা ও সম্পূর্ণ রমণীর রূপসজ্জায় মঞ্চ আলোকিত করে জোহরা বেগম। আতা খাঁ প্রহরীদ্বয়কে দেখেই চমকে ওঠে। একবার একে আরেকবার ওকে দেখে। তারপর এগিয়ে যায় রহিম শেখের দিকে জরিনা গিয়ে জোহরা বেগমের বাহু স্পর্শ করে। অন্য পার্শ্বে সুজাউদ্দৌলা। রহিম শেখ বাদশার স্বাক্ষরযুক্ত মুক্তির ফরমান উদ্বেগহীন চোখে দেখে এবং দেখেও তেমনি একই অর্থশূন্য দৃষ্টি মেলে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকে। এগিয়ে এসে ফরমানটি হাতে তুলে নেয় বশির খাঁ। পড়ে। পড়ে কুর্ণিশ করে সরে দাঁড়ায়। ভেতরে চলে যাবার জন্য ইঙ্গিত করে কারাদ্বারের দিকে হাত প্রসারিত করে দেয়।

সুজা। নিশ্চয়ই ইব্রাহিম কার্দি এখনো খুব দুর্বল। প্রচুর রক্তপাতের ফলে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া অস্বাভাবিক রকম দ্রুত হয়ে পড়েছে। এ সময়ে অবাঞ্ছিত মুক্তির এই আকস্মিক সংবাদ কিনা দিলেই নয়?

জোহরা। আমি চিকিৎসককে আসতে খবর দিয়েছি। নিশ্চয়ই তিনি এর কোনো প্রতিকার জানেন।

সুজা। চিকিৎসকের কর্মও প্রকৃতির নিয়মের অধীন। তিনি রোগের কারণ বের করতে পারেন, তার প্রতিকারের জন্য ওষুধের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন, কিন্তু বিনা কালক্ষেপে নিরাময়ের নিশ্চয়তা দান করা তাঁর সাধ্যাতীত। আপনি যদি ধৈর্য ধারণ করতে সক্ষম হন তবে আমি এখনও বলি এ সাক্ষাৎ আরো কিছুদিন স্থগিত থাকুক।

কারাগারের অন্ধকার কুঠুরীর মধ্যে অবসাদগ্রস্ত যে সৈনিক তার আশাহীন জীবনের অন্তিম মুহূর্তকে প্রত্যক্ষ করে, তার

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

জ্যোতিহারা চোখের সামনে অকস্মাৎ জীবনের ও রূপের এই দৃষ্টিসম্মোহনকারী প্রদীপ্ত ঐশ্বর্য নিয়ে আবির্ভূত হওয়া সংগত হবে না।

জোহরা। তাঁর জীবনে আমি আকস্মিক নই, আমি স্বাভাবিক। অন্ধকারটা স্বপ্ন, অলীক। আলোটাই সত্য আলোটাই স্থায়ী। আমি ছাড়া ইব্রাহিম কার্দির জীবনে বাকি সব মিথ্যা মিথ্যা মিথ্যা!

সুজা। আমার একটা শেষ মিনতি রক্ষা করবেন?

জোহরা। হয়তো করবো না, কিন্তু তবু বলুন।

সুজা। আপনার অনুমতি পেলে, প্রথমে আমরা কেউ কারাগারে প্রবেশ করি। আপনি এখানে বা অন্যত্র কোথাও অপেক্ষা করুন। আমরা ক্ষেত্র প্রস্তুত করি, হৃদয়ে আলো জ্বালি, শরীরে বল সঞ্চার করি। তারপর আপনাকে সংবাদ প্রেরণ করলে আপনিও আসবেন।

জোহরা। আমি এই মুহূর্তে একা, সকলের আগে কারাগারে প্রবেশ করছি। আপনারা বাইরে অপেক্ষা করুন, আমি আপনাদের ডেকে পাঠাবো।

সুজা। হঠাৎ যদি কোন কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয়, দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির উপস্থিতি যদি

জোহরা। আমার সঙ্গে জরিনা বোন যাবে। আপনারা বাইরে অপেক্ষা করুন। আমি আর দেরি করতে রাজি নই। চলো।

[জোহরা ও জরিনার প্রস্থান]

[সব স্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা করে। তারপর অকস্মাৎ সেই স্তব্ধতা বিদীর্ণ করে ভেতর থেকে ধ্বনিত হয় জোহরার তীব্র তীক্ষ্ণ আর্তনাদ—ইব্রাহিম! ইব্রাহিম! ইব্রাহিম! সবাই দৌড়ে কারাগারের ভেতরে ছুটে যায়। বশির খাঁ ভয়ার্ত বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে রহিম শেখের দিকে। রহিম শেখের মুখ সামান্য বিকৃত হয়, স্পন্দিত হয়, তারপর নিশ্চল পাথরের মূর্তির ভ্রম সৃষ্টি করে। পেছন থেকে ধীরে ধীরে ধ্বনিত হতে

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

থাকে—জরিনার কণ্ঠে শোনা যায়ঃ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়ুম। লা তা খুজুহু সিনাতুঁ ওয়ালা নাওম। লাহু মা ফিস্ সামাওয়াতে ওয়াল আরদে-- তারপর আবার—আফা হাসিবতুম আন্নামা খালাক্নাকুম আবাসাউ, ওয়া আন্নাকুম এলাইনা লা তুরজাউ'ন আবৃত্তির কণ্ঠ কিন্তু নিচু হবে যখন রোরুদ্যমানা উদ্ভ্রান্ত জোহরা বেগম আবার মঞ্চে প্রবেশ করবেন। পেছনে পেছনে আসবেন সুজাউদ্দৌলা।]

জোহরা। তুমি কেন সাড়া দিলে না? কেন জেগে উঠলে না? কেন ঘুমিয়ে পড়লে? আমি এত কষ্টের আগুনে পুড়ে, মনের বিষে জরজর হয়ে এত রক্তের তপ্তস্রোতে সাঁতরে পার হয়ে তোমাকে পাবার জন্যে ছুটে এলাম। আর তুমি কি- না ঘুমিয়ে পড়লে। ঘুমের কোন্ অতল তলে ডুবে রইলে যে আমি এত চিৎকার করে ডাকলাম তবু তুমি একবারও শুনতে পেলে না। আহা! ঘুমাও। আমি তোমাকে জাগাবো না। তোমার মুখ দেখে আমি বুঝেছি, অনেকদিন তুমি ঘুমাওনি। চোখের দু পাতা মুদে মনের আগুনের লকলকে শিখাকে কিছুক্ষণের জন্য হলেও আড়ালে ঠেলে দিতে পারোনি। কষ্ট, ঘুমের বড় কষ্টে ভুগেছো তুমি। ঘুমাও! আরো ঘুমাও! প্রাণভরে ঘুমাও!

সুজা। আল্লাহ্ যা করেন সবই মঙ্গলের জন্যই করেন। বাদশার যিনি বাদশা খোদ তিনি মুক্তির ফরমান জারি করেছেন। দুনিয়ার এক সামান্য বাদশার ফরমানের চেয়ে তার দাম অনেক বেশি। যিনি প্রকৃত বীর ও মহান তিনি দুয়ের মধ্যে মেকিটা ঠেলে ফেলে দিয়ে সাচ্চাটা কুড়িয়ে নিয়েছেন। ছোট মুক্তিটাকে অবহেলা করে বড় মুক্তিটাকে আলিঙ্গন করেছেন। খোদা তাঁকে শান্তিতে রাখুন।

[সুজাউদ্দৌলা ও জোহরা বেগম দর্শকদের দিকে পেছন ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে। কারাগারের ভেতর থেকে তখন কারো গায়ের দামি কালো জরিপাড় শাল দিয়ে ঢেকে একটি খাটের ওপর শায়িত

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

মৃত ইব্রাহিম কার্দিকে বহন করে বেরিয়ে আসে আতা খাঁ ও নজীবদ্দৌলা, আরো দু'জন সাহায্যকারী। পেছনে তখনও শোনা যাবেঃ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়ুম। লা তাব' খুযুহু সিনাতুঁ ওয়ালা নাওম। আফা হাসিবতুম আন্নাম খালাক্‌নাকুম আবাসাউ, ওয়া- আন্নাকুম এলাইনা লা তুরজাউ'ন ইত্যাদি। ক্রমশ একাধিক কণ্ঠে সম্মিলিতভাবে আবৃত্তিও হতে থাকবে। লাশ বহনকারীরা ধীরে ধীরে মঞ্চ ত্যাগ করবেন।]

।। **যবনিকা** ।।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

প্রশ্নাবলি

রচনামূলক ১৫টি
সংক্ষিপ্ত ৬০টি

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

প্রশ্নাবলি

রচনামূলক

১। ‘রক্তাক্ত প্রান্তর’ কি ঐতিহাসিক নাটক?

অথবা,

‘রক্তাক্ত প্রান্তর’—এর ঐতিহাসিকতা বিচার কর।

অথবা,

ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে ‘রক্তাক্ত প্রান্তর’—এর সার্থকতা বিচার কর।

অথবা,

‘তবে যুদ্ধের ইতিহাস আমার নাটকের উপকরণ মাত্র, অনুপ্রেরণা নয়।’—‘রক্তাক্ত প্রান্তর’ নাটক প্রসঙ্গে নাট্যকারের এই উক্তির তাৎপর্য আলোচনা কর।

অথবা,

‘এই অর্থে ‘রক্তাক্ত প্রান্তরকে’ ঐতিহাসিক নাটক না বললেও ক্ষতি নেই।’ কোন অর্থে? আলোচনা কর। অথবা,

‘আমি নাটকের বশ, ইতিহাসের দাস নই। নাটকে ইতিহাস উপলক্ষ মাত্র।’ নাট্যকারের এই উক্তি অবলম্বনে ‘রক্তাক্ত প্রান্তর’ ঐতিহাসিক নাটক কিনা বিশ্লেষণ কর।

২। ট্রাজেডি হিসেবে ‘রক্তাক্ত প্রান্তর’—এর সার্থকতা বিচার কর।

অথবা,

‘রক্তাক্ত প্রান্তর’ কি একটি আধুনিক ট্রাজেডি?

৩। ‘রক্তাক্ত প্রান্তর’ একটি দ্বন্দ্বমুখর নাটক।’—এই দ্বন্দ্বের স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

৪। ‘রক্তাক্ত প্রান্তরে নায়ক নয়, নায়িকাই প্রধান।’—আলোচনা কর।

অথবা,

জোহরা বেগমের চরিত্র আলোচনা কর।

৫। ইব্রাহিম কার্দির চরিত্র বিশ্লেষণ কর।

৬। নজীবদ্দৌলা ও সুজাউদ্দৌলা চরিত্রের একটি তুলনামূলক আলোচনা লিপিবদ্ধ কর।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

৭। নজীবদ্দৌলা চরিত্রের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

৮। সুজাউদ্দৌলা চরিত্রের পরিচয় দাও।

৯। আহ্‌মদ শাহ্‌ আবদালী চরিত্রের সার্থকতা যাচাই কর।

১০। "রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটকের মূল উপজীব্য এ যুগের অন্যতম যুদ্ধবিরোধী চেতনা।"– উক্তিটির যথার্থতা বিচার কর।

১১। 'রক্তাক্ত প্রান্তর'–এই নামকরণের তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

অথবা,

'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটকের নামকরণের সার্থকতা পরীক্ষা কর।

১২। নাটক হিসেবে 'রক্তাক্ত প্রান্তর'–এর সার্থকতা নিরূপণ কর।

অথবা,

'রক্তাক্ত প্রান্তর'–এর নাট্যগুণ বিশ্লেষণ কর।

১৩। 'রক্তাক্ত প্রান্তর'–এ মুনীর চৌধুরীর মৌলিকতা পরীক্ষা কর।

১৪। 'রক্তাক্ত প্রান্তর'–এর ভাষা ও সংলাপের শিল্পগুণ বিচার কর।

১৫। 'রক্তাক্ত প্রান্তর'–অনুসরণে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের বর্ণনা দাও।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

প্রথম অঙ্ক: প্রথম দৃশ্য

১। 'মানুষকে খুন করে মানুষ। মানুষের রক্তে পিয়াস মেটায় মানুষ। জানোয়ার চাটে জানোয়ারের রক্ত।' কে কাকে কখন এ উক্তি করেছিল?

২। 'শরীরের চামড়া ফুটো করে নল ঢুকিয়ে, চোঁ চোঁ করে কেবল রক্ত টেনে চলেছে। কিছুতেই যেন পিয়াস মেটে না। পেট ভরে না।' কে কখন, কাকে এ কথা বলেছিল? কেন?

৩। 'লাল না নীল, সাদা না কালো, এই অন্ধকারে তা কী করে মালুম করবো।' কে, কখন, কাকে এ উক্তি করেছিল?

৪। 'লাল টকটকে চেহারা। বাচ্চা ছেলের মতো কচিমুখ। কিন্তু কী তেজ, কী সাহস!' এখানে কার কথা বলা হচ্ছে? কে কাকে বলছে ও কেন?

৫। 'আমি দেখেছি। বন্দুকের গুলিটা এসে বিঁধেছিল ঠিক বুকের মাঝখানে।'–কার প্রসঙ্গে কার প্রতি কে এ উক্তি করেছে?

৬। 'আমার ছোট ভাই। আমার দিলের টুকরো! ওরা ওকে খুন করেছে।' কার ছোট ভাই? কারা খুন করেছে? কে কার কাছে একথা বলছে?

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

৭। আমরা তার বদলা নেবোই। মারাঠাদের মাটিতে মিশিয়ে তবে ঘরে ফিরবো।'—কখন ও কেন এ প্রতিজ্ঞা করছে?

৮। 'আমি আর একজনের জন্য অপেক্ষা করবো।'—কে কার জন্য কেন অপেক্ষা করবে?

৯। 'যদি সুযোগ পাই এই নাঙ্গা হাত দিয়ে ওর বুকের পাঁজর উপড়ে ফেলবো। চুমুক দিয়ে ওর বুকের রক্ত পান করবো। তারপর ক্ষান্ত হবো। তারপর ঘুমুতে যাবো।'—কে কার কাছে কেন এ উক্তি করেছে?

১০। 'একেবারে ছেলে মানুষের মতো মুখখানা। এত কচি কিন্তু কী তেজ, কী সাহস! দেখলেই আরেকজনের কথা মনে পড়ে।' কে, কাকে এ উক্তি করছে? কার কথা বলা হয়েছে? কার কথা মনে পড়ে?

১১। 'একেবারে বেশি কচি। বেশি টুকটুকে। চোখ মুখ ভুরু ঠোঁট সব একেবারে আওরতের বাড়া। আমিতো একবার তাকালে আর নজর ফেরাতে পানি না। মশালের আলোতে মুখখানা দেখে আমারই দিল পুড়ে যাচ্ছিলো।'—কার রূপের বর্ণনা দেয়া হয়েছে? কে, কাকে এ বর্ণনা দিচ্ছে?

১২। 'রক্ত। মানুষের রক্ত মানুষে খায়। খেয়ে মাতাল হয়। মাতাল হয়ে উৎসবে মেতে ওঠে। আমার ভাইয়ের রক্ত ঢেলে প্রদীপ জ্বেলেছে। নইলে ওর আলো এত লাল হবে কেন?' কে, কাকে, কেন ও কখন এ উক্তি করেছে?

১৩। 'ফের মিছে কথা বলেছো তো এক কোপে দু'টুকরো করে ফেলবো।'—কে কাকে ভয় দেখাচ্ছে?

১৪। 'আমরা শুধু এন্তেজার করবো। শুধু টহল দিয়ে বেড়াবো ডান থেকে বাঁয়ে, বাঁ থেকে ডাইনে।'- কে, কাকে এ কথা বলেছে? কেন?

১৫। 'ঠুলি পরা কলুর বলদ। ঘুরবো আর ঘুরবো। মাঝে মাঝে হেঁকে উঠবো—খবরদার! কোন্ হ্যায়? তারপর সালাম ঠুকে বলবো, ঠিক হ্যায়। আবার টহল দিয়ে বেড়াবো। ডান থেকে বাঁয়ে, বাঁ থেকে ডাইনে। বৃষ্টিতে ভিজবো, রোদে পুড়ে মরবো, অন্ধকারে ডুবে যাবো—তবু টহল দেবো, টহল দেবো—' কে কখন এ উক্তি করেছিল? কেন? তাৎপর্যসহ বুঝিয়ে লেখ।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

প্রথম অঙ্ক: দ্বিতীয় দৃশ্য

১৬। 'ইব্রাহিম কার্দি বেঈমান নয়, অকৃতজ্ঞ নয়। ইব্রাহিম কার্দি অঙ্গনার কণ্ঠলগ্ন হয়ে কর্তব্য পরায়ণতাকে পরিহাস করেনি।'- এ উক্তি কে, কার প্রসঙ্গে করেছিল?

১৭। 'বোন বলে ডেকেছো, তাই কিছু বুঝি। বাকিটুকুও বুঝতে পারি, কারণ আমি মেয়ে।'- কে, কাকে কখন এ কথা বলেছিল?

১৮। 'কালো পর্দা না ছাই। ঐ রূপের আগুন অত সহজে ঢাকা পড়ে?' কার রূপের কথা বলা হচ্ছে? ঐ রূপের আগুন অত সহজে ঢাকা পড়ে?' কার রূপের কথা বলা হচ্ছে? কে, কাকে কখন এ উক্তি করেছে?

১৯। 'কিন্তু যারা আমার আশ্রয়দাতা, পালনকর্তা, আমার রক্তের শেষ বিন্দু ঢেলে তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য লড়াই করে যাবো।'- কে, কাকে, কেন এ কথা বলেছিল?

২০। 'অন্তরে অমৃত না থাকলে মুখ দিয়ে এত গরল উগরে দিতে পারতো না।' কে, কাকে, কার কথা বলেছে?

২১। 'এই ছবিটা এত কোমল, আর এটা এত কঠিন যে, না বলে দিলে কিছুতেই বুঝতে পারতাম না যে, একই রমণীর চিত্র।'- কার ছবির কথা বলা হয়েছে? কে, কাকে, কখন বলছে?

২২। 'কতোদিন তোমাকে দেখিনি। তৃষ্ণায় দু'চোখ আমার পুড়ে খাক হয়ে গেছে। কতোকাল তোমার এই রূপ আমি দেখিনি। অশ্বপৃষ্ঠে নয়, মাটির ওপর দাঁড়িয়ে তুমি। রক্তাক্ত তরবারি নয়, হাতে তোমার মেহেদিপাতা। ঐ আনত মুখ, ঐ নির্মিলিত চোখ–এত রূপ তোমার, একবার মুখ তুলে তাকাও আমার দিকে।' কে, কাকে, এমন কথা বলেছে? কখন?

২৩। 'আমি পরীক্ষা করতে আসিনি, গ্রহণ করতে এসেছি।'–কে, কাকে, কখন এ কথা বললো?

২৪। 'তারপর একদিন এই নব সত্তার জয়ধ্বজা উড়িয়ে আমাকে সত্যি আঘাত করলে, আমাকে ত্যাগ করলে। আমার বুকে মুখে মাটি চাপা দিয়ে চলে গেলে।'–কে, কাকে, কেন এ উক্তি করলো?

২৫। 'শক্তির যে সুশিক্ষা তোমার কাছ থেকে লাভ করেছি তার ক্ষমতাকে অত অবহেলা করো না। জোহরা বেগমকে জীবন্ত আটকে রাখবে এমন শক্তি তোমার প্রহরীর নেই। রাত্রি শেষ হবার আগেই দেখবে হয় তোমার প্রহরীর নয় তোমার পত্নীর রক্তে তোমার মারাঠা শিবির রঞ্জিত।'–কে, কাকে, কখন এ কথা বলেছিল?

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

২৬। 'যে ফিরে যাবে সে আমি হবো না। সে হবে বিশ্বাসঘাতক।'—কে, কাকে, কেন এ উক্তি করলো?

২৭। 'আমি নিশ্চিত জানি, জয়-পরাজয় যাই আসুক, মৃত্যু ভিন্ন আমার মুক্তির অন্য কোন পথ নেই।'- কে কাকে এমন কথা বলেছিল? কখন?

২৮। 'এই শিবিরে তোমার আমার মাঝখানে আমার পিতার লাশ শুয়ে আছে। আমি তোমার কাছে এগুবো কী করে?'—কে, কাকে, কখন এ কথা বলেছিলো?'

প্রথম অঙ্ক: তৃতীয় দৃশ্য

২৯। 'তুমি পশু, সে দেবতা।'—কে, কাকে, কেন এ উক্তি করেছিল?

৩০। 'অমর বলো, আতা খাঁ বলো, মনে মনে তাকে আমি স্বামী বলে গ্রহণ করেছি। তাকে আমি ভালোবাসি।'—কে, কাকে, কখন এ কথা বলেছে?

৩১। 'দুই শিবিরের মাঝখানে মস্ত বড় প্রান্তর। দু'দিন পর যুদ্ধ যখন শুরু হবে তখন রোজই সেখানে লক্ষ লক্ষ মুসলিম লক্ষ লক্ষ হিন্দুর মুখোমুখি এসে দাঁড়াবে। মিলবে-লড়বে, মারবে-মরবে। কেবল আমাদের দু'জনারই আর কখনো দেখা হবে না, এও কি সম্ভব?'—কে, কখন, কাকে এ উক্তি করেছে?

দ্বিতীয় অঙ্ক: প্রথম দৃশ্য

৩২। 'কোনো কিছুই নিরর্থক নয়। আক্রমণ করার মধ্যে যদি মস্ত কোনো কারণ থাকতে পারে, তাহলে না করার মধ্যেও নিশ্চয়ই কোনো কারণ লুকিয়ে আছে।'—এ কথা কে, কাকে, কখন বলেছিল?

৩৩। 'আমার পক্ষে অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত উদাসীন থাকা সম্ভব নয়।'—কে, কাকে, কেন এ কথা বলেছিল?

৩৪। 'মারাঠা শক্তির সঙ্গে লড়াই করবার জন্যই যমুনা তীরে দেড়মাস ধরে প্রহর গুণছি! কিন্তু তাই বলে এক্ষুণি যখন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ছি না তখন আর বিস্তর ক্রীড়াকৌতুকে মন দিতে দোষ কী? —কে কার উত্তরে এ কথা বলেছিল?

৩৫। 'মানুষ মরে গেলে পঁচে যায়। বেঁচে থাকলে বদলায়। কারণে-অকারণে বদলায়। সকালে বিকালে বদলায়।'—কে, কাকে, কখন এ কথা বলেছে?

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

৩৬। 'আগামী দিনের কথা কে বলতে পারে। একজন মানুষের জীবনেও কোনো দুটো মুহূর্ত এক রকম নয়।' কে, কখন, কাকে এ কথা বলেছিল?

৩৭। 'দক্ষিণ প্রান্তে আমার মুখোমুখি যেন ইব্রাহিম কার্দি থাকেন, এই কামনা করি।' কে, কেন, এই কামনা করছে?

দ্বিতীয় অঙ্কঃ দ্বিতীয় দৃশ্য

৩৮। 'আপনাকে রুখবে কে? যে পারতো সে নারী আমি নই। একদিন হয়তো আমি পারতাম। আজ সে ক্ষমতা অন্য কারো।'—এখানে কে, কাকে, কার প্রতি কটাক্ষ করছে?

৩৯। 'দেশ নয়, জাতি নয়, যশ নয়—যা আপনাকে এই অন্ধকার রাতে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সে অন্য কোনো নারী। অন্য কোনো নতুন জ্যোতির্ময়ী রমণী।'—কে, কাকে, কখন এ উক্তি করেছে?

দ্বিতীয় অঙ্কঃ তৃতীয় দৃশ্য

৪০। 'আমি কাপুরুষ। নিজেকে এবার চিনে ফেলেছি। আর সাহসের বড়াই করি না!'—কে, কাকে, কখন এ কথা বলেছে?

৪১। 'ছদ্মবেশ। সব ছদ্মবেশ। বিশ্বাস করো, সব ছদ্মবেশ।' কে কাকে কেন- এ উক্তি করেছে?

৪২। 'ঢেউয়ের দোলায় আমি কেবলই নিচের দিকে তলিয়ে যাচ্ছি। তোমাকে দেখবো বলে যতোবারই চোখ খুলতে চাইছি ততোবারই রক্তের ঝাপটায় সব গুলিয়ে একাকার হয়ে যাচ্ছে'—কে, কাকে, কখন এ কথা বলেছে?

৪৩। 'আজকে তোমার যে রূপ আমি আমার মনের মধ্যে এঁকে নিয়ে গেলাম, রক্তের উদ্ভাসে আমার চোখ যদি ঢেকেও যায়, তবুও সে আলো নিভবে না, থাকবে। তুমি আমার শক্তি, আমার গর্ব, আমার রাণী।'- কে কাকে কখন এ উক্তি করেছিল?

তৃতীয় অঙ্কঃ প্রথম দৃশ্য

৪৪। 'আজ আমরা জয়ী। সম্পূর্ণ জয়ী'—কে, কখন এ উক্তি করেছে?

৪৫। 'যা দেখেছি তা অবর্ণনীয়। লাশের ওপর লাশ। তার ওপর লাশ। কেউ উপুর হয়ে, কেউ চিৎ হয়ে, কেউ দলা পাকিয়ে একে অন্যকে জড়িয়ে ধরেছে,

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

আঁকড়ে ধরেছে, জাপটে ধরেছে।'—এখানে কে কার কাছে কিসের বর্ণনা করছে?

৪৬। 'রক্তে রক্ত মিশেছে। কার সাধ্য এই রক্ত-মাংস-অস্থি হাতড়ে শত্রু-মিত্র বেছে বেছে আলাদা করে।'—কী প্রসঙ্গে কার উক্তি?

৪৭। 'নবাব নজীবদ্দৌলা লাশ প্রার্থনা করেছিলেন। তুমি জীবন প্রার্থনা করো, অবশ্যই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।'—কে, কাকে, কেন এ কথা বলেছে?

৪৮। 'বীরপণায় তুমি মুসলিম শিবিরের রত্নস্বরূপ। তুমি বীর এবং মহান। তুমি তরুণ কিন্তু শক্তিমত্ত। তুমি কঠিন কিন্তু করুণাময়। তুমি জয়ী, তুমি তুষ্ট, তুমি ক্ষুব্ধ, তুমি দুঃখী।'—কে, কী, প্রসঙ্গে কাকে এ উক্তি করেছিল?

৪৯। 'তোমাকে অদেয় কিছুই নেই।'—কে, কী, প্রসঙ্গে কাকে এ উক্তি করেছিল?

৫০। 'মরে গেছে। আমি যখন তাকে খুঁজে পেলাম তখন সে মরে পড়ে আছে। লাশটা কাঁধে ফেলে বয়ে নিয়ে এসেছি।'—কে, কার মৃত্যুর কথা বর্ণনা করছে? কার কাছে? কেন?

৫১। 'আমি নারী। আমি হৃদয় দিয়ে বিশ্ব জয় করবো।'—কে, কাকে, কখন এ কথা বলেছে?

৫২। 'মরণ যেখানে বাসা বেঁধেছে তার নাম কারাগার নয়।'—কে, কাকে, কী প্রসঙ্গে এ মন্তব্য করেছিল?

তৃতীয় অঙ্কঃ দ্বিতীয় দৃশ্য

৫৩। 'তুমি সর্বনাশ করেছো। তুমি জানো না তুমি কী সর্বনাশ করেছো।'—কে, কাকে, কেন এ কথা বলেছে?

৫৪। 'আমার ব্যগ্রতার কারণ আপনি বুঝবেন না। অনেক গুনাহ্ করেছি, আজ তার কিছু স্খালন করতে চাই।'— কে, কার, কোন গুনাহ স্খালন করতে চাচ্ছে?

৫৫। 'এ সময়ে অবাঞ্ছিত মুক্তির এই আকস্মিক সংবাদ কি না দিলেই নয়?'- কে কাকে কেন এ কথা বলছে?

৫৬। 'তার জীবনে আমি আকস্মিক নই, আমি স্বাভাবিক। অন্ধকারটা স্বপ্ন, অলীক। আলোটাই সত্য, আলোটাই স্থায়ী।'—কে, কাকে, কখন কেন এ উক্তি করেছে?

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

৫৭। ‘আমরা ক্ষেত্র প্রস্তুত করি, হৃদয়ে আলো জ্বালি, শরীরে বল সঞ্চার করি তারপর আপনাকে সংবাদ প্রেরণ করলে আপনিও আসবেন।’—কে, কাকে, কেন এ অনুরোধ করছে?

৫৮। ‘তুমি কেন সাড়া দিলে না? কেন জেগে উঠলে না? কেন ঘুমিয়ে পড়লে? আমি এত কষ্টের আগুণে পুড়ে, মনের বিষে জরজর হয়ে এত রক্তের তপ্তস্রোত সাঁতরে পার হয়ে তোমাকে পাবার জন্য ছুটে এলাম—আর তুমি কিনা ঘুমিয়ে পড়লে।’—কে, কখন, কার উদ্দেশ্যে এ উক্তি করেছে?

৫৯। ‘কষ্ট, ঘুমের বড় কষ্টে ভুগেছো তুমি। ঘুমাও। আরো ঘুমাও! প্রাণ ভরে ঘুমাও!’—কে, কাকে, কখন এ কথা বলেছিল?

৬০। ‘যিনি প্রকৃত বীর ও মহান তিনি দুয়ের মধ্যে মেকিটাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে সাচ্চাটাকে কুড়িয়ে নিয়েছেন। ছোট মুক্তিটাকে অবহেলা করে বড় মুক্তিটাকে আলিঙ্গন করেছেন।’—কে, কার, প্রসঙ্গে কখন এ কথা বলেছে? —উক্তিটির তাৎপর্য কী?

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

ব্যাখ্যাবলী

প্রথম অংক: প্রথম দৃশ্য

১. মানুষকে খুন করে মানুষ। মানুষের রক্তে পিয়াস মোটয় মানুষ। জানোয়ার চাটে জানোয়ারের রক্ত।
২. আমি আর একজনের জন্য অপেক্ষা করবো।
৩. একেবারে ছেলে মানুষের মতো মুখখানা। এত কচি কিন্তু কী তেজ, কী সাহাস।
৪. রক্ত। মানুষের রক্ত মানুষে খায়। খেয়ে মাতাল হয়। মাতাল হয়ে উৎসবে মেতে ওঠে।
৫. আমরা শুধু এন্তেজার করবো। শুধু টহল দিয়ে বেড়াবো ডান থেকে বাঁয়ে, বাঁ থেকে ডাইনে।

প্রথম অঙ্ক: দ্বিতীয় দৃশ্য

১. বোন বলে ডেকেছো, তাই বুঝি। বাকিটুকুও বুঝতে পারি, কারণ আমি মেয়ে।
২. অন্তরে অমৃত না থাকলে মুখ দিয়ে এত গরল উগরে দিতে পারতো না।
৩. আমি পরীক্ষা করতে আসিনি, গ্রহণ করতে এসেছি।
৪. যে ফিরে যাবে সে আমি হবো না। সে হবে বিশ্বাসঘাতক।
৫. এই শিবিরে তোমার-আমার মাঝখানে আমার পিতার লাশ শুয়ে আছে। আমি তোমার কাছে এগুবো কী করে?

প্রথম অঙ্ক: তৃতীয় দৃশ্য

১. তুমি পশু, সে দেবতা।
২. মিলবে-লড়বে, মারবে-মরবে। কেবল আমাদের দু'জনারই আর কখনো দেখা হবে না, এও কি সম্ভব?

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

দ্বিতীয় অঙ্ক: প্রথম দৃশ্য

১. আমার পক্ষে অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত উদাসীন থাকা সম্ভব নয়।

২. মানুষ মরে গেলে পচে যায়। বেঁচে থাকলে বদলায়। কারণে-অকারণে বদলায়। সকালে-বিকালে বদলায়।

৩. আগামীদিনের কথা কে বলতে পারে। একজন মানুষের জীবনেরও কোনো দুটো মুহূর্ত এক রকম নয়।

দ্বিতীয় অঙ্ক: দ্বিতীয় দৃশ্য

১. আমি হয়তো সত্যি অন্ধ। কিন্তু তুমি আমার চেয়েও অন্ধ।

২. হয়তো নারীমাত্রেই এ দুর্বলতার শিকার। স্নেহকে শৃঙ্খলে পরিণত করে, ভালোবাসাকে মোহে, বন্ধনকে বিকারে।

৩. দেশ নয়, জাতি নয়, যশ নয়—যা আপনাকে এই অন্ধকার রাতে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সে অন্য কোনো নারী।

দ্বিতীয় অঙ্ক: তৃতীয় দৃশ্য

১. অনেক আলো থেকে হঠাৎ অনেক অন্ধকারে এসে পড়েছেন তাই।

২. মনের কথার ভাষা জনে জনে আলাদা। তার পরতে পরতে নানা রকম অর্থ-অনর্থ লুকিয়ে থাকে।

৩. এত সহজে ধরা পড়ে যাবো ভাবিনি। কী লজ্জা, কী দুঃসহ লজ্জা।

৪. আমি হারিয়ে যাবো না। আমি নিজেকে জয় করেছি।

৫. নিজেকে বেশি শাস্তি দিও না। মুখোশ না পরে কে?

৬. আজ আমি পরিপূর্ণ, আজ আমি সত্যি জয়ী। তোমাকে চিনেছি, নিজেকেও চিনেছি।

৭. কী কঠিন! কী পাষাণ তুমি! তুমি আরো ভীরু, আরো দুর্বল, আরো সামান্য হলে না কেন?

৮. তোমাকে দেখবো বলে যতোবারই চোখ খুলতে চাইছি ততোবারই রক্তের ঝাপটায় সব গুলিয়ে একাকার হয়ে যাচ্ছে।

৯. তুমি মায়া-মমতাশূন্য। তুমি ভয়াবহ। তোমাকে আমি চিনি না।

১০. তুমি আমার শক্তি, আমার গর্ব, আমার রাণী।

Wants More Updated Bangla e-books(pdf): www.facebook.com/tanbir.ebooks

তৃতীয় অঙ্ক: প্রথম দৃশ্য

১. আজ আমরা জয়ী। সম্পূর্ণ জয়ী।

২. যা দেখেছি তা অবর্ণনীয়। লাশের ওপরে লাশ, তার ওপর লাশ।

৩. রক্তে রক্ত মিশেছে। কার সাধ্য এই রক্ত-মাংস-অস্থি হাতড়ে শত্রু-মিত্র বেছে বেছে আলাদা করে।

৪. তোমাকে অদেয় কিছুই নেই।

৫. মঞ্জুর। এর চেয়ে বড় দাবি হলেও প্রত্যাখান করতাম না।

৬. মরে গেছে। আমি যখন তাকে খুঁজে পেলাম তখন সে মরে পড়ে আছে।

৭. আপনি দার্শনিক। বুদ্ধি দিয়ে সবকিছু বিচার করতে অভ্যস্ত। আমি নারী। আমি হৃদয় দিয়ে বিশ্ব জয় করবো।

তৃতীয় অঙ্ক: দ্বিতীয় দৃশ্য

১. আমার ব্যগ্রতার কারণ আপনি বুঝবেন না। অনেক গুনাহ্ করেছি, আজ তার কিছু স্খালন করতে চাই।

২. তার জীবনে আমি আকস্মিক নই, আমি স্বাভাবিক। অন্ধকারটা স্বপ্ন, অলীক। আলোটাই সত্য, আলোটাই স্থায়ী।

৩. কষ্ট, ঘুমের বড় কষ্টে ভুগেছো, তুমি। ঘুমাও! আরো ঘুমাও! প্রাণ ভরে ঘুমাও!

৪. যিনি প্রকৃত বীর ও মহান, তিনি দুয়ের মধ্যে মেকিটাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে সাচ্চাটা কুড়িয়ে নিয়েছেন।

৫. ছোট মুক্তিটাকে অবহেলা করে বড় মুক্তিটাকে আলিঙ্গন করেছেন।

Any kind of e-book & Software : www.tanbircox.blogspot.com

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমে
১৯৯৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে